আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

কৌশলের ক্ষমতা

গ্যারী কিসি

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

কৌশলের ক্ষমতা

গ্যারী কিসি

Your Financial Revolution: The Power of Strategy, Bengali, by Gary Keesee
Copyright © 2023 by Gary Keesee.

Originally published in English as Your Financial Revolution: The Power of Strategy

Published by Free Indeed Publishers.
Distributed by Faith Life Now.

SBN: 978-1-945930-14-0

Faith Life Now
P.O. 779
New Albany, OH43054
1-(888)-391-LIFE

Printed in Bangladesh

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: কৌশলের ক্ষমতা
গ্যারী কিসি কর্তৃক কপিরাইট© ২০২৩।

অন্যথায় উল্লেখ করা না হলে, সমস্ত শাস্ত্রলিপী পবিত্র বাইবেল সংস্করণ (কেরী ভার্সণ) থেকে নেওয়া হয়েছে। বিবলিকা, ইনকর্পোরেশন TM কর্তৃক কপিরাইট© ১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ২০১১। সমগ্র বিশ্বেই এর সকল স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত।

সমস্ত স্বত্বাধিকার আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের অধীনে সংরক্ষিত। বিষয়বস্তু এবং কভার প্রকাশকের স্পষ্ট লিখিত সম্মতি ব্যতীত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও আকারে পুন:মুদ্রণ বা প্রকাশ করা যাবে না।

ইংরেজী "*Your Financial Revolution: The Power of Strategy*" গ্রন্থটি "*আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: কৌশলের ক্ষমতা*" বইটির মূল প্রকাশনা।

SBN: ৯৭৮-১-৯৪৫৯৩০-১৪-০

ফেইথ লাইফ নাও কর্তৃক বিতরণ করা হয়।

ফেইথ লাইফ নাও
পো. বক্স ৭৭৯
নিউ অ্যালবানি, ওহাইও ৪৩০৫৪
১-(৮৮৮)-৩৯১-লাইফ

মূদ্রণ: বাংলাদেশ

ফেইথ লাইফ নাও পরিচর্যায় যোগাযোগের জন্য প্রদত্ত লিংক ব্যবহার করুণ: www.faithlifenow.com.

উৎসর্গ

আমি এই বইটি আমার স্ত্রী ড্রেন্ডাকে উৎসর্গ করতে চাই, কারণ এটি ঈশ্বরের বিষয়গুলির প্রতি তার উৎসাহ, তার আবেগ, এবং পরিবারের প্রতি এবং আমার প্রতি তার ভালবাসা যা আমাকে এই সমস্ত বছরগুলোতে অনুপ্রাণিত করে আসছে। একসাথে, আমরা প্রমাণ করেছি যে স্বপ্ন বাস্তবিকই সত্যি হয়!

— গ্যারী কিসি

সূচীপত্র

ভূমিকা..... ০৯
অধ্যায় ১: তুমি আমাদেরকে কি করতে বলতে চাও? ১৯
অধ্যায় ২: রাজ্য..... ৩২
অধ্যায় ৩: হতবাক..... ৩৯
অধ্যায় ৪: মৌলিক বিষয়গুলি: এটি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না ৫৩
অধ্যায় ৫: শাস্ত্রীয় প্রমাণ ৬৯
অধ্যায় ৬: সবাই কি পরভাষায় প্রার্থনা করে? ৭৭
অধ্যায় ৭: গুপ্তধনের সিন্দুক..... ৮৭
অধ্যায় ৮: পদোন্নতির কঠিন স্থান ১০৩
অধ্যায় ৯: শান্ত, মৃদুকণ্ঠ ১১১
অধ্যায় ১০: দর্শন এবং স্বপ্ন ১২৩
অধ্যায় ১১: পবিত্র আত্মার রব আমার বসের মত শুনতে ১৩৪
অধ্যায় ১২: কিভাবে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য প্রার্থনা করবেন এবং গ্রহণ করবেন ১৪৮

ভূমিকা

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: কৌশলের ক্ষমতা" বইটি অর্থনৈতিক বিপ্লব সিরিজের তৃতীয় বই। এই সিরিজে পাঁচটি বই আছে, আর আমি ২০০৫ সালে আলবেনিয়ায় যে সম্মেলন করেছিলাম এই বইগুলি তার একটি সম্প্রসারিত সংস্করণ। এই সম্মেলনেই আমার জীবনের গতিপথ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। আপনি যদি এই গল্পটি শুনে থাকেন তবে আপনি ভূমিকাটি এড়িয়ে যেতে পারেন এবং ১ অধ্যায় থেকে শুরু করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি গল্পটি না শুনে থাকেন তবে আপনাকে নীল ধোঁয়া সম্পর্কে গল্পটি পড়তে অনুরোধ করছি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে "নীল ধোঁয়া" আবার কী? প্রশ্নটি আসতে পারে আমি জানি। যখন আমি এটি দেখেছিলাম, তখন আমিও জানতাম না যে এটি কী, তবে ঈশ্বরের ক্ষমতা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আমি জানতাম যে এটি কেবল তাঁর কাছ থেকেই আসতে হবে। চলুন তবে গল্পটি বলি।

আমার স্ত্রী আর আমি ঋণের ভার নিয়েই আমাদের বিবাহিত জীবন শুরু করেছিলাম এবং নয় বছর ধরে ঋণগ্রস্থ ছিলাম। শুধুমাত্র ঋণগ্রস্থ নয়, কিন্তু অর্থ ও অর্থের সমস্যা নিয়ে দুর্বল মানসিক চাপ এবং ভয়ে অবসন্ন ছিলাম। যদিও আমরা কখনই আর্থিকভাবে আমাদের জীবনকে ধ্বংস করতে চাইনি, কিন্তু আমরা একেবারে তাই করে ফেলি। আমরা একটি সাধারণ পেট্রল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে শুরু করি, তারপর একটি ভিসা কার্ড, এরপর দশটি ভিসা কার্ড হয়। আমরা যখন ভিসা কার্ডগুলির বিল পরিশোধ করতে পারিনি, তখন আমরা আমাদের ঋণ একসাথে পরিশোধ করতে ২৮ থেকে ৩৩ শতাংশ সুদে ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে ঋণ নেই। কিন্তু তারপর আমরা এর থেকে বের হয়েই আবারও কার্ড ব্যবহার করতে শুরু করি, আর ঋণ শুধু উর্ধ্বগতিতে বেড়েই যাচ্ছিল! একটা সময় পরে, আমরা দশটি সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে ফেললাম এবং ক্রেডিট কার্ড বাতিল করা হল, তিনটি ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে লোন এবং কয়েক হাজার ডলারের জন্য আইআরএস ট্যাক্স লিয়েন্স এবং আরও অনেক ছোটখাট ঋণ নিয়ে শেষ পর্যায়ে চলে যাই। আমাদের দেনা হয় ডেন্টিস্ট, ড্রাই ক্লিনার, আমাদের পিতামাতার কয়েক লক্ষ টাকা, আমাদের দুটি গাড়ির অর্থ পরিশোধ, বাড়ি ভাড়া, এবং তালিকাটি এভাবে লম্বা হতে থাকে। আমরা সেই সময়ে কমিশনের অর্থে চলছিলাম, এবং মানসিক চাপ আমাকে রীতিমত মেরে ফেলছিল। আমার প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল এবং যে কারণে এন্টিডিপ্রেসেন্টস দেওয়া হয়েছিল, যা সাহায্য করেনি।

আমাদের সব জিনিসপত্র ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমাদের সব গাড়ির ২০০,০০০ মাইল পার করে ফেলেছিল। আমাদের ছোট, ১৮৫৬ সালের পুরানো ফার্মহাউস, যা আমরা মাসিক ৩০০০০ টাকায় ভাড়া থাকতাম, সেটায় নানা সমস্যা ছিল। পুরানো জানালার অনেকগুলাই ভেঙে গেছিল, এবং যেহেতু আমাদের কাছে সেগুলি মেরামত করার জন্য অর্থ ছিল না, আমরা ফাটলগুলির উপর শুধু ডাক্ট টেপ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট ভাল ছিল না। ফ্রেমের ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে লতাপাতা বেয়ে উঠতো। আমার স্ত্রী, ড্রেন্ডা, সেগুলিকে এমনভাবে ছাঁটতো যেন সেগুলো ঘরের সজ্জারই অংশ ছিল। আমাদের ছেলেদের শোবার ঘরের কার্পেট রাস্তার পাশের আবর্জনার স্তূপে পাওয়া ছিল। তাদের খাটের তোষকগুলি একটি নার্সিং হোমের বাতিল সামগ্রীর স্তূপে পাওয়া গেছিল। আসবাবপত্রের প্রতিটিই হয় কোন গ্যারেজ সেলে পাওয়া বা সেটা কারো আবর্জনার স্তুপে ফেলে দেওয়া ছিল।

যখন আপনি প্রতিদিন জেগে উঠেন এবং আপনার পরিবারকে কিভাবে খাওয়াবেন তা ভাবতে হয় সে জীবন আনন্দদায়ক হয় না। ভয় আমার জীবনকে আঁকড়ে ধরেছিল, আর বেঁচে থাকার জটিলতায় আনন্দ এবং আশা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ড্রেন্ডা আর আমি দীর্ঘ নয় বছর ধরে এভাবেই চলছিলাম! দীর্ঘ নয়টি বছর! এক মাস বা উর্দ্ধে এক বছর হলেও আমার বোধগম্য হতো, কিন্তু নয় নয়টি বছর? নয়টি বছর এইভাবে চাপে থাকার পরে, আপনার আবেগ রুক্ষ হয়ে যাবে এবং ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে।

যদিও এই নয়টি বছর আমরা খ্রীষ্টিয়ান ছিলাম আর একটি চমৎকার মন্ডলীতে যোগদান করছিলাম যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছিল যে তাঁর লোকদের জন্য দারিদ্র্যতা ঈশ্বর চান না। আমরা দশমাংশ দিতাম এবং প্রায়ই উপহার দিতাম, কিন্তু তবুও আমাদের অর্থ ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং ঈশ্বরের বাক্য যেভাবে বলে সেভাবে ফল দেখায়নি। পুরাতন নিয়মের উপর আমার ডিগ্রী ছিল এবং বাইবেল স্কুলে এক বছরেরও বেশি সময় পড়েছিলাম। আমি জানতাম যে কোথাও একটা সমস্যা ছিল কিন্তু শুধু আশা করে যাচ্ছিলাম যে, পর্যায়ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, দীর্ঘ নয় বছরেও কোন আশার দেখা মেলেনি। বিল গ্রহীতারা প্রায় প্রতিদিনই ফোন করছিলেন, তাই ড্রেন্ডা আর আমি প্রায় সব আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

এদিকে ডাক্তাররা বলছিলেন যে আমার ডায়াবেটিক হওয়ার প্রাথমিক সব লক্ষণ রয়েছে কারণ আমি দুর্বল স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলাম। কোন টাকা ছিল না, প্রতিটি ক্রেডিট কার্ড বাতিল হয়েছিল, এবং বাড়িতে কোন খাবার ছিল না। ভয় আমার জীবনকে এমনভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছিল যে আমি আক্ষরিক অর্থেই আমার বাড়ি থেকে বের হতে ভয় পেতাম। আমার স্ত্রী কিভাবে বাচ্চাদের নিয়ে তার পিতামাতার বাড়িতে ফিরে যাবে মনে মনে তার পরিকল্পনা করতে শুরু করেছিল কারণ সে মনে করেছিল যে সে তার স্বামীকে হারাতে যাচ্ছে। যাইহোক, শেষ পর্যায়ে এসে আমার জীবনটা ঘরে দাঁড়ালো।

একজন অ্যাটর্নি আমাকে কল করে আসছিল, এবং আমি তাকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলাম, আমি আশা করেছিলাম যে তাকে অর্থ দেওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু বিল পরিশোধ করার জন্য টাকা কখনই হাতে আসেনি। তাই একদিন সকালে যখন সে ফোন করল, তার আর ধৈর্য্য শক্তি ছিল না। "আপনাকে তিন দিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে নাইলে আমি আমার ক্লায়েন্টের পাওনা টাকার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব।" সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম ভান করার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে। আমার কাছে কোন টাকা ছিল না, এমনকি আমার নিজের পরিবারও আমাদের আর কোন টাকা ধার দেবে না। হতাশায়, আমি ছোট্ট খামারবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে আমাদের বেডরুমে আসলাম, আমার বিছানায় লুটিয়ে পরলাম এবং ঈশ্বরের কাছে কাঁদলাম। আশ্চর্যজনকভাবে, আমার আত্মায়, তিঁনি সংগে সংগে উত্তর দিলেন। প্রথমে, তিঁনি আমাকে শুধুমাত্র শাস্ত্রের একটি পদের কথা মনে করিয়ে দিলেন যা আমি বহুবার শুনেছি এবং পড়েছি, ফিলিপীয় ৪:১৯ পদ:

"আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন।"

"অবশ্যই, আমি সেই পদটি জানি," আমি প্রভুকে বললাম, "কিন্তু আমার জীবনে তা ঘটছে না। আমার সব চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।" প্রভু আমাকে উত্তর দিলেন, "তুমি যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে আছ তার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি এই বিশৃঙ্খলায় আছ কারণ আমার রাজ্য কিভাবে কাজ করে তুমি কখনই শিখনি।" তিনি আমাকে আরও কয়েকটি কথা বললেন, আমি তাঁর কথা বুঝতে পেরেছিলাম: আমার ঋণগ্রস্থ জীবন তাঁর ইচ্ছা ছিল না। যদিও আমি পুলকিত ছিলাম যে আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনেছি, তবুও আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে রাজ্য বলতে তিঁনি কি বুঝালেন তা আমি জানতাম না। আমার একটা বাইবেলের ডিগ্রি ছিল এবং আমি মনে করতাম যে আমি বাইবেল মোটামুটি ভাল জানি, কিন্তু, এখন স্পষ্ট বুঝলাম, আমি আসলে ভূল বুঝেছিলাম। আমি এই কথাগুলি শোনার পর প্রথম যে কাজটি করেছিলাম সেটা হল ড্রেন্ডাকে খুঁজে বের করে আমি তাদেরকে যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলেছিলাম সেজন্য তার কাছে অনুতপ্ত হলাম। তখন আমরা দুজনেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম এবং তাঁর রাজ্য কিভাবে কাজ করে তা আমাদেরকে শেখাতে বললাম। আমরা ঋণের উপর নির্ভরশীল হবার কারণে অনুতপ্তও হয়েছিলাম এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম যে আমরা জীবিকানির্বাহের পথ হিসেবে আর ঋণের উপর নির্ভর করব না। কিন্তু, বাস্তবে, যদিও আমার বাইবেলের উপর ডিগ্রি ছিল, আমার কাছে সেই মূহুর্তে রাজ্যর বিষয়টি ছিল একটা রহস্যের মত। নতুন নিয়মে রাজ্য শব্দটি শুধুমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করতে পারি তা হলো প্রভুর প্রার্থনায়।

"তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে হোক" (মথি ৬:১০ পদ)।

আমরা সত্যিই বুঝতে পারিনি যে ঈশ্বর আমাদের কি বলতে চাইছিলেন, কিন্তু আমরা যখন প্রভুর অন্বেষণ করতে শুরু করি, তিঁনি আমাদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। আমাদের প্রথম যে বিষয়টি জানতে হয়েছিল তা হল রাজ্য কি এবং কেন ঈশ্বর সেই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিঁনি আমাদের কি বলার চেষ্টা করছিলেন? কিছু পড়াশুনা করার পরে, আমি জানতে পারলাম যে রাজ্য শুধুমাত্র একটা জনগোষ্ঠিই ছিল না। রাজ্য ছিল এমন জনগোষ্ঠি যারা সরকার এবং রাজার এখতিয়ারের অধীনে বাস করত। মূলত, রাজ্য শব্দটি আসলে একজন রাজার আধিপত্যকে বোঝায়। রাজার আধিপত্য, বা তার কর্তৃত্ব এবং তার আইন, তার রাজত্বের প্রতিটি নাগরিকের কাছে তার সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাই এখানে আমার কাছে প্রধান চাবিকাঠি ছিল: ঈশ্বরের রাজ্য হল একটি সরকার।

আর সরকারের আইন আছে!

দেখেন,বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ানের মত আমিও ঈশ্বরকে দেখেছি তিঁনি কি করতে পারেন এই ত্রুটিপূর্ণ ধারণা নিয়ে। আমি ধরে নিয়েছিলাম কারণ তিঁনি ঈশ্বর তাই তিঁনি যখন চান তাঁর খুশিমত তা করতে পারেন। আমি জানি বইয়ের এই পর্যায়ে এসে আপনি বলবেন যে আমি ভুল বলছি, কিন্তু আমাকে বলতে দিন। যেহেতু আমি বিশ্বাস করতাম যে ঈশ্বর যখন যেটা চান তখন তিঁনি সেটা করতে পারেন, আমি উত্তর না পাওয়া প্রার্থনাটিকে এমন একটি অনুরোধ হিসাবে দেখতাম যা তিনি দিতে অস্বীকার করেছেন। প্রার্থনার বিষয়ে এই অনিশ্চয়তা আমাকে কেবলমাত্র এই আশাই দিয়েছিল যে তিঁনি উত্তর দেবেন। এইজন্য আমার প্রার্থনার জীবনের ধরণ ছিল ভিক্ষা চাওয়া এবং দয়ার জন্য চিৎকার করা, শুধু এই আশায় যে আমার বিষয়টি ঈশ্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যথেষ্ট গুরুতর মনে হয়। কিন্তু যখন ঈশ্বর আমাকে শেখাতে শুরু করলেন যে তাঁর সমগ্র রাজ্য আইনসম্মত একটি সরকার যা আমরা জানতে এবং ব্যবহার করতে পারি, আমি আন্দোলিত হই। আমি জানলাম যে যখন আমি খ্রীষ্টের কাছে এসেছি তখন আমি তাঁর বিশাল রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং নাগরিক হয়েছি।

"অতএব তোমরা আর অসম্পর্কিয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক।" (ইফিষীয় ২:১৯ পদ)।

আমার মনে আছে সেই বাক্য পড়ছিলাম এবং চিন্তা করছিলাম, *তাঁর রাজ্যে আমার আইনি অধিকার আছে! এটা সত্যিই এত সহজ হতে পারে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক*

হিসাবে, ইতিমধ্যে আমার যা আছে তার জন্য আমাকে ভিক্ষা চাইতে হবে না এবং অনুরোধ করতে হবে না। আমি একজন নাগরিক প্রমাণ করার জন্য আমাকে ভয় পেতে হবে না। আমি এখানে জন্মেছিলাম। আমি যখন ঈশ্বরের রাজ্যে নতুন জন্ম লাভ করেছিলাম, তখন আমি তাঁর রাজ্যের নাগরিক হয়েছি। তার মানে তাঁর রাজ্যের আইনে লিপিবদ্ধ প্রতিটি আইন এবং সুবিধার আইনগত অধিকার রয়েছে। যখন ঈশ্বর আমাকে তা দেখাতে শুরু করলেন তখন আমার চিন্তার ভূবনে আমূল পরিবর্তন এলো। দেখুন, ড্রেন্ডা আর আমি, বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ানদের মত, রাজ্য এবং রাজ্যের আইনগুলি বুঝতে পারিনি।

প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ কঠিন সময় পার করে আপনি বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ানদের বলতে শুনবেন, "ঈশ্বর ঘটতে দেন, ঈশ্বরই ভাল জানেন, ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে আছে, বা ঈশ্বর সার্বভৌম"। এই মন্তব্যগুলি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয় তা হল ঈশ্বরের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু তিঁনি ইচ্ছুক নন বা তিঁনি এতে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মিথ্যা ধারণাগুলি ঈশ্বরের স্বভাব না জানার বা ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কাজ করে তা না বোঝার ফল।

আমি যা বললাম তা এখন ব্যাখ্যা করি। আপনার যদি ব্যাংকে এক কোটি টাকা থাকে, আপনি বলবেন, "আমার কাছে এক কোটি টাকা আছে।" কিন্তু বাস্তবে আপনার পকেটে সেই কোটি টাকা নেই। তার পরিবর্তে, আপনার একটি প্রতিষ্ঠানে এক কোটি টাকা রয়েছে, যার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে যাতে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আপনার হাতে আসে। ঈশ্বরের রাজ্যও একই। একজন নাগরিক এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য হিসাবে, আমরা আসলে ঈশ্বরের সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এমন কিছু আইন ও প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আইনিভাবে আমাদের যা রয়েছে তা ধরে রাখি।

যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের রাজ্য বুঝতে পারে না এবং এটি যে প্রক্রিয়া এবং আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তা বোঝে না, যখন ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে কোন কিছু না ঘটে, তখন লোকেরা ধরে নেয় যে দোষটি ঈশ্বরের, তাদের না।

আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা বলি। ধরা যাক যে আপনি এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং থেকে লাফ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্যারাসুট নেই, কিছুই নেই, তবে আপনি নিশ্চিত যে আপনি যদি আপনার বাহুগুলিকে যথেষ্ট জোরে ঝাপটাতে থাকেন তবে আপনি উড়ে নিরাপদে নিচে নামতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি সেই বোকামী দুঃসাহসিক কাজের ফলাফল কি তা জানেন। আপনি ফলাফল জানেন কারণ আপনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম জানেন। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মে কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, মাধ্যাকর্ষনের কোন প্রিয় ব্যক্তি নেই এবং প্রতিবারই একইভাবে কাজ করে জানা থাকায় আপনি ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত থাকতে পারেন। ঠিক একইভাবে, আপনি যখন কোন রাইটের সুইচ অন করেন, আপনি বিদ্যুতের নিয়ম জানেন বলে আপনি লাইটটি জ্বলবে আশা করেন। যখন আমি প্লেনে কোথাও যাই, আমি এটি উড়বে আশা করি কারণ আমি উড়ার

নিয়ম বুঝি। প্লেন এবং লাইট প্রতিবার কাজ করে কারণ তাদের কার্যক্ষমতা এমন নিয়মের উপর ভিত্তি করে করা যা শেখা যায় এবং তারপর একই ফলাফল উৎপন্ন করবে, একই কাজ করবে অনুরূপে আরেকটি তৈরী করা যায়। ঈশ্বরের রাজ্যও ঠিক একই নিশ্চয়তায় কাজ করে।

> *আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি সেই সকল পাইয়াছি।*
>
> — ১ যোহন ৫:১৪-১৫ পদ

এটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস। আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু চাই, আমরা জানি যে তিঁনি আমাদের কথা শোনেন, এবং যদি আমরা জানি যে তিঁনি আমাদের কথা শোনেন, তাহলে আমরা জানব যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা আমরা পেয়েছি। দেখুন, আমি ফলাফল সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি কারণ রাজাই সেই আইন প্রণয়ন করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব আইনকে সুরক্ষিত রাখেন। যখন শাস্ত্র বলে যে তিনি আমাদের কথা শোনেন, এর অর্থ্য এই না যে তিনি আমাদের কথাগুলি তাঁর কান দিয়ে শোনেন, বরং একজন বিচারক যেভাবে ন্যায়বিচার করার জন্য একটি মামলা শোনেন তা উল্লেখ করা হয়। বিচারক তার নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে বিচার করেন না, বরং রাজ্যের নাগরিকদের সুবিধার জন্য যেন আইন প্রয়োগ করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তিঁনি আছেন। আদালতের মামলা শুরু হওয়ার আগেই আমি জানি তা কিভাবে শেষ হবে।

যখন আমরা আমাদের জীবনে রাজ্যের আইন প্রয়োগ করতে শুরু করি তখন ড্রেন্ডা এবং আমি আমাদের জীবনে অসাধারণ কিছু ঘটতে দেখি। প্রায় আড়াই বছরেই আমরা সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হই। আমরা একজনের খাবার তিন সন্তানের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়ার পরিস্থিতি থেকে নতুন গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান এবং ৫৫ একর জমিতে আমাদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরির জন্য অর্থ প্রদান করার সক্ষমতায় পৌঁছাই। আমরা এমন কোম্পানিগুলি শুরু করি যেগুলি অনেক বছর গত হবার পরেও বছরে শত শত লক্ষ টাকা লাভ করে যাচ্ছে। তারপরে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি তা লোকদের জানানোর জন্য আমার শহরে একটি মন্ডলী শুরু করি। আর আমরা দেখলাম যে অনেক লোকই জানতে চায় যে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে এমন কি খুঁজে পেয়েছি, যে কারণে ভাল জীবনযাপন করতে পারছি। রাজ্যের সুসমাচারের কারণে, তখন থেকেই মন্ডলী হাজারও শক্তিশালী বিশ্বাসী দ্বারা বৃদ্ধি পায়।

যদিও আমি প্রায় প্রতিদিনই যারা শুনতে চাইত তাদের রাজ্যের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিলাম, কিন্তু আমি পরীক্ষামূলকভাবে এমন একদল লোকদের কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা করছিলাম যারা এটা আগে কখনো শুনেনি। আমি জানতাম যে রাজ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে কারও জীবন বদলে যাচ্ছে তা দেখতে আমার সার্ব্বিকভাবে রাজ্যের মৌলিক বিষয় বোঝানোর জন্য একাধিক সেশনের দরকার হবে। আমি যে ধারণাটি কাজ করবে বলে মনে করেছি তা আমার মেথডিস্ট চার্চে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন সন্ধ্যার সময় আমাদের সপ্তাহব্যাপী উদ্দীপনা সভা হতো। তাই যদি আপনি চান, আমি এক সপ্তাহব্যাপী আত্মীক উদ্দীপনা সভার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি পাঁচ দিন সন্ধ্যাব্যাপী সেশন করার চিন্তা করলাম। আমি আগে কখনওই রাজ্য নিয়ে একটানা শিক্ষা দেইনি এবং আমি ভাবছিলাম কিভাবে আমি পুরো বিষয়টা এক করব। কিন্তু আমি জানতে ইচ্ছুক ছিলাম একটানা পাঁচটা সেশনে যারা এটি শুনবে তাদের উপর কি প্রভাব ফেলবে। আমি এমন একটি সভা করার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করি এবং ঈশ্বরের কাছে এটি করার সুযোগ চাই। আমার চাওয়া ছিল এমন একদল লোককে শিক্ষা দেওয়া যারা আগে এটা শুনেনি।

একদিন বিকেলে, তড়িঘড়ি করে আমি আমার এক বন্ধুর কাছে যাই যিনি আলবেনিয়ার একজন সুসমাচার প্রচারক ছিলেন। আমাদের কথোপকথন ঘুরেফিরে মন্ডলী এবং পরিচর্যার অনেক দিক নিয়ে হচ্ছিল, এবং অবশেষে, আমাদের কথোপকথন ঈশ্বর আমাকে যা দেখাচ্ছিলেন সেই দিকে মোড় নিলো। সেই বছরের শেষের দিকে ল্যারি আলবেনিয়ায় তার বার্ষিক দেশব্যাপী পরিচর্যার সম্মেলন করতে যাচ্ছিলেন এবং আমাকে সেটার একজন বক্তা হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমি তাকে আমার পাঁচটি অধিবেশন করার ইচ্ছার কথা বলিনি, কিন্তু তিনি যখন বললেন যে আমি সেখানে তিনটি সেশন পরিচালনা করব তখন আমি পুলকিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন যে আমাকে সেখানে যাবার জন্য নিজের ভাড়ার পাশাপাশি অনেক পালকরা যারা আসতে চেয়েছিল তাদের যাত্রা ভাড়া দিতে হবে, কারণ আলবেনিয়া তখন খুব দরিদ্র ছিল। আমি সম্মত হলাম এবং ২০০৫ সালের শরৎকালে আলবেনিয়ায় যাবার পরিকল্পনা করলাম।

অবশেষে যাত্রার দিনটি এলো, আমি খুবই উৎসাহিত ছিলাম যে এমন একদল লোককে আমি রাজ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারব যারা একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার অর্থ কি শিখছিল। আমি যখন আলবেনিয়ায় পৌঁছালাম, ল্যারি বিমানবন্দরে আমার সাথে দেখা করলেন এবং বললেন যে তার একজন বক্তা বাদ হয়েছেন এবং আমি এখন পাঁচটি সেশন নিতে পারব। আমি জানতাম যে এটি নিশ্চিতভাবে পবিত্র আত্মার পরিকল্পনা ছিল! আমার কাছে তিনটি সেশনের জন্য নোট ছিল কিন্তু দ্রুত প্রার্থনা করে অন্য দুটি অধিবেশন লিখলাম। লোকজন কিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে

তা নিয়ে আমি কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম কারণ তাদের দারিদ্র্যতা ছিল তীব্র এবং দেশের সর্বত্র দুর্নীতি ছিল।

প্রথম অধিবেশনের সময় আমি বুঝতে পারছিলাম তারা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আমি শেখাতে থাকলাম, সেই সাথে আমি যা শেখাচ্ছিলাম তার স্বপক্ষে কিছু গল্প বললাম, লোকেরা আরও আনন্দিত এবং আরও উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। আমার চতুর্থ অধিবেশনে, তারা হাসছিল এবং তারা যা শুনছিল তাতে এত খুশি হয়েছিল যে কেউ কেউ চিৎকার করছিল। অবাক হলাম যখন আমি অনুভব করলাম যে প্রভু আমাকে বলছেন যেন আমি পঞ্চম অধিবেশনে উপহার সংগ্রহ করি। আমি হতভম্ভ হয়ে বললাম আমি এই লোকদের অনেকেরই মিটিংয়ে আসার জন্য অর্থ প্রদান করেছি এবং জানতাম যে তাদের অর্থ খুব সীমিত বা কানাকড়িও নাই। কিন্তু আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার পরে, বুঝতে পারলাম যে লোকেরা যা শুনছে তার পক্ষে কিছু করা দরকার। আমি ল্যারিকে এটা বলতে একটু উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু সে সাথে সাথেই উপহার সংগ্রহ করতে বলল। অবশ্যই, আমি নিজের জন্য কোন উপহার সংগ্রহ করছি না; আলবেনিয়ার মন্ডলীগুলির সুবিধার জন্য সংগৃহীত উপহার আলবেনিয়াতেই থাকবে।

শেষ অধিবেশন আসল, এবং আমি যে আইনগুলি শিক্ষা দিয়ে আসছিলাম তার কয়েকটি সুস্পষ্ট করে বলে আপনার বিশ্বাসকে কিভাবে বের করে আনতে হবে তার উপর শিক্ষা দিচ্ছিলাম। সভার শেষে যখন আমি উপহার সংগ্রহ করি, তখন সবকিছুই শিথিল হয়ে যায়। ঈশ্বরের অভিষেক উপাসনালয় পূর্ণ হয়ে উঠলে লোকেরা চিৎকার করতে ও নাচতে শুরু করে। আমাদের চারজন লোক ঝুড়ি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল, এবং তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। লোকেরা যখন তাদের উপহার নিয়ে আসছিল তখন তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কাঁদছিল এবং কাঁপছিল। আমি এমন সভা, বিশেষ করে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে, আগে কখনো দেখিনি!

ল্যারি এবং আমি সভাস্থল ত্যাগ করার পর আমরা সেই রাতে শক্তিশালী অভিষেক এবং লোকদের প্রতিক্রিয়া দেখে কেমন অবাক হয়েছিলাম সে সম্পর্কে কথা বলছিলাম। ল্যারির অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছানোর পর, ল্যারি টাকা গোনার জন্য কৌতুহলী ছিলেন কারণ তিনি আগে কখনও এক উপহারে দুটি পুরো ব্যাগ ভরা নগদ অর্থ পাননি। তিনি বলছিলেন যে অতীতে তিনি ব্যাগের এক চতুর্থাংশ ছিল তার স্বাভাবিক পরিমাণের উপহার সংগ্রহ। ল্যারি যখন তার বসার ঘরের টেবিলে সংগৃহীত অর্থ ঢাললেন, হঠাৎ করে একটা হালকা নীলভ ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল, এবং এমন একটা অভিষেক আমাদের ওপর আসল যা আমি আগে কখনো অনুভব করিনি। দেখে আমাদের সারা শরীর অবস হয়ে গেল তাই সোফায় বসে পড়লাম। সামনের টেবিলে টাকার স্তূপের দিকে তাকাতেই আমি লক্ষ্য করলাম স্তূপের মাঝখানে দেখলাম কারো

বিয়ের আংটি। আমি জানতাম যে আংটিটি এমন একজন দিয়েছে যার কাছে টাকা ছিল না কিন্তু তাদের যা ছিল তা দিয়েছিল। আমি আংটিটি দেখার পর, প্রভু আমার সাথে কথা বললেন।

"আমি তোমাকে আমার আর্থিক আশীর্বাদের চুক্তি জাতিগুলোর কাছে শিক্ষা দেবার জন্য আহবান করছি এবং আমি যেখানেই তোমাকে পাঠাব, আমি সে জন্য অর্থ প্রদান করব।"

আমি পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলাম। তিনদিন ঘুমাতে পারলাম না। সেই অভিষেক কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার উপর স্থির ছিল। আমার যদি কখনও অন্য জাতির কারো সাথে দেখা হয়, আমি আবার সেই অভিষেক অনুভব করব। যদিও উপহারের অর্থ আলবেনিয়ার মন্ডলীর জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল, আমি বাড়ি আসার পরে, ল্যারি আমাকে কল করল এবং বলল যে প্রভু তাকে বলেছেন আংটিটি আমার জন্য পাঠিয়ে দিতে। আমি শিহরিত হলাম। যদিও আমি ল্যারিকে আমার সেই আংটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কিছু বলিনি, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং সেটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন তার স্মারক হিসাবে আমি সেই আংটিটি চেয়েছিলাম এবং আজ আমি তা আমার দেয়ালে দৃশ্যায়ন করে রেখেছি।

আমি যখন ওহাইওতে আমার বাড়ি পৌঁছালাম, ল্যারির একজন পালক বন্ধু, যিনি উটাহের একটি ছোট মন্ডলীর পালক ছিলেন, আলবেনিয়াতে কি ঘটেছিল তা শুনেছিলেন এবং আমি তার ওখানে যেতে চাই কিনা তা জানতে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি একটি রেডইন্ডিয়ান সংরক্ষিত এলাকার পালক ছিলেন, এবং তিনি বলছিলেন যে লোকেরা খুব দরিদ্র। তিনি বলেছিলেন যে তার চার্চে মাত্র ৬০ জনের মত লোক আছে, কিন্তু আমি তাকে জানালাম যে সেটা ব্যাপার না; আমি আসছি।

আলবেনিয়াতে পাঁচটি অধিবেশনে দেওয়া একই শিক্ষাই দিলাম। আমি সেখানে নীলভ ধোঁয়া দেখতে পাইনি, কিন্তু অভিষেক এবারও প্রচন্ড শক্তিশালী ছিল।

এইবার উপহার আমার নিজের পরিচর্যার জন্য ছিল, তাই আমি নগদ অর্থের ব্যাগের মুখ বন্ধ করলাম এবং ওহাইওতে নিয়ে আসলাম। আমি আমার অফিসে পৌঁছানোর সাথে সাথে, আমার হয়ে সেই টাকা গুনতে এবং জমা দিতে সেক্রেটারির কাছে দিয়ে দিলাম, তারপরে আমি দুপুরের খাবার খেতে চলে গেলাম। লাঞ্চ করার সময়, আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল, এবং কল আমার সেক্রেটারির নম্বর থেকে আসছে দেখলাম। আমি ফোন রিসিভ করার পরেও কারো কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি যখন কল কেটে দিতে যাচ্ছিলাম, তখন আমার মনে হলো আমি কারও কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। "ট্রেসি?" আমি বললাম। ট্রেসি তার আবেগ সংবরণ করার চেষ্টা করে উত্তর দিল। "পালক," সে বলল, "এই টাকা নিয়ে উটাহে কি হয়েছে?" "টাকার কি হয়েছে মানে?" "আসলে," সে বলল, "যখন আমি টাকা গোনার জন্য ব্যাগটি খুলে আমার ডেস্কে ঢাললাম, হঠাৎ ঈশ্বরের অভিষেক আমার উপর এত প্রবলভাবে আসল যে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। অন্য সেক্রেটারি শব্দ শুনে কি ঘটেছে দেখতে তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসল,

এবং ঈশ্বরের শক্তি তাকেও একইভাবে স্পর্শ করল! এই টাকায় কি হয়েছে, পালক?" আমি উটাহতে কি ঘটেছিল এবং আমি উপহার সংগ্রহ করার সাথে সাথে সেখানে যে শক্তিশালী অভিষেক হয়েছিল তা আমি তাকে বললাম, কিন্তু এছাড়া আর কিছুই ঘটেনি। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে যা ঘটছে তা নিয়ে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম কারণ আমি আগে কখনও এমন কিছু শুনিনি বা দেখিনি। যদিও আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু স্পষ্টত যে সভা থেকে সেই টাকায় অভিষেক হয়েছিল! সত্যিই!

আমরা সারা দেশে, বড় এবং ছোট মন্ডলীগুলিতে, যেখানেই লোকেরা শুনবে সেখানেই আমরা অর্থনৈতিক বিপ্লব নামে সম্মেলন পরিচালনা করতে শুরু করি। যদিও আমরা শুধুমাত্র কিছু অনুষ্ঠানে নীল ধোঁয়া দেখেছি, কিন্তু অভিষেক সবসময় খুব প্রবল ছিল। আলবেনিয়া এবং উটাহের রেডইন্ডিয়ান মন্ডলী থেকে পাওয়া উপহারের মত, অভিষেকের অবশিষ্টাংশটি উপহারের মধ্যেই থাকতো। আমি লক্ষ্য করেছি যে সভার পরে উপহারের অর্থ গোনার সময় আপনি যদি সেই উপহার থেকে একটি মুদ্রা হাতে নেন তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে কাঁপতে শুরু করে। আরেকটি মজার বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রতিটি টাকা বা চেক আলাদা ছিল। সবগুলোর উপরে অভিষেক একই ধরনের ছিল না। আমি পরে শিখেছি যে এটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপহারে প্রকাশিত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ ছিল। অবিশ্বাস্য!

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব সিরিজের বই পাঁচটিতে সেই প্রথম আলবেনিয়ান সভার পাঁচটি অধিবেশনের সম্পূর্ণ শিক্ষাগুলো দেওয়া হয়েছে। বইগুলো স্বভাবতই প্রথম সম্মেলনের চেয়ে একটু বেশি সম্প্রসারিত। আমি বিশ্বাস করি ড্রেন্ডা এবং আমার মত আপনি যখন রাজ্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবেন, আমাদের মত সবকিছুর প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যাবে। আমি যখন আলবেনিয়াতে এটি শিক্ষা দিয়েছিলাম তখন সিরিজের এই তৃতীয় শিক্ষাটির নাম ছিল মূলত *পবিত্র আত্মা হতে সম্পদ* । আমি বিশ্বাস করি যে নামটি আজও সত্য। এই পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত কৌশল আপনাকে সমৃদ্ধ হতে সাহার্য করবে। আমার প্রত্যাশা এই বইটির মাধ্যমে আপনি শিখবেন পবিত্র আত্মা পৃথিবীর রাজ্যে এই কৌশলগুলি ফলপ্রসূ করতে কিভাবে কাজ করেন।

১

তুমি আমাদেরকে কি করতে বলতে চাও?

আমি যখন প্রথম আলবেনিয়া থেকে বাড়িতে ফিরে আসি, আমি বিশৃঙ্খলতায় ছিলাম। প্রভু আমাদের জীবনে যা করেছেন তার প্রভাব এবং তারপর যেভাবে তিঁনি আমাকে বলেছিলেন যে এটা আমাকে বহু জাতির কাছে নিয়ে যেতে হবে তা কিছুটা দুর্বহ ছিল। বহু জাতি? আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম যে বিয়ের পর ড্রেন্ডাকে বলেছিলাম যে আমি কখনই ভ্রমণ করব না এবং আমি কখনই অন্য দেশে মিশনে যেতে চাইনি। কিন্তু, ঈশ্বরের অন্য পরিকল্পনা ছিল। আমি বহু জাতির কাছে যাব, কিন্তু কিভাবে? আমার ব্যবসা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত, মন্ডলী পরিচালনা, পরিবারকে গড়ে তোলা, এবং অন্যান্য অনেক দায়িত্ব ছিল। আমি কোনভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম না কিভাবে আমি বিভিন্ন দেশে যেতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল, এমন একটি পরিকল্পনা যেখানে আমার ভ্রমণ করার প্রয়োজনই ছিল না, এমন একটি পরিকল্পনা যা আমি কখনও বিবেচনায় আনিনি বা সত্যি বলতে বিবেচনা করতেই চাইনি—তা হল টেলিভিশন।

ড্রেন্ডা এবং আমি টেলিভিশন সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানতাম না। সেই সময়ে, আমরা আমাদের সার্ভিসগুলিও ভিডিও রেকর্ডিং করতাম না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের দেখাতে শুরু করলেন কি হতে যাচ্ছে এবং কিভাবে তা নিয়ে যেতে হবে এবং আমরা টিভির জন্য মনের মধ্যে টান অনুভব করছিলাম। আমি প্রথম যে জিনিস শিখেছি তা হল টিভিতে কিছু করতে টাকা লাগে, প্রচুর টাকা লাগে। যখন সবকিছুর খরচ যোগ করা হল, আমরা দেখতে পেলাম যে প্রথম বছর টিভি অনুষ্ঠান চালু করতে প্রায় ৩,১২,০০,০০০ লক্ষ টাকা লাগবে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে টেলিভিশন কতটা ব্যয়বহুল ছিল তা দেখে আমি কিছুটা হতবাক হয়েছিলাম। বড় সমস্যাটি ছিল যে মন্ডলীটি ইতিমধ্যেই আর্থিকভাবে সর্বোচ্চ ব্যয় করে ফেলেছিল *নাও সেন্টার* বিল্ডি কনষ্ট্রাকশনের জন্য, আমাদের পরিচর্যার ক্যাম্পাস বানাচ্ছিলাম এবং টিভির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ ছিল না। আমি প্রভুকে তাই বললাম, এই মুহূর্তে

টিভি অনুষ্ঠান চালু করার টাকা নেই। আমার মনে আছে তিঁনি আমার সাথে একমত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "ঠিক, সেজন্যই তুমি এবং ড্রেন্ডা এর জন্য অর্থ প্রদান করতে যাচ্ছ!"

যদি বলি যে আমরা কিছুটা অভিভূত ছিলাম সেটা খুবই কম বলা হবে, বিশেষ করে যখন আমরা মন্ডলীর ছয় থেকে সাত কোটি ২৮ লক্ষ টাকার বিল্ডিং প্রকল্পের ঠিক মাঝামাঝি ছিলাম। বিশ্বাস করুন, *নাও সেন্টার* প্রকল্প চলছে এবং শুধুমাত্র সেটা করতেই বিশ্বাসের একটি বিশাল পদক্ষেপ নিতে হচ্ছিল এবং অর্থ যা আসছিল তার সবই দিয়ে দিতে হচ্ছিল। সেইসাথে, ড্রেন্ডা এবং আমি এই প্রকল্পের জন্য ২,৬০,০০,০০০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবং সেই সময়ে, তার সম্পূর্ণ অর্থ তখনো হাতে আসেনি। সেই সংখ্যার সাথে, একই বছরের মধ্যে, তার সাথে আরও ৩,১২,০০,০০০ লক্ষ টাকা যোগ করা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল।

আমি জানতাম যে আমি যে যাত্রায় ছিলাম তা প্রভুর ছিল, এবং তিঁনি আমাকে যেখানেই পাঠিয়েছেন তার জন্য অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এখনও আমার আত্মার মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু তবুও,

আমি জানতাম যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত, এবং আমি জানতাম যে আমাকে বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে, আমাকে কি করতে হবে তা দেখানোর জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে।

স্বাভাবিকভাবে, আমি সংখ্যার দিকে যেভাবে তাকাই না কেন, কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিলাম না যে ড্রেন্ডা এবং আমি যা কিছু করছি তার বাইরেও ৩,১২,০০,০০০ লক্ষ টাকা দিতে পারব।

আমি জানতাম যে ঈশ্বর তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত, এবং আমি জানতাম যে আমাকে বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে, আমাকে কি করতে হবে তা দেখানোর জন্য তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে। আমি যদি আপনাদেরকে বলতে পারতাম যে আমি আত্মবিশ্বাসী এবং এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে চিন্তামুক্ত ছিলাম, কিন্তু আমি তা আদৌ ছিলাম না। মন্ডলীতে আসা প্রতিটি পয়সা বিল্ডিং তৈরির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। আমার ব্যক্তিগত সমস্ত অর্থ প্রতিশ্রুত ২,৫০,০০,০০০ টাকা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল এবং আমার ব্যবসার অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও সেই বছর অর্থায়ন করা দরকার ছিল। টেলিভিশন প্রোগ্রামের প্রারম্ভিক খরচ ৩,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করার মত কোন টাকাই ছিল না!

ড্রেন্ডা এবং আমার *হাওয়াইতে* দুই সপ্তাহের অবকাশ যাপন নির্ধারিত ছিল, এবং আমি বাড়ি আসলে পর, আমাকে টিভি প্রোগ্রাম চালু করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে। আমি *হাওয়াই* অবকাশ যাপনটি অবশ্যই উপভোগ করি, কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত থাকা একটু কঠিন ছিল কারণ আমি যখন বাড়িতে পৌঁছাব তখন এই সিদ্ধান্তের ভারের মুখোমুখি হতে হবে যা আমার মন থেকে সরানো কঠিন ছিল। টিভি প্রোগ্রাম করার অর্থের দিক

ছাড়াও, টিভি অনুষ্ঠান করার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত ছিলাম কারণ আমি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে খুব জড়তা বোধ করি। আমি একটি মিটিংয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে কথা বলতে পারতাম, কিন্তু টিভি ক্যামেরার সামনে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম। এই সমস্ত কিছু আমার মস্তিষ্ক এবং আমার আত্মার মধ্যে ঘুরতে থাকায়, আমি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভয়ের আত্মার সাথে লড়াই করছিলাম।

যদিও আমি জানতাম যে আমি নিশ্চিতভাবে প্রভুর কাছ থেকে শুনেছি, কিন্তু তখনও এই বাস্তবতার মুখোমুখি ছিলাম যে আমাদের কোনও অর্থ নাই। আমার ব্যবসা ইতিমধ্যেই আর্থিকভাবে পুরো বছর টেনেটুনে চলছিল, এবং আমি দেখতে পারছিলাম না যে এটি কিভাবে হবে। হ্যাঁ, ভয় ছিল, অবিশ্বাস ছিল। আমি তা জানি। যা সত্যি আমি তাই বলছি। আমি জানতাম যে আমাকে বাক্যে স্থির থাকতে হবে এবং আমার যা আছে তা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হবে এবং সেই আংটির দিকে তাকাতে হবে। তিঁনি বলেছেন, তিঁনি এর জন্য অর্থ প্রদান করবেন! সেই সময়ে, আমাদের উপহারের থলেতে একটি স্বর্ণমুদ্রা আসল। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুদ্রা হাতে নেবার আগে আমি কখনো সোনার মুদ্রা দেখিনি। যখন আমি সেটা হাতে নিলাম, প্রভু আমার সাথে কথা বললেন। "যেমন আমি পিতরকে কর দেবার জন্য মুদ্রাটি কোথায় আছে তাকে দেখিয়েছিলাম, আমি তোমাকেও দেখাব টিভি প্রোগ্রামের জন্য অর্থ কোথায় পাবে।"

আমি হাওয়াইতে আমাদের ছুটিতে সেই সোনার মুদ্রাটি আমাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং আমি মুদ্রাটি হাতে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে হাঁটতাম এবং প্রার্থনা করতাম, যেন আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর টিভির জন্য দিয়েছেন। সৈকতে প্রার্থনা করতে হাঁটা সাধারণত এরকম হতো। কিছুক্ষণ আত্মায় প্রার্থনা করার পরে, আমি সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়ে শান্তি লাভ করতাম এবং বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করতাম, কিন্তু পাহাড়ের ২০ থেকে ৫০ ফুট উপরে উঠতে না উঠতেই আমার মন আবারও আমার দিকে চিৎকার করা শুরু করতো যে স্বাভাবিকভাবে টাকা যোগাড়ের কোন উপায় নাই। ঘটনা হল যে আমাদের কাছে টাকা ছিল না, আমরা জানতাম না কিভাবে টিভি প্রোগ্রাম করতে হয়, আমাদের কোন যন্ত্রপাতি ছিল না এবং এইভাবে তালিকাটি লম্বা হতে থাকবে। কিন্তু আমার আত্মায়, আলবেনিয়াতে প্রভু আমাকে যা বলেছিলেন তা আমি শুনতে থাকলাম, তিঁনি আমাকে যেখানেই পাঠাবেন, তিঁনি তার মূল্য পরিশোধ করবেন। তখন মে মাস ছিল, আর বাস্তবে, এটি কার্যকর করার জন্য বছরের শেষ নাগাদ আমার কাছে ৩,০০,০০,০০০ টাকা থাকতে হবে, যা আরও বিশাল পাহাড়ে চড়ার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভয়ের আত্মাও আমার সাথে কথা বলে যাচ্ছিল, ঈশ্বর আমাকে যা বলেছেন তা ধরে রাখার জন্য আমার মনোবল পরীক্ষা করছিল। "তুমি আর্থিক সততা শেখাও, আর তুমি যদি নিজের বিলই পরিশোধ করতে না পার তখন সেটা কেমন লাগবে?" তখন আমি উল্টো ঘুরে সেই সৈকতে নেমে আসতাম আর হাঁটতে থাকতাম, প্রার্থনা করতাম এবং ঈশ্বরের বাক্যে আমার মনকে

পুনরুজ্জীবিত করতাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সে বিষয়ে শান্তি লাভ করতাম। আমি এদিক থেকে ওদিকে হাঁটতে থাকতাম, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই চুক্তির জন্য আমার মন এবং আত্মায় মল্লযুদ্ধ চালিয়ে গেলাম, যতক্ষণ না আমি জানতে পারলাম যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, এবং ভয় আমাকে আর নেতিবাচক চিন্তাভাবনা দিয়ে যন্ত্রণা দিতে পারবে না। ড্রেন্ডা আর আমার কোন ধারণা ছিল না যে টাকা কোথা থেকে আসতে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা জানতাম যে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনেছি। তাই যখন আমি বাড়িতে আসলাম, আমি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম, এবং আমরা তারপর কিভাবে টিভি কাজ করে তা জানার চেষ্টায় লেগে গেলাম।

অর্থের সমীকরণের দিক সম্পর্কে বলতে গেলে, আশ্চর্যজনকভাবে, আমি *আটলান্টার* একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কল পেলাম, যাকে আমি, এই ছুটিতে হাওয়াইতে যাওয়া নির্ধারণ করার কয়েক মাস আগেও চিনতাম না। তিনি বললেন যে তিনি আমার অর্থনৈতিক বিষয়ে বইটি নিয়েছেন এবং সেটি পছন্দ করেছেন। সেই সময়ে, আমার বইটি শুধুমাত্র স্ব-প্রকাশিত ছিল এবং আমার নিজের শহরে ছাড়া আর কোথাও কখনো বিক্রি করা হয়নি। কিন্তু মনে হয় আমার একজন কর্মচারী আটলান্টায় ছুটিতে গেলে এই লোকটির সাথে বিমানবন্দরে এমনি দেখা হয়ে গিয়েছিল, আর জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি কি করছেন সে সম্পর্কে এই লোকটির সংগে কথা বলেছিল। ঘটনাক্রমে আমার কর্মচারীর কাছে আমার বইটি ছিল যা সে তাকে দিয়েছিল।

তাই এটি পড়ার পরে, তিনি বললেন যে তিনি এতে এত আগ্রহী বোধ করছেন যে তার আমার সাথে কথা বলা দরকার। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে কথা বললাম, এবং তিনি উল্লেখ করলেন যে তিনি একজন ভ্রাম্যমাণ প্রচারক ছিলেন, প্রধান প্রচারক্ষেত্র হিসাবে তিনি বিদেশী দেশগুলির প্রতি মনোনিবেশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমরা দেখা করতে পারি কিনা, এবং আমি উল্লেখ করলাম যে আমি মাসখানেকের মধ্যে একটি মিটিংয়ে যোগ দেবার পথে আটলান্টা বিমানবন্দরে থাকব, যেটা আমার ছুটির পরে যাব। আমরা দেখা করতে রাজি হলাম। অবশেষে আমরা যখন দেখা করি তখন আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল। আমি তার সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কথা এবং তার ভ্রমণে প্রায়শই যে বিপদের মুখোমুখি হতে হয় সেইসব গল্প খুব উপভোগ করলাম। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়েই আমরা সত্যিকারভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমার বই এবং ঋণ থেকে বেরিয়ে আসার গল্পে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন মনে হল।

আমাদের কথোপকথনের সময়, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সবেমাত্র শার্লট থেকে ফিরে আসছেন, যেখানে তিনি একটি টেলিভিশন শোতে অতিথি ছিলেন এবং অনুভব করছিলেন যে আমার অর্থনৈতিক গল্পটি এই অনুষ্ঠানের জন্য একটি দুর্দান্ত গল্প হবে। তিনি বললেন যে তিনি আমার বইটি তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং তাদেরকে আমার সম্পর্কে জানাবেন। পুরো ঘটনায় আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

আমি তার উল্লেখ করা টিভি প্রোগ্রামের নামও শুনিনি, তবে নিশ্চিতভাবে, কয়েক সপ্তাহ পরে, আমি অনুষ্ঠানের পরিচালকের কাছ থেকে একটি ফোন কল পেলাম যিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমি শোতে থাকতে চাই কিনা। শোতে থাকার আবশ্যিক শর্তগুলির মধ্যে একটি হল এমন একটি পণ্য থাকতে হবে যা তারা শো চলাকালীন সময়ে প্রচার করতে পারে। তাই আমি তাদের জানালাম আমার অর্থনৈতিক বিপ্লব শিক্ষার উপর পাঁচটি-সিডি রেকর্ডিং আছে। তারা বলল যে সেটিই যথেষ্ট, এবং তারপরে আমরা তাদের সিডি সেট সরবরাহ করতে একটা মূল্যে সম্মত হলাম। আমি অবশ্যই তাদের একটি পাইকারি দরে সিরিজ দিয়েছি, এমনকি তখন পাইকারি দরে সিরিজ উৎপাদনও করা হতো না, আমি আমাদের পরিচর্যার জন্য সামান্য লাভে দিয়েছিলাম। আশ্চর্যজনকভাবে, শোটি খুব সফল হয়েছিল, এবং আমরা হাজার হাজার সেট সিডি বিক্রি করেছি। শুধু এই উৎসই আমাদের টিভি বাজেটের জন্য হাজার হাজার টাকা এনেছে যেটা সম্পর্কে আমি সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময়ও কিছুই জানতাম না।

তারপর আরেকজন চমকপ্রদানকারী, আমার মন্ডলীর একজন ব্যক্তি যিনি আমার মন্ডলীতে এসেছিলেন আর্থিকভাবে ভেঙে পড়া অবস্থায় এবং কয়েক বছর আগে উচ্ছেদ হতে যাচ্ছিলেন তিনি আমার কাছে আসলেন এবং টিভি সম্প্রচারের জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে করা প্রচার শুনেছেন এবং তিনি তা অনুশীলন করেছেন আর তারপর আর দরিদ্র ছিলেন না। তিনি আমাকে আমাদের টিভি পরিচর্যার জন্য ১,২০,০০,০০০ টাকা দিলেন!

সেই সিডি সেটের বিক্রি, মন্ডলীতে আমার বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া উপহার, এবং অন্যান্য যা উপহার এসেছিল তা গুনে, ড্রেন্ডা এবং আমাকে টিভির জন্য সেই প্রথম বছরে নিজস্ব অর্থ একেবারেই দিতে হয়নি! ঈশ্বর তাঁর বাক্যে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিঁনি এটির জন্য অর্থ প্রদান করবেন এবং তিঁনি তা করেছিলেন। যাই হোক, সমস্যাটির অর্ধেক সমাধান হয়েছে, কিন্তু আমার আরেকটি সমস্যা ছিল, সমপরিমাণ বড় সমস্যা যার সমাধান করতে হবে। যেমনটি আগে বলেছি, আমি টিভির কাজ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না!

সেই শরৎকালে, ড্রেন্ডা একটি বড় আকারের খ্রীষ্টিয়ান মহিলা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, আর তাকে গ্রিনরুমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যেখানে সকল অতিথিরা মিটিংয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মিলিত হতো। ড্রেন্ডাকে আমন্ত্রণ জানানো তার জন্য একটি মহা সম্মানের বিষয় ছিল এবং সে সেখানে যেতে পুলকিত বোধ করল। একটি অধিবেশনের পরে, যখন সে দুপুরের খাবার খেতে বসল, তখন অপরিচিত একজন ভদ্রমহিলা তার পাশে এসে বসল। পরস্পরের সম্পর্কে কিছু কথা আদান-প্রদানের পর, মহিলাটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে, আপনি কি এখন টিভির কাজ শুরু করেছেন?" ড্রেন্ডা একটু চমকে গেল, কিন্তু মুখে বলল, "না, কিন্তু আমরা এটা নিয়ে এখনো ভাবছি।" ভদ্রমহিলাটি তখন বললেন, "আচ্ছা আপনি যদি সেটা করেন তাহলে

এই লোকটিকে কল করবেন, এবং সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।" ড্রেন্ডা ভদ্রমহিলাটি যে নম্বর এবং ইমেলটি তাকে দিয়েছিলেন তা লিখে তার পার্সের সাথে লাগিয়ে রেখেছিল।

বাড়িতে এসে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল, এবং সে সত্যিই তার পার্সে যে কাগজের টুকরোটি আটকে রেখেছিল তার কথা ভুলে গেল। কিন্তু এক রাতে, এটি খুঁজে পেয়ে, তিনি ঠিক কি বলেন তা দেখার জন্য লোকটিকে ইমেল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাকে আগ্রহী বলে মনে হল এবং আমার *অর্থনৈতিক বিপ্লবের* সিডি সেট তাকে পাঠাতে বললেন, আমরা তাই করেছি। সপ্তাহখানেক পরে, তার সহকারী আমাদের কল করে বললেন যে এই ভদ্রলোক অবশ্যই আগ্রহী এবং জাতীয় ধর্মীয় সম্প্রচারকদের বার্ষিক সম্মেলনে আমাদের সাথে দেখা করতে চান, যেটা মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ছিল। আমরা তাকে বললাম যে আমরা সেখানে থাকব।

ড্রেন্ডা এবং আমি সম্মেলনে গেলাম এবং মিটিংয়ের আগে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। আমি মিটিংয়ের জন্য একটি নতুন কালো স্যুট কিনেছিলাম এবং সত্যিই কি আশা করব তা জানতাম না। টিভির ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি আমাদেরকে তার হোটেল স্যুটে দেখা করতে বলেছিলেন। আমরা যখন স্যুটের সামনে গেলাম, আমার মনে আছে প্রথমে আমরা স্যুটের ডাবল দরজায় কড়া নাড়ার আগে একটু শান্ত হওয়ার জন্য হলের উপরে এবং নিচে কয়েকবার উঠা নামা করেছিলাম। আমরা রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষারত একদল লোক দেখে অবাক হয়েছিলাম। চেয়ারগুলো একটি অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো ছিল, এবং ড্রেন্ডা এবং আমি চেয়ারগুলোর দিকে মুখ করে বসলাম। আগে তাদের কারো সাথে আমাদের পরিচয় হয়নি, তবে তাদের সবার পোশাক পেশাদার লোকদের মতই ছিল।

আমরা হালকা আলাপচারিতা দিয়ে শুরু করি, আর তারপরে তারা আমাদের টিভির কাজ করার ইচ্ছা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রথম প্রশ্নটি আমার এখনো মনে আছে, "আচ্ছা আপনারা টিভির কাজ কেন করতে চান?" যদিও আমি সেই সময় এটা জানতাম না, রুমে জড়ো হওয়া লোকেরা সবাই টিভি প্রযোজনার বিভিন্ন দিক থেকে শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তা। আমরা যে ভদ্রলোকটির সাথে কথা বলেছিলাম তিনিও অবশ্য সেখানে ছিলেন, তবে তখন সেখানে প্রোডাকশনের লোক, মার্কেটিং এর লোক এবং অন্যরাও ছিল আর তারা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছিল। সব মিলিয়ে, আমার মনে হলো যে মিটিংটি মোটামুটি ভালই হয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের মতই ছিলাম, কাউকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলাম না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন তার গল্প শেয়ার করেছি। তারা সকলেই আমাদের দর্শন এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট বলে মনে হল, এবং তারা আমাদের বলেছিল যে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য তারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের আবার কল করবে।

তাই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, আমরা আবার কথা বললাম; এবং এবার, আমরা সবাই আমাদের টিভি সম্প্রচারের জন্য একটি কার্যকর পরিকল্পনা নিয়ে আগানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই সময়ে, আমরা এই উপসংহারে আসলাম যে আমরা আমাদের বাড়িতে শোটি ধারণ করতে

পারি, তাই ড্রেন্ডা যে ভদ্রলোকের সাথে যোগাযোগ করেছিল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা পরবর্তী মিটিং আমাদের বাড়িতে করতে পারি কিনা। তিনি আমাদের বাড়ি দেখতে চেয়েছিলেন যে এটি সত্যিই কাজ করবে কিনা।

আর সেই দিন আসল যেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আসলেন, আর আমরা সবাই মিলে কথা বললাম। এইবার দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত, আমি সত্যিই টিভিতে তার পদচারণা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতাম না, শুধুমাত্র ড্রেন্ডা যে মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিল আর সেই ভদ্রমহিলা তাকে তার নম্বর দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আমরা বসলাম, তিনি আমাদেরকে তার এযাবৎ যা যা প্রযোজনা করেছেন এবং বর্তমানে করছেন সেই সব টিভি শো সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। সবগুলো নামই বিখ্যাত ছিল! আমি বিস্মিত হয়ে বসে রইলাম, "ঈশ্বর, তুমি এই লোকটিকে, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে, গ্রামের অখ্যাত ছোট্ট, নোংরা গলির বাড়িতে কিভাবে আনলে?" তিনি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ শো করতে, এটির শুটিং, সম্পাদনা এবং একেবারে ন্যায্য মূল্যে এটি তৈরি করতে রাজি হলেন। আমরা সবাই আমাদের শোটি শুরুতে আমাদের বাড়ির বসার ঘরে ধারণ করতে সম্মত হলাম।

রেকর্ডিংয়ের প্রথম দিন আসল, এবং আমি স্বীকার করছি যে আমি এ ব্যাপারে নার্ভাস ছিলাম। আগেই যেমন বলেছি, টিভির ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমি জানতাম না কিভাবে একটি টিভি প্রোগ্রাম করা উচিত, আগে কখনো খালি ক্যামেরার সামনে কথা বলিনি; এর সবকিছু নতুন ছিল। আমি রাজ্য সম্পর্কে আমার গল্প বলার জন্য আমি উত্তেজিত ছিলাম, কিন্তু টিভি আমার জীবনের আরেকটি ভীতিকর স্থান ছিল যা আমাকে জয় করতে হয়েছিল।

অবস্থার আরও অবনতি ঘটাতে, রেকর্ড করার দিন খুব হৃদয়বিদারক একটা ঘটনা ঘটে যা সেই দিনটিকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। যে প্রযোজককে সপ্তাহব্যাপী রেকর্ড করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তিনি মাঝরাতে চলে গেলেন।

তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক।
—যাকোব ৫:১৩ পদ।

মর্মান্তিক ব্যাপার ছিল যে, তার প্রতিবেশী যখন তার গাড়ি পিছনে নিচ্ছিল, তখন তার ছোট ছেলে সেই গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায়। সেখানে যে সহকারী ছিল সে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে শ্যুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে তা জানাব না। আর আমরা এটা কোনরকম পার করলাম। আমরা সেদিন তিনটি শো রেকর্ড করি, এবং আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে টিভিতে আসলাম। কি দারুন!

আমরা যখন আমাদের টিভি সম্প্রচার শুরু করলাম, একবার শুরু করার পরে কিভাবে শো চালিয়ে যেতে অর্থ প্রদান করব সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের শেখাতে শুরু করেছিলেন যে তিনি আমাদের সম্প্রচার শুরু করার জন্য যে ৩,০০,০০,০০০

টাকা প্রয়োজন শুধু তাই প্রদান করবেন তা নয়, কিন্তু তিনি শো চালিয়ে নেবার জন্যও সরবরাহ করতে থাকবেন। আমাদের অনেক কিছু শেখার ছিল। দেখুন, আমরা এতটাই অনভিজ্ঞ ছিলাম যে কখনও ভাবিনি লোকেরা আমাদের টিভি পরিচর্যায় বিনিয়োগ বা রোপন করতে চাইবে।

আমার মনে আছে আমার সেক্রেটারি, ট্রেসি, সম্প্রচার শুরু হওয়ার পরপরই অফিস থেকে আমাকে ফোন করল। আমি যখন ফোন ধরলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম সে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। তার কণ্ঠ কাঁপছিল। "পালক," সে বলেছিল, "কেউ একজন শোটি দেখেছে সে আমাদের ৫০,০০০ টাকার চেক পাঠিয়েছে। আর, পালক, আমি যখন এটি তুলছিলাম, সেই একই অভিষেক এই চেকের উপর ছিল যেমনটা আপনি রেডইন্ডিয়ান সংরক্ষিত এলাকা থেকে আনা অর্থের উপর ছিল।" "সত্যি বলছ?" আমি তোতলাতে লাগলাম। "আসলেই কেউ আমাদের টাকা পাঠিয়েছে?" এই চেকটি আসার আগ পর্যন্ত লোকেরা যে সম্প্রচারকে সমর্থন করার জন্য অর্থ পাঠাবে তা আমার কাছে কখনই মনে হয়নি। কিন্তু, ঈশ্বরের গৌরব হোক, মানুষ তখন থেকেই অর্থ পাঠিয়ে যাচ্ছে, এখন প্রোগ্রামটি সারা বিশ্বের টাইম জোনে প্রতিদিন পাঠিয়ে যাচ্ছে! বিল এক বছরে লক্ষাধিক হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর সবসময় আমাকে দেওয়া তাঁর কথা পূর্ণ করেছেন। তিনি সবসময় বিল পরিশোধ করেন।

এই বইটি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা শ্রবণ এবং জীবনে পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে লেখা। পবিত্র আত্মা কিভাবে লোকদেরকে আরও বৃহৎ কিছু করার জন্য নেতৃত্ব দেয় যা তারা কখনও স্বপ্নও দেখেনি আমাদের টিভির গল্প তার একটি ভাল উদাহরণ। ঈশ্বর আমাদের জীবনে যা কিছু করেছেন তা শুধুমাত্র তাঁর রাজ্য কিভাবে কাজ করে তা জানার ক্ষমতা থেকে এসেছে তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে নির্দেশনা, প্রজ্ঞা এবং আমাদের প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি শুনতেও সক্ষম হয়েছি। আমি আপনাকে যে গল্পটি এইমাত্র বললাম তা কখনই ঘটতো না যদি না আমি পবিত্র আত্মার কথা কিভাবে শুনতে হয় জানতাম। মাঝে মাঝে, আমরা সকলেই এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি যা আশাহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে উত্তর আছে।

"তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্ল আছে? সে গান করুক।" (যাকোব ৫:১৩ পদ)।

প্রার্থনা কেন করব? কারণ আপনাকে উত্তর, দিকনির্দেশনা এবং সমস্যার সমাধান শুনতে হবে। ড্রেন্ডা এবং আমি যেমন অনেকবার দেখেছি, সমস্যার মুখোমুখি হলে আমরা যা কল্পনা করতে পারি ঈশ্বর তার চেয়েও বেশি কিছু করতে সক্ষম। তিনি আপনাকে অসাধারণ এবং কখনও কখনও অদ্ভুত সমাধান এবং কৌশলগুলি দিয়ে সাহায্য করবেন যেন আপনার কাছে যে পরিস্থিতিগুলিকে অসম্ভব বলে মনে হয় সেগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারেন। অনেক সময়, আপনার উত্তর শোনার ক্ষমতার উপর সাফল্য এবং ব্যর্থতা, জীবন এবং মৃত্যুর মত বিপরীতধর্মী

পার্থক্য থাকতে পারে। আমি এই বইতে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শোনার বিষয়ে অনেক কিছু বলব, কিন্তু প্রথমে, পবিত্র আত্মা কিভাবে কঠিন সময়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন তার আরেকটি দৃষ্টান্ত বলবো।

যখন আমরা *নাও সেন্টারের* জন্য আমাদের বিল্ডিং প্রকল্প চালু করি, লোকের যেটি ছিল ৬,৫০,০০,০০০ লক্ষ টাকার প্রকল্প, আমরা প্রাথমিকভাবে ২,৫০,০০,০০০ লক্ষ টাকা নগদ সংগ্রহ করেছি এবং কিছু ব্যাঙ্কের টাকাও ব্যবহার করেছি। আমাদের কাছে ফান্ডও ছিল যা ১৮ মাসের বিল্ডিং প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এসেছিল। এটি ছিল ৫৫০ জনের চার্চের জন্য বিশাল একটা প্রকল্প। আমরা ২০০৭ সালের শরৎকালে মাটি কাটা শুরু করি, এবং ২০০৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক মত চলছিল। ২০০৮ সালের মন্দার কথা আপনার মনে থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমরা ঠিক এর মাঝেই নির্মাণ করছিলাম। সব কিছুর দাম ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল! আমাদের ইস্পাতের দাম উদ্ধৃত প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে ৩,০০,০০,০০০ টাকা বেশি বেড়ে গেল। এটা শুধু একটি উদাহরণমাত্র। সেই বছর পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় পুরো প্রকল্পটি বাজেটের আওতার বাইরে চলে গিয়েছিল।

২০০৮ সালের শেষের দিকে, আমাদের এলাকার ব্যাঙ্কগুলি, এবং প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে, তাদের দেনার সীমা টানছিল এবং মন্দার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঋণ পরিশোধ করতে বলছিল। আমাদের বিল্ডার ওই সময়ে একদিন আমাদের কাছে পারিশ্রমিকের জন্য এসেছিলেন, যা ইতিমধ্যেই আমাদের ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত ছিল। যে অর্থ তিনি ইতিমধ্যেই ব্যয় করেছেন, তাকে তার সাব-কন্ট্রাক্টর এবং অন্যান্য বকেয়া চালান পরিশোধ করতে হবে। দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার চেকটি পূর্বে নির্ধারিত ব্যাঙ্কের অর্থায়ন দ্বারা ব্যবস্থা করার কথা ছিল কারণ আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের তহবিলের নগদ অর্থ শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার চেক ছিল না। ব্যাঙ্ক তাদের অফার প্রত্যাহার করেছে এবং তাদের ধারের সীমা বন্ধ করে দিয়েছে জেনে আমরা হতবাক হয়েছি। আবার, এটা শুধু আমাদের ব্যাঙ্ক ছিল না; এটা শহরের প্রতিটি ব্যাংকেই হয়েছিল। আমাদের স্থানীয় খবরের কাগজে সেই সপ্তাহের শিরোনাম হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় আমাদের ব্যাংকের নাম ছিল। তারা সেই সপ্তাহে সবেমাত্র ৫৫০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছিল এবং আর্থিক মন্দা থেকে বাঁচতে লড়াই করছিল।

এদিকে, সমস্যা ছিল যে আমাদের নির্মাতাকে তার সাব-কন্ট্রাক্টরদের অর্থ প্রদান করতে হবে এবং তিনি ইতিমধ্যে যে সরবরাহগুলি ব্যবহার করেছেন তার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। এই দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার চেকটি ভবিষ্যত প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য ছিল না। তিনি সেই দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছেন! এখন আমাদের নির্মাতাকে অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন ছিল যাকে তিনি অন্যান্য কোম্পানি এবং পরিবারকে অর্থ প্রদান করতে পারেন। আমাদের মত, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে। এখন কি হবে? এমন সময়ে আপনি কি করেন? আমার হাতে দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ

টাকার ছিল না, এবং আমি অর্থের জন্য আমাদের মন্ডলীর লোকদের কাছে হাত পাততে যাচ্ছিলাম না। পাশাপাশি, টিভির প্রোগ্রাম আরও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছিল কারণ আমরা আরও অনেক চ্যানেলে সম্প্রসারিত করেছি; আমাদের সম্প্রচারে এখন মাসে ৫২,০০,০০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। যাকোব ৫:১৩ পদে যা করতে বলেছে- প্রার্থনা করা, সেটা করা ছাড়া আমরা আর কিই বা করতে পারি!

ঘটনাক্রমে এই সময় আমরা আমার ব্যবসার মাধ্যমে হাওয়াই এর আরেকটি ট্রিপ জিতলাম। আমি জানতে পারলাম যে আমরা চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট প্রতিবেদন দিয়েছে। আমি যখন মাউই যাওয়ার জন্য আমাদের ফ্লাইট ধরতে বিমানবন্দরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি তখনও কিছুটা হতবিহবল ছিলাম। আমার চিন্তা ভয়ানক দ্রুত গতিতে চলছিল। কিন্তু আমি যখন বিমানবন্দরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, নিজের জন্য অনুতপ্ত হতে প্রলোভিত হচ্ছিলাম, আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি বললেন, "তোমার যষ্ঠী উঠাও!" আমি যখন থেমে প্রভু আমাকে কি বলতে চাইছেন চিন্তা করলাম, আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম।

ঈশ্বর মোশিকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন যখন ইস্রায়েলীয়রা লোহিত সাগরের কাছে ফরৌণের সৈন্যদের ফাঁদে আটকা পড়েছিল আর কোনদিকে যাবার পথ ছিল না। ঈশ্বর মোশিকে সমুদ্রের উপর তার লাঠি তুলে ধরতে বলেছিলেন, এবং তা করলে পর, তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল যাতে ইস্রায়েলীরা পার হতে এবং পালাতে পারে। মোশি যে লাঠি বহন করছিলেন তা ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুতির, সেইসাথে তাকে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিনিধিত্ব করছিল।

সেই মুহূর্তে ঈশ্বর আমাকে কি বলছিলেন আমি তা জানতাম। আমি ছিলাম প্রধান, এই মন্ডলীর পালক ; আমাকে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আমাকে আমার কর্তৃত্ব নিয়ে দাঁড়াতে হতো এবং একটি উপায় খুঁজে বের করতে হতো। যখন আমরা হাওয়াই পৌছালাম, তখন আমি শুধু প্রার্থনাই করতে পারতাম। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। আমার আত্মা যন্ত্রণা ভোগ করছিল, এবং আমি জানতাম যে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তর পাবার জন্য আত্মায় মল্লযুদ্ধ করছিলাম। অবশেষে, ড্রেন্ডার একটি বুদ্ধি আসল আর তার বিশ্বাস যে সেটা প্রভুর কাছ থেকে এসেছে। আমার স্ত্রীর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সমস্ত ধরণের পরিস্থিতিতে আমার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশনা পেতে তাকে বহুবার ব্যবহার করেছেন। সে আমার কাছে কতটা মূল্যবান এবং আমি তাকে কতটা ভালোবাসি তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সে কখনই হাল ছেড়ে দেয় না!

তার পরিকল্পনা সহজ কিন্তু গভীর ছিল। এটি যে কাজ করবে তার কোন চিহ্ন ছিল না, তবে আমরা অবিলম্বে সেব্যাপারে কাজ শুরু করে দেই। পরিকল্পনাটি ছিল আমরা একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করব যা আমরা আমাদের ব্যাংককে নয়, কিন্তু আমাদের বিল্ডারের ব্যাঙ্ককে

আমাদের টাকা ধার দিতে বলব। আমাদের প্রেজেন্টেশন ব্যাঙ্ককে দেখাবে যে আমরা কারা এবং কেন আমরা মনে করি যে ঋণটি আমাদের উভয়ের জন্যই লাভজনক। এটার সম্ভাবনা ক্ষীণ ছিল, কারণ আমি আগেই বলেছিলাম, শহরের প্রতিটি ব্যাংক সমস্ত ঋণ দান বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের চিন্তা ছিল যে যদি আমাদের বিল্ডারকে অর্থ প্রদান না করা হয়, তাহলে তার নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে হতে পারে, বর্তমানে তার ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সমস্ত ঋণ খেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে এটি তার ব্যাঙ্কের জন্য একটি ব্যয়বহুল উদ্যোগ হবে, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে তারা তা চায়নি। আর তাছাড়া, এটি আমাদের ব্যাংক ছিল না, এবং আমাদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক বা লেনদেন ছিল না।

তাই আমরা একটি ফ্লিপ চার্ট তৈরি করি যেটা আমাদের এলাকার জনসংখ্যার বিশদ বিবরণ এবং এলাকাটি কত দ্রুত বাড়ছে দেখায়। আমরা ব্যাঙ্ককে আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের প্রত্যাশিত বৃদ্ধি দেখিয়েছি। আমরা আমাদের মন্ডলীর উপাসনার বাইরেও আমাদের বিল্ডিং যেভাবে রাজস্ব আয় করবে, যেমন আমাদের টিভি আয় কত দ্রুত বাড়ছে এবং অন্যান্য অনেক বিষয় যা আমরা ভেবেছিলাম তাদের আগ্রহের বিষয় হবে তাও আমরা বলেছি। আমরা তাদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলাম যে আমরা একটি বড় ঝুঁকিতে ছিলাম যা এই কঠিন সময়েও ব্যাংকের জন্য লাভজনক হবে। আমরা এটাও জানাতে চেয়েছিলাম যে বিল্ডারকে অর্থ প্রদান না করা হলে, তারা সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকতে পারে যা আমরা এড়াতে "তাদের সাহায্য" করতে চাচ্ছি। আমাদের বাণিজ্যিক ঋণ বিভাগের দায়িত্বে থাকা ব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে বলা হলো। আমরা প্রার্থনা করলাম এবং তাঁর অফিসে ঢুকলাম, এই পরিকল্পনাটি পবিত্র আত্মা আমাদের দিয়েছিলেন জানতাম বলে আত্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের আবেদন করলাম।

আশ্চর্যজনকভাবে, আমাদের উপস্থাপনার পর, অফিসার তার সেক্রেটারিকে চার্চের জন্য ৫,০০,০০,০০০ কোটি টাকার একটি চেক লিখতে বলেছিলেন যেন আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি।

আপনি যদি কখনও ঈশ্বরের রাজ্যের দুর্দান্ত সম্ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করতে চান তবে আপনাকে পবিত্র আত্মার কথা কিভাবে শুনতে হয় তা শিখতে হবে।

তিনি বললেন যে তিনি যা করছেন তা সাধারণত ঘটে না এবং স্বাভাবিকভাবে করা হয় না। কোন জামিন ছিল না, কোন ফর্ম ছিল না, শুধু ৫,০০,০০,০০০ কোটি টাকার একটি চেক ছিল। তিনি বলেছিলেন যে বাকি ৫,০০,০০,০০০ কোটি টাকার জন্য জামিন লাগবে,

কিন্তু তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে সেটাও হয়ে যাবে কারণ তিনিই এই সিদ্ধান্ত নেন এবং তাই হলো। আমরা আমাদের নির্মাতাকে দশ লক্ষ ডলার দিয়েছিলাম এবং বিল্ডিং শেষ করেছিলাম।

পকেটে ৫,০০,০০,০০০ কোটি টাকার চেক নিয়ে আমাদের এক ঘন্টার বাড়িতে ফেরার পথে ড্রেন্ডা এবং আমি কেমন অনুভব করেছি তা আপনাকে বলে বুঝানো কঠিন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং দারুণ বোধ করছিলাম! সেই মুহূর্তে আমরা কেমন অনুভব করছিলাম তা পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারে এমন কোন ভাষা নেই, তবে পবিত্র আত্মা এইমাত্র যা করলেন তাতে আমরা বিস্মিত ছিলাম। আমরা প্রথমে আমাদের নির্মাতাকে কল করেছিলাম। যখন আমরা তাকে সুসংবাদটি জানালাম তখন তার কণ্ঠে খুশির রব যেন এখনো শুনতে পাই আমি। "আপনি কি করেছেন?" সে বলেছিল। "তারা আপনাকে ঘটনাস্থলেই চেক দিয়েছে?" আমরা দুজনেই জানতাম এটা ঈশ্বর হতে হয়েছে।

সেটা কিভাবে ঘটেছিল? পবিত্র আত্মা হতে! ঈশ্বরের কাছে আপনার প্রয়োজনের জন্য উত্তর আছে, বন্ধু। আপনি যদি কখনও ঈশ্বরের রাজ্যের দুর্দান্ত সম্ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করতে চান তবে আপনাকে পবিত্র আত্মার কথা কিভাবে শুনতে হয় তা শিখতে হবে। আর এই বইটি সেবিষয় নিয়েই লেখা।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার সাথে পথচলা আপনার দেখা জেমস বন্ডের সিনেমার চেয়েও বেশি উত্তেজনাপূর্ণ! আর সিনেমার মতই, আপনি সর্বদা জানেন যে শেষ পর্যন্ত কে জিতবে, যত উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তই সামনে আসুক না কেন।

২

রাজ্য

আমি নিশ্চিত যে আপনি দায়ের করা অনেক তুচ্ছ মামলার কথা শুনেছেন যেগুলি পরে আদালত থেকে বাতিল হয়ে যায়। এখানে তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

কলোরাডো কারাগারে একজন বন্দী ন্যাশনাল ফুটবল লিগের বিরুদ্ধে ৮৮ হাজার কোটি টাকার (হ্যাঁ, *হাজার কোটি*) একটি মামলা করেছেন। মামলাটি ডালাস কাউবয় এবং গ্রিন বে প্যাকার্সের মধ্যে প্লে-অফ গেমের সময় কর্মকর্তাদের দ্বারা করা একটি রায় থেকে এসেছে। কর্মকর্তারা নির্ধারণ করেছিলেন যে ডেজ ব্রায়ান্টের (কাউবয়দের) একটি ক্যাচ অসম্পূর্ণ ছিল। বন্দী একমত নন। তার মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে এনএফএল কর্মকর্তারা অবহেলার সাথে কাজ করেছেন এবং তাদের বিশ্বস্ততার দায়িত্ব লঙ্ঘন করেছেন। বন্দী কেন ৮৮ হাজার কোটি টাকার জন্য মামলা করছেন? কারণ মিঃ ব্রায়ান্টের জার্সি নম্বর ৮৮।[১]

উন্মাদ, তাই না? আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পারছেন যে মামলার নিষ্পত্তি হবে না। কিন্তু একটি মামলা বৈধ কি অবৈধ তা কিসে নির্ধারিত হয়? law.com-এর মতে, একটি মামলা আদালত থেকে বাতিল করার দুটি প্রধান কারণ হল এটির হয় এখতিয়ারজনিত সমস্যা আছে বা আইন অনুযায়ী মামলা দাঁড়ানোর কোন আইনি ভিত্তি নেই। আমি কেন পবিত্র আত্মার উপর লেখা বইতে আইনি সমস্যাগুলি তুলে ধরছি? কারণ আপনি যদি আপনার কোন পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মা কাজ করছে দেখতে চান, তাহলে আইন কি বলে সে সম্পর্কে আপনাকে পরিস্কার হতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যও ঠিক তেমন, যা রাজ্যের আইনের সীমানার মধ্যে কাজ করে। এই সিরিজের দুটি বই, *আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: আনুগত্যের ক্ষমতা* এবং *আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: বিশ্রামের ক্ষমতা*, আমি এখতিয়ার এবং আইনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কাজ করে তার মূল বিষয়গুলি তুলে ধরেছি। কিন্তু পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমি যা বলছি তা বোঝার জন্য, আবারও সেখানে ফিরে যাওয়া এবং অন্তত এই নীতিগুলি নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া আমাদের জন্য ভাল হবে। একটি কুইজ দিয়ে শুরু করা যাক।

তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, "আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। "তখন তিনি সেই স্থানে আর কোন

*পরাক্রম-কার্য **<u>করিতে পারিলেন না,</u>** কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন।*

—মার্ক ৬:৪-৬

আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যীশু কেন এই স্থানে লোকদের সুস্থ করতে পারেননি? আদর্শ ধর্মীয় উত্তর হল যে তাদের সুস্থ না করাটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল। সর্বোপরি, ঈশ্বরই ভাল জানেন, এবং তিনি যদি তাদের সুস্থ করতে চাইতেন তবে তিনি তা করতে পারতেন, তাই না? আমি বলতে চাচ্ছি, তিঁনি তো ঈশ্বর। আপনি কি এটাও ধারণা করবেন যে সেখানে এমন লোক ছিল যাদের সুস্থ হওয়ার দরকার কিন্তু সুস্থতা পায়নি? আমার মনে হয় যে সেটা এই পদে স্পষ্ট। কেন যীশু লোকদের সুস্থ করতে পারেননি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। যদি আমরা গল্পের উপসংহারটি পড়ি, আমরা দেখতে পাই যে যীশু বলেছেন যে লোকদের বিশ্বাসের অভাব তাদের গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। লোকেরা কেন গ্রহণ করেনি সে সম্পর্কে যীশুর পর্যবেক্ষণ এবং উপসংহার বোঝার জন্য, আমাদের এখানে বিশ্বাস কি এবং আইনী এখতিয়ার অর্জন করতে স্বর্গের জন্য পৃথিবীতে বিশ্বাস কেন প্রয়োজন সে সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণা থাকতে হবে।

এই ক্ষেত্রে সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত করা যাক। এটি যীশুর দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতা, বা ইচ্ছার অভাব নয়। বিষয়টি ছিল এখতিয়ারের। মূলত, সেখানের বেশিরভাগ লোকের জন্য সেই পরিস্থিতিতে স্বর্গের কাজ করার আইনগত ভিত্তি ছিল না। এখন, আমি কি বলছি সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই বলে আপনি এই বইটি ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলার আগে, আমাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি মিনিট সময় দিন।

যখন আদম এবং হবাকে পৃথিবীতে রাখা হয়েছিল, তখন তাদের পৃথিবী নামক রাজ্যের উপর সম্পূর্ণ এবং নিরংকুশ কর্তৃত্ব ছিল। আমার মনে হয় নিম্নলিখিত পদটি আমার বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে মূল্যায়ন করে।

তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ। বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি <u>তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই।</u>

—ইব্রীয় ২:৭-৮ পদ

লক্ষ্য করুন যে বাইবেল বলে যে আদমকে গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরানো হয়েছিল। এমন নয় যে তিনি আসলে বাগানে একটি মুকুট পরেছিলেন, এখানে মুকুট দেওয়া শব্দটি কর্তৃত্বের একটি অবস্থানকে নির্দেশ করে যেখানে আদম শাসন করছিলেন। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি যে তার চারপাশে একটি আভা বা আলোকসজ্জা থাকতে পারে, এটা কেবল একটি ধারণা মাত্র। আদমের ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরব (রাজ্যের অভিষেক ও মহিমা) এবং সম্মান (কর্তৃত্বের অবস্থান) ছিল। আর এই দুটি জিনিস দিয়ে, তাকে অর্পিত কর্তৃত্বের সাথে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে পৃথিবীর উপর শাসন করছিলেন। শয়তান, যখন মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল তখনই পৃথিবীতে ছিল, মানুষকে তুচ্ছ করেছিল এবং তার কাছে থাকা কর্তৃত্ব কামনা করেছিল। আদমের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় সে এমনিতে আদমের কাছ থেকে কর্তৃত্বের মুকুটটি নিতে পারবে না জানত্ বিধায়, যেভাবেই হোক তাকে স্বেচ্ছায় মুকুটটি (কর্তৃত্ব) তুলে দেওয়ার জন্য একটি প্রতারণা করতে হয়েছিল।

এইভাবে শয়তান হবাকে প্রতারিত করেছিল এবং আদম অনুসরণ করেছিল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যার ফলে ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের অবস্থান হারিয়েছিল। শয়তানকে অনুসরণ করে তারা এখন তার রাজ্যের আইনগত বিচারে চলে এসেছে। এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "প্রথমতঃ কেন ঈশ্বর বাগানে শয়তানকে থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন?" আসলে, তাঁর রাখতে হতো। আমি জানি আপনি হয়তো এই উত্তরে কিছুটা হতবাক হবেন, কিন্তু আপনি দেখবেন যে এটিই সত্য। চলুন আদিপুস্তক ২:৮-৯ পদে দ্রুত চোখ বুলানো যাক।

> *আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে, এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক-বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক, বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন।*

এই অনুচ্ছেদটি পড়ে, আমরা চিন্তা করতে পারি যে কেন ঈশ্বর জীবন বৃক্ষের পাশে বাগানের মাঝখানে সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ স্থাপন করলেন। মূলত, শয়তানের রাজত্বে আক্রমণ করা ঈশ্বরের পক্ষে বৈধ করার জন্য, মানুষকে ঈশ্বরের বা শয়তানের যে কোন একজনের সেবা করার জন্য বেছে নেবার সুযোগ দিতে হয়েছিল। ঈশ্বর আইনতভাবে শয়তানের এখতিয়ারে এসে একজন মানুষকে সেখানে রাখতে পারেন না। এটিকে বৈধ করার জন্য, মানুষের কোন একজনকে বেছে নিতে হয়েছিল যে সে কার কাছে সমর্পিত হতে চায়। যতক্ষণ মানুষ ঈশ্বরকে বেছে নেবে, জীবন বৃক্ষ বেছে নেবে, মানুষ শয়তানের ওপর শাসন করবে। এইজন্য সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষটি জীবন বৃক্ষের পাশে স্থাপন করতে হয়েছিল।

এখানে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করা দরকার। স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো যেত না। আমি জানি, খ্রীষ্টধর্মের বেশিরভাগ মানুষ বলে যে আমরা স্বাধীন ইচ্ছার সাথে সৃষ্টি হয়েছি যেন ঈশ্বর দেখতে পারেন কে তাঁকে ভালবেসেছে। আমার মনে হয় আমি সেই উক্তিটি কিছুটা সত্য বলতে পারি। কিন্তু, মূলত, নির্বাচন করার ক্ষমতা না থাকলে এটি অবৈধ হয়ে যেত। যদি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া না হতো, তাহলে তাকে এখানে রাখা যেত না। এই আলোচনায় আমি আরও অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার অন্য দুটি বইতে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে।

আর আদম শয়তানের প্রতারণা বেছে নেয়, ঈশ্বরের রাজ্য হারায় এবং ঈশ্বর আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯ পদে মানুষের মুখোমুখি হন:

> *এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন <u>ক্লেশে</u> উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি <u>ঘর্মাক্ত মুখে</u> আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে।*

মূলত, ঈশ্বর আদমকে বলেন যে আদম পৃথিবীকে অভিশাপ দিয়েছে। আদমের পৃথিবীতে নিরংকুশ আধিপত্য থাকার কারণে, তিনিই শয়তানের শাসনের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং মূলত ঈশ্বরকে বের করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের হাত এখন বাঁধা, এবং আদমকে এখন তার নিজের যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম এবং ঘাম ঝরিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। যখন শয়তান হবাকে প্রলুব্ধ করছিল সে একটি ছোট্ট আর সামান্য বিবরণ দিতে ভুলে গিয়েছিল। আর সেটা ছিল যে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই শয়তানের বিচার করেছিলেন, তাকে স্বর্গ থেকে বের করে দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে নরক নামক স্থান। এটা আপনার বুঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর অনেক লোকই বলবে, "একজন প্রেমময় ঈশ্বর কিভাবে মানুষকে নরক নামক জায়গায় নিক্ষেপ করতে পারেন?" তিঁনি করেননি, আদম করেছে। আমরা নিচের অনুচ্ছেদে দেখতে পাই, নরক কখনই মানুষের জন্য তৈরি হয়নি।

> *"পরে তিনি বাম দিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, 'ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, <u>**দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে**</u>, তাহার মধ্যে যাও।'" (মথি ২৫:৪১ পদ)*

যখন আদম এবং হবা শয়তানের এখতিয়ারের অধীনে এসেছিল, তারা এখন শয়তানের বিচারের অধীনেও এসে গেল। সমস্ত মানুষ জাতি আদমের মাধ্যমে শয়তানের আধিপত্যের

অধীনে চলে এসেছিল। গবাদি পশু পালনের কথা ভাবুন। যদি আপনার গাভীর একটি বাছুর থাকে, তবে সেই বাছুরটি আপনার নামেই হবে কারণ এটি আপনারই কারণ পুরো খামার আপনার। তাই আদমের সমস্ত সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে শয়তানের এখতিয়ারে চলে আসে। আদর্শ ধর্মীয় বোঝাপড়া, নাকি আমি বোঝাপড়ার অভাব বলব, একজন ব্যক্তির ভাগ্য, তা স্বর্গ বা নরক হোক না কেন, তারা কতটা ভাল বা খারাপ তার উপর ভিত্তি করে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাস্তবতা হল তাদের বিচার ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। তারা সবাই নরকে যাচ্ছে। তারা যে কোন অন্যায় করেছে সেজন্য নয় কিন্তু আদম যা করেছে সেজন্য। এখন, তাঁর সৃষ্টি করা পুরুষ ও নারীর প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কারণে, তিঁনি পুরুষ ও নারীকে সেই বিচার থেকে বাঁচাতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের এখতিয়ারে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম করে তুলতে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে একটি উদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন ।

"তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে ***উদ্ধার করিয়া*** *আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন" (কলসীয় ১:১৩ পদ)।*

এটা অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত যে ঈশ্বর শয়তানের এখতিয়ার এবং বিচার থেকে একটি আইনী পলায়নের পথ তৈরি করেছেন। কিন্তু এই সুবিধা নেওয়ার জন্য, প্রত্যেক পুরুষ, নারী এবং ছেলেমেয়েকে ব্যক্তিগতভাবে যীশুর নামে ডাকা মনোনীত করে এর সুবিধা গ্রহণ করতে হবে। খ্রীষ্টভক্তগণ, এক মুহূর্তের জন্য আমার কথা শুনুন। রাস্তার ধারে যে ভাল মহিলাটিকে দেখছেন সে নরকে যাবে যদি না কেউ তাকে মারা যাবার আগে যীশুর নামে ডাকতে বলে। নরকে অনেক ভাল মানুষ থাকবে। মানুষ মনে করে যে তারা ভাল কাজ করার কারণে নরক থেকে বাঁচতে পারে, এটি শয়তানের মিথ্যা প্ররোচনা। যীশুর নামই একমাত্র নাম যা মানুষের পরিত্রাণের জন্য এবং শয়তানের বিচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেওয়া হয়েছে। আমি এটাও পরিস্কার করতে চাই যে, যখন আদম পতিত হয়েছিল, তখন সে আত্মিকভাবে মারা গিয়েছিল এবং ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; যাইহোক, সে এখনও পৃথিবীর উপর তার আইনগত দখল বজায় রেখেছে। এই কারণেই, মানুষের রাজ্যে কাজ করার জন্য শয়তানকে দিয়াবল-অনুপ্রাণিত লোকদের ব্যবহার করতে হয়, এবং ঈশ্বরকে আত্মা-পূর্ণ লোকদের ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং পর্যালোচনায়, আমরা বুঝতে পারি যে স্বর্গ বা নরকে যাওয়া একটি আইনি সমস্যা এবং আমরা কতটা ভাল তার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং ক্রুশে শয়তানের বিরুদ্ধে যীশু যে আইনি বিজয় লাভ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে হয়। যদিও যীশু শয়তানের এখতিয়ার থেকে মানুষের বের হয়ে আসা বৈধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু, অধিকারভুক্ত করতে প্রতিটি ব্যক্তিকে অবশ্যই বিশ্বাসের সাথে যীশুর নামে ডাকতে হবে।

আমি জানি আমরা এই আলোচনাটি কয়েক অনুচ্ছেদ আগে শেষ করেছি, কিন্তু এখন আসুন আমরা পূর্বে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি সেখানে ফিরে যাই, "কেন যীশু মার্ক ৬ অধ্যায়ে লোকেদের সুস্থ করতে পারেননি?" আমি বলেছিলাম এটি একটি এখতিয়ারের সমস্যা, এবং এটি তাই। যেহেতু আদম মানুষের রাজত্বের আত্মিক এখতিয়ার শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাই ঈশ্বর যখনই চান তখনই এখানে প্রবেশ করতে পারেন না কারণ এটি অবৈধ হবে। এখন, আমি যা বলছি তা নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না যে পৃথিবীর মালিক কে। বাইবেল স্পষ্ট করে বলে যে ঈশ্বর পৃথিবী এবং এর পূর্ণতার মালিক। যাইহোক, মানুষের রাজত্বের ক্ষেত্রে, তাদের উপর ঈশ্বরের আইনগত এখতিয়ার নেই। আমরা লূক ৪:৫-৭ পদে এটি খুঁজে পেতে পারি।

> *পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্তকালের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, "তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এই সকলই তোমার হইবে।"*

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আদম শয়তানকে জগতের রাজ্যগুলির আইনি এখতিয়ার দিয়েছিলেন। এই কারণে, ঈশ্বর জগতের রাজ্যে মানুষের প্রতি যা চান তা করতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর যদি এমন কোন পুরুষ বা নারীকে খুঁজে পান যে তাকে বিশ্বাস করে এবং স্বর্গের কর্তৃত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়, তাহলে ঈশ্বর সেই ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন। এই একই উপায়ে শয়তান শুরুতে পৃথিবীর রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, আদমের মাধ্যমে পৃথিবীর আইনী দখল পেয়েছিল। ঈশ্বর যখন তার মানুষ আদমকে হারিয়েছিলেন, তখন তাকে তাঁর উদ্ধার পরিকল্পনাটি করার জন্য পৃথিবীতে আরেকটি প্রবেশ পথ খুঁজে বের করতে হয়েছিল এবং সেই ব্যক্তির নাম ছিল অব্রাম।

> *সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, "তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব; তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব; যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।"*

—আদিপুস্তক ১৩:১-৩ পদ

অব্রাম, বা অব্রাহাম, সেই দরজা ছিল যাকে ঈশ্বর পৃথিবীর রাজ্যে প্রবেশ এবং মানবজাতির জন্য তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

ঈশ্বর অব্রাহাম এবং তার বংশধরদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং এই আইনি চুক্তির মাধ্যমে, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে আনতে পথ করেছিলেন, শুধুমাত্র অব্রাহামের বংশের মাধ্যমে। এই কারণেই যীশুকে অব্রাহামের বংশধর হতে হয়েছিল এবং ইস্রায়েলকে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আন্তঃবিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হতো না। এই কারণেই নতুন নিয়মের প্রথম পুস্তকটি একটি বংশবৃত্তান্ত দিয়ে শুরু হয়েছে। এটা প্রমাণ করছে যে যীশু আসলে অব্রাহামের একজন বৈধ বংশধর, এইভাবে শয়তানের কাছে প্রমাণ করে যে যীশুর আসা এবং পাপের মূল্য পরিশোধ করা বৈধ ছিল।

যেহেতু পুরুষ এবং নারীর এখনও পৃথিবীর আইনী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, আত্মিক নিয়ন্ত্রণের সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে, ঈশ্বর এবং শয়তানকে অবশ্যই লোকদের ব্যবহার করতে হবে। সহজ কথায়, পৃথিবীতে পুরুষ ও নারীই একমাত্র আইনি সত্তা। কিন্তু যেমন আদম এবং হবা সে যা বলেছে সেই কথা বিশ্বাস করার মাধ্যমে শয়তান প্রবেশাধিকার পেয়েছে, ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে অবশ্যই এমন লোকদের খুঁজে বের করতে হবে যারা পৃথিবীতেও তাঁর অভিব্যক্তি অর্জনের জন্য তিঁনি যা বলেন তা বিশ্বাস করবে। শয়তানের রাজ্য যা বলে তার পরিবর্তে স্বর্গ যা বলে সেব্যাপারে যখন একজন পুরুষ বা নারী তাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে রাজি হয়, তখন তাকে বিশ্বাস বলে এবং এটি স্বর্গে সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে যাওয়ার এবং শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা বহন করার আইনগত এখতিয়ার দেয়। এখানে বলার মত আরও অনেক কিছু আছে, তবে আমি আমার প্রথম দুটি বইয়ে এব্যাপারে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

আসল চাবিকাঠি এই। যেহেতু শয়তান এখানে পৃথিবীতে রয়েছে, সে সর্বদা তার রাজ্যকে রক্ষা করে এবং সর্বদা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এই কারণে, ঈশ্বর পৃথিবীর রাজ্যে তাঁর পরিকল্পনা এবং কৌশলগুলি ফলপ্রসূ করতে গোপনে কাজ করেন। আর ঈশ্বর কিভাবে গোপনে কাজ করেন তা জানলেই আপনি আপনার জীবনে সাফল্য এবং বিজয়ের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি খুঁজে পাবেন। আমি এটাকে *কৌশলের ক্ষমতা* বলি!

৩

হতবাক

ফোন কলটি এমন একজন লোকের কাছ থেকে এসেছিল যার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। তিনি নিজেকে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে সে এবং আরও কিছু লোক আমার *ফেইথ হান্ট* বইটি এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমার শিক্ষা সত্যিই উপভোগ করছেন। এমনকি, তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমি মন্টানায় যেতে এবং শুক্রবার রাতে এবং শনিবার সকালে প্রায় ৭০ জন পুরুষদের একটি দলকে শিক্ষা দিতে আগ্রহী কিনা। আমি উত্তর দেবার আগেই, তিনি আরও বললেন, "শনিবার সকালে আপনি শিক্ষা দেবার পরে, আমরা আপনাকে হরিণ শিকারে নিয়ে যেতে চাই কারণ তখন এর মৌসুম।" যাই হোক, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। তিনি বললেন যে আমার ছেলেদের ভাল লাগলে তাদেরও সাথে আসার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। গ্রীষ্মের পরের মাসগুলিতে, তারা আমাকে সেই শরতকালের আসন্ন শিকারের জন্য সঠিক লাইসেন্স পেতে সাহায্য করেছিল। আমার ছেলে টিম সাথে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই সে তার লাইসেন্স করাল।

আমি যা জানতে পারলাম, সেটার নাম প্রমিজ কিপারস গ্রুপ, এবং আমার শিক্ষায় কিভাবে আমি একটা হরিণকে বিশ্বাসের মাধ্যমে পেয়েছি সেই শিকারের গল্প বলেছিলাম এবং তাতে তারা মুগ্ধ হয়েছিল। কিভাবে আমি সবসময় ৩০ বা ৪০ মিনিটের মধ্যে আমার হরিণ পাই এবং আমি কি ধরণের প্রাণী পাব তার লিঙ্গ এবং শিংগুলির আকার সম্পর্কে নির্দিষ্ট হতে ঈশ্বর কিভাবে আমাকে শিখিয়েছিলেন সেবিষয়ে আরও শুনতে চেয়েছিল। আমি একমত যে গল্পগুলি আমি ঘটতে দেখেছি তা প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল, এবং যদি আমি সেগুলিকে বাস্তবে সংঘটিত হতে না দেখতাম তবে আমি সম্ভবত তাদের মতই কৌতূহলী হতাম।

অবশেষে মন্টানা যাবার সময় এসে গেল। আমি এবং টিম প্লেনে করে গেলাম এবং পুরুষদের দলের কয়েকজন নেতা, চমৎকার একদল লোক, যারা সত্যিকার অর্থে প্রভুকে ভালবাসতো তাদের সাথে দেখা করলাম। তারা আমাদেরকে ট্রাউট মাছ ধরার জন্য নিয়ে গেল এবং সেই সাথে আমাদের জন্য প্রস্তুত করা রাইফেলগুলি দেখাতে একটি শুটিং রেঞ্জে নিয়ে গেল। ওহাইওতে বেড়ে ওঠায় আমি দীর্ঘ দূরত্বে রাইফেলের গুলি করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমাদের স্থানীয় আইনে হরিণের জন্য শুধুমাত্র শটগানের অনুমতি দেয়, এবং দূরত্ব প্রায় সবসময় ১০০ গজের কম থাকে,

বেশিরভাগ সময় এমনকি ৫০ গজেরও কম থাকে। তাই যখন তারা ২০০ গজ দূরত্বে নিশানা ঠিক করে, সেটা আমার সমন্বয় করতে হবে; আর কিছুক্ষণ অনুশীলনের পরে, আমি স্টিলের প্লেটে আঘাত করতে সক্ষম হলাম এবং ঘোষণা করলাম যে আমি প্রস্তুত।

সেই সন্ধ্যায় এবং পরের দিন সকালেও আমি স্থানীয় স্কুল মিলনায়তনে পুরুষদের শিক্ষা দান করেছিলাম। এই লোকেরা সবাই ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে, বিশেষ করে ঈশ্বর আমাকে কিভাবে শিকারের মাধ্যমে রাজ্যের আইন শিখিয়েছিলেন তা শুনতে এবং শিখতে আগ্রহী ছিল। দুপুরের খাবারের পরে, তারা বলল, "ঠিক আছে, চলুন সেই হরিণ শিকারে যাই।" আমি কখনও এন্টিলোপ প্রজাতির হরিণ শিকার করিনি, এবং আমার মনে হয় ধরার পদ্ধতিটি কি তাও আমি বুঝতে পারিনি। আমার শিকারের অভিজ্ঞতায়, আপনি সম্ভবত দুই বা তিনজন লোক সাথে নিয়ে যান। কিন্তু তারা তিন-চারটি গাড়ি বোঝাই লোক নিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে আছে আগের রাতে টিম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “বাবা, তুমি কি হরিণটিকে পাওয়ার ব্যাপারে নার্ভাস না? তুমি তাদের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেবে এবং নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করবে যে রাজ্য প্রতিবারই কাজ করে, সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে আর তুমি যদি একটি হরিণ না পাও তখন কি হবে?” আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি হরিণটি পাওয়ার ব্যাপারে নার্ভাস নই। ড্রেন্ডা এবং আমি ইতিমধ্যেই আমাদের বীজ রোপণ করেছি এবং সেই হরিণের জন্য চুক্তিতে এসেছি; সেটা সেখানে থাকবেই।

আমরা যখন শিকারের অনুমতিপ্রাপ্ত সেই খামারের দিকে যাচ্ছিলাম, তারা ব্যাখ্যা করছিল যে এন্টিলোপ হরিণ উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে দ্রুততম প্রাণী এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় দ্রুততম প্রাণী, যাদের শুধুমাত্র চিতাই হারাতে পারে। তারা ব্যাখ্যা করছিল যে হরিণের প্রখর দৃষ্টিশক্তি রয়েছে এবং তাদের প্রধান প্রতিরক্ষা হল দৌড়ানো, তাই ওরা যদি আপনাকে দেখে ফেলে তবে ওরা এক সেকেন্ডের মধ্যেই পালিয়ে যাবে। আমার অনুমতিপত্র একটি বাক অ্যান্টিলোপের জন্য ঠিক ছিল, এবং টিমের একটি ডো হরিণের জন্য অনুমতি ছিল।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল খামারের দিকে ড্রাইভ করা, উঁচু স্থানে গাড়ি নিয়ে যাওয়া, এবং তারপরে হেঁটে চূড়ায় উঠা এবং নীচে তাকিয়ে কোন অগভীর উপত্যকাতে আমরা কোন প্রাণী খুঁজে পাই কিনা দেখা। আমরা যখন চূড়ায় বেয়ে উঠছিলাম, আমরা দূরে একদল হরিণকে দেখতে পেলাম। বিস্তৃত ভূখণ্ডের কারণে, আমাদের মনে হল যে আমরা এগিয়ে কাছাকাছি গিয়ে নিচু গিরিখাতে অবস্থান করে গুলি করার জন্য যথেষ্ট কাছে যেতে পারি। আমাদের খুব সাবধানে শেষ পাহাড়ের উপর থেকে উঁকি দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠতে হবে যদি আমরা সেখানে পৌঁছানোর পরে হরিণগুলি তখনও সেখানে থাকে গুলি ছুড়তে হবে। একবার সেখানে পৌঁছে, আমরা অবস্থান নিলে তখন আমাদের গুলি ছোঁড়ার জন্য হরিণগুলো প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ গজের মধ্যে চলে আসবে।

টিম এবং আমি ধীরে ধীরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পেটের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের কিনারায় গেলাম যেটার উপত্যকাটির দিকে তাদের দেখা গিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল যে আমি গুলি করার পরে, টিম একটি ডো হরিণকে গুলি করবে। আমি ধীরে ধীরে কিনারা পর্যন্ত হামাগুড়ি দিয়ে আগালাম এবং সেইদিকে দেখলাম। যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলাম যে আমাদের পরিকল্পনা কাজ করেছে; ছোট পাল আমাদের দেখেনি। আমি আমার রাইফেল উঠালাম এবং দূরত্বের জন্য এবং হামাগুড়ি দেওয়ার কারণে আমার শ্বাস প্রশ্বাস জোরে চলায় হাত স্থির রাখা কঠিন ছিল। কিন্তু অবশেষে, যখন মনে হল আমার নিশানা বরাবর বাক হরিণটি আছে, আমি ট্রিগার টানলাম। আমি নিশানাচ্যুত হলাম। দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়লে পর পাল বিভ্রান্ত হয়ে গেল। আমি আবারও ব্যর্থ হলাম। যখন আমি তৃতীয় এবং তারপরে একটি চতুর্থ গুলি ছুঁড়লাম, তখন পালটি চলতে শুরু করল, সবগুলোই ব্যর্থ হল। আমি যখন পঞ্চমবার গুলি ছুঁড়তে গেলাম, তখন শুধু একটি ক্লিক শব্দ শুনলাম। মানে আমার গুলি শেষ হয়ে গেছে।

হট্টগোলের মধ্যে, আমি লক্ষ্য করিনি, কিন্তু পুরো পালটি একদম সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিল। শুধুমাত্র আমি যেটাকে গুলি করছিলাম সেটা বাদে। এটি আমার প্রথম গুলি করার সময় যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছিল তার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি উন্মাদের মত টিমের কাছে তার রাইফেল চাইলাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবং আমি একটি অফহ্যান্ড শট নিলাম, এবং হরিণটি পড়ে গেল। আমি একইসাথে উচ্ছ্বসিত এবং স্বস্তি পেলাম। হরিণটি আমার ছিল। আমি যখন আমার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম, আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে একদল লোক চিৎকার করছে এবং উৎযাপন করছে। কেউ কেউ তাদের সেল ফোন হাতে ছিল, এবং আমি একজনকে বলতে শুনেছি, "হ্যাঁ, এটা ঠিক *ফেইথ হান্ট* বইয়ের মত ছিল, মাত্র ৪০ মিনিট সময় এবং হরিণটি স্থির দাঁড়িয়েছিল, ঠিক বইয়ে যেমন আছে।'

তারা সবাই রাজ্যের কাজ দেখতে এসেছিল। সর্বোপরি, আমি তাদের এটি কয়েক ঘন্টা ধরে শিক্ষা দিচ্ছিলাম এবং তারা এটি কাজ করে তা দেখতে চেয়েছিল। যাই হোক, আমার গুলি ছোঁড়া খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, এটি কাজ করেছে এবং আমি যা শিক্ষা দিয়েছিলাম তাকে বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

পৃথিবী আসল বাস্তব কিছু দেখার জন্য ক্ষুধার্ত, এবং ঈশ্বরও তাদের বিস্মিত করতে পছন্দ করেন।

টিম সেই বিকালে একটি চলমান হরিণকে নিখুঁত গুলি করার মাধ্যমে তার হরিণ পেয়েছিল। আমরা দুজনেই খুব উত্তেজিত ছিলাম! মন্টানা অনেক সুন্দর জায়গা, টিম আর আমার রাজ্যে সম্পর্কে একটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হল। রাজ্য এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার কথা মনে রাখার জন্য আমি হরিণের মাথাটি আমার অফিসের ডেস্ক বরাবর উপরে লাগিয়ে রেখেছি।.

আমার এই বইতে আপনাকে একটি শিকারের গল্প বলার কারণ কি? কারণ ঈশ্বর আপনার সমস্ত বন্ধু, প্রতিবেশী এবং পরিবারের কাছে তাঁর রাজ্য প্রদর্শনের জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে

চান। তারা সবাই এটা কাজ করছে দেখতে চায়। পৃথিবী বাস্তব কিছু দেখার জন্য ক্ষুধার্ত, এবং ঈশ্বরও তাদের বিস্মিত করতে পছন্দ করেন। তাদের বিস্মিত করার জন্য, আপনাকে শিখতে হবে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে এবং কিভাবে পবিত্র আত্মা সকলকে, এমনকি আপনাকেও বিস্মিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উত্তর এবং সুযোগগুলি নিয়ে আসেন। আমি পরে জানতে পেরেছি, ধর্মে আটকে থাকা অনেক লোকের কাছে রাজ্য প্রদর্শনের খুব স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কয়েকজন লোক যারা পুরুষদের দলটিকে পরিচালনা করে তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পরে আরও জানতে পেরেছিলাম যে সেদিন আমার শিক্ষা থেকে অনেকে প্রভুর কাছে তাদের হৃদয় সঁপে দিয়েছিল। পবিত্র আত্মা সেই পরিকল্পনাটি স্থাপন করেছেন এবং তিনি আপনার সাফল্যের পরিকল্পনায়ও আপনাকে সাহায্য করবেন।

আমি আপনাকে আরও একটি গল্প বলি, কিন্তু এই গল্পটি সরাসরি বাইবেল থেকে নেওয়া এবং আবারও ব্যাখ্যা করবে কিভাবে ঈশ্বর আপনাকে অলৌকিক পরিকল্পনা এবং কৌশল দিয়ে অবাক করতে চান যা আপনার চারপাশের লোকদের কাছে তাঁর বাস্তবতা এবং ভালবাসার প্রমাণ দেবে।

একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখানি নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তু"মি গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল। "

শিমোন উত্তর করিলেন, "হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।"

তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখানি নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুইখানি ডুবিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর জানুর উপরে পড়িয়া কহিলেন, "আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী।" কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি, ও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে।

—লূক ৫:১-১০ পদ

পিতর, যাকোব এবং যোহন সারা রাত ধরে জাল ফেলেছিল কিন্তু কিছুই ধরতে পারেনি। এরা ছিল অভিজ্ঞ জেলে যারা হ্রদে বেড়ে উঠেছিল এবং এর সম্পর্কে ভাল করেই জানতো, তবুও তারা খালি হাতে উঠে এসেছিল। তবে, অবশ্যই, গল্প সেখানে শেষ নয়। যীশু প্রচার করার জন্য পিতরের নৌকা ধার নেন এবং তারপর তাকে মাছ ধরার জন্য গভীর জলে জাল ফেলতে বলেন। পিতর, কিছুটা হতবাক হয়ে বলে যে তারা সারা রাত জাল ফেলেও কোন মাছ ধরতে পারেনি, কিন্তু যীশু বলেছেন বলে সে জাল ফেলবে। পিতর যখন জাল ফেলে, বাইবেল বলে সে এত মাছ ধরেছিল যে তার জাল প্রায় ছিড়ে যাচ্ছিল, তাই সে সাহায্য করার জন্য তার সঙ্গিদের ডাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে তার সঙ্গিদের জালও প্রায় ছিড়ে যাচ্ছিল এবং উভয় নৌকাই মাছে এত ভরা ছিল যে তারা ডুবে যেতে বসেছিল। বাইবেল বলে যে এই অভিজ্ঞ জেলেরা সেদিন মাছ ধরার সময় এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে তারা মাছ ধরা ছেড়ে দিয়ে যীশুকে অনুসরণ করল।

বাইবেলে আমার প্রিয় গল্পগুলির মধ্যে এটি একটি, কারণ এতে দুটি রাজ্য, অন্ধকারের রাজ্য এবং ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যের একটি চিত্র স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। শয়তানের আধিপত্য, অন্ধকারের রাজ্যের নিয়ম হল, ভেঙ্গে পরা, দারিদ্রতা, সারা রাত জাল ফেলেও কিছুই ধরা পড়ে না, বেঁচে থাকার জন্য শুধুমাত্র বেদনাদায়ক পরিশ্রম এবং ঘাম ঝরানো। ঈশ্বরের রাজ্যের গৌরবময় চিত্র এবং এটি যা উৎপন্ন করে তার তুলনায় আমি একে পৃথিবীর অভিশাপের ব্যবস্থা বলি, যা আদমের বিদ্রোহের দ্বারা হয়েছিল। এই দুটি চরম দিকের প্রতি ভাল করে তাকান, এবং উপলব্ধি করুন যে ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য নামের দ্বিতীয় দরজা দিয়েছেন।

এখন, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান চিৎকার করবে এবং হাততালি দেবে এবং বলবে, "হ্যাঁ, ঈশ্বরের রাজ্য মহান; ঐ মাছ ধরার দিকে দেখ!" কিন্তু খুব কম লোকই জিজ্ঞাসা করবে কিভাবে যীশু এটি করেছিলেন, এবং বেশিরভাগই জানেন না যে পিতর, যাকোব এবং যোহনের সেই দিনের মত একই স্তরের বন্দোবস্ত উপভোগ করার জন্য তাদেরও একই কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যীশু সেই দিন যা করেছিলেন তা কিভাবে করেছিলেন তার ব্যাখ্যায় যথার্থ উত্তর হল যে যীশু তা

করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি যীশু। কিন্তু দাঁড়ান; আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে যীশু মার্ক ৬ অধ্যায়ে সবাইকে সুস্থ করতে পারেননি কারণ স্বর্গের কোন এখতিয়ার ছিল না। না, সেই দিন রাজ্যের আত্মিক আইনগুলি কার্যকর ছিল যা মাছ ধরায় সহায়তা এবং বৃদ্ধি করেছিল।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে। আমার যে খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে দেখা হয় তাদের অধিকাংশই যীশুর মত একই কাজ করা সম্ভব তা চিন্তাই করে দেখে নাই, এবং যদি তারা সিই চিন্তা করেও থাকে, তবে তাদের কোন ধারণা নেই যে তিনি কিভাবে করেছিলেন। আমি একটা কথা আমার কনফারেন্সে ব্যবহার করি যে আপনি যদি কোনকিছু শিক্ষা দিতে না পারেন, আপনি সেটা ব্যবহার করে চলতে পারবেন না। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল আপনি যদি সেই মাছ কিভাবে ধরা হয়েছিল তা নির্ধারণ করতে না পারেন, আপনি কখনই একই কাজ করতে পারবেন না। তাহলে সেই বিপুল সংখ্যক মাছ কিভাবে আসল? আপনি কি এটা ব্যাখ্যা করতে পারেন? আপনি যদি এই ধরণের সাফল্য পেতে চান তাহলে আপনাকে সেই মাছগুলি কিভাবে হাজির হয়েছিল তা খুঁজে বের করতে হবে। যাইহোক, আমি যখন এইভাবে কথা বলতে শুরু করি তখন বেশিরভাগ লোকেরা হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু যীশু কি বলেছেন?

> *সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এই সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;*
>
> —যোহন ১৪:১২ পদ

যীশু যখন বলেছিলেন যে তিনি যা করছিলেন আমরাও একই কাজ করতে পারি কারণ তিনি পিতার কাছে যাচ্ছিলেন, তিঁনি তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পরে আমাদের উপর পবিত্র আত্মা আসার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই একই পবিত্র আত্মা যিনি যর্দন নদীতে তাঁর উপর এসেছিলেন, তাঁকে ঈশ্বরের মহৎ কাজগুলো করতে দেয় যা আমরা তাঁর পরিচর্যা অনুসরণ করে দেখতে পাই। যেহেতু আমরা জানি যে এই শক্তি মার্ক ৬ অধ্যায়ে মানুষের অবিশ্বাসের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু লূক ৫ অধ্যায়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সেই শক্তিতে বাধা ছিল না, তাই আমাদের রাজ্যের আইনগুলি অধ্যয়ন করতে হবে যেন আমরা নির্ধারণ করতে পারি যে কোন পরিস্থিতিতে কি পবিত্র আত্মার অবাধ প্রবাহকে বাধাগ্রস্থ করে বা একে সহজতর করে। সুতরাং, আসুন গল্পটি একবার দেখি এবং আমরা রাজ্যের আইন এবং নীতিগুলি বেছে নিতে পারি কিনা দেখি যা আমরা সনাক্ত করতে এবং যা থেকে শিখতে পারি।

এখন, আপনি যদি আমার প্রথম বইটি পড়ে থাকেন, তাহলে যখন পিতর যীশুকে নৌকা ব্যবহার করার জন্য দিয়েছিলেন সেখানে আত্মিক কি ঘটেছিল আপনি জানেন। পিতরের নৌকা, আর আসলে পুরো মাছ ধরার ব্যবসা, রাজ্য বা এখতিয়ার পরিবর্তন করেছে! হ্যাঁ, যীশু যখন তাঁর

পরিচর্যার জন্য নৌকা নিয়েছিলেন, তখন পিতরের নৌকা ঈশ্বরের রাজ্যের এখতিয়ারের অধীনে এসেছে। একবার নৌকাটি ঈশ্বরের রাজ্যের এখতিয়ারের অধীনে আসলে পর, পবিত্র আত্মার গভীর জলে মাছের ঝাঁকের অবস্থান সম্পর্কে যীশুর কাছে জ্ঞানের বাক্য জানানোর আইনি এখতিয়ার ছিল। সেই দিন যীশুর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দ্বারা পিতরের বিপুল পরিমাণ মাছ ধরার একটি অতিপ্রাকৃত পরিকল্পনা এবং কৌশলের ফল ছিল। যাকে আমি গুপ্ত জ্ঞান বলি, এবং এর কারণে, পিতর, যাকোব এবং যোহন তাদের জীবনে প্রথম সবচেয়ে বড় মাছের ঝাঁক দেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল বলে যে এই পাকা জেলেরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

আমি বিশ্বাস করি যীশু চান আপনিও একটি আশ্চর্যজনক জীবনযাপন করেন, এমন একটি জীবন যা রাজ্যকে প্রদর্শন করে যেন আপনার চারপাশের লোকেরা তা দেখে হতবাক হয়ে যীশুকে জানতে পারে। আমি বিশ্বাস করি ধর্মের খালি নৌকা কখনই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে আকর্ষিত করবে না। ঈশ্বর চান যেন লোকেরা তাঁর রাজ্যের মঙ্গলময়তা দেখে, যেন সবাই দেখতে এবং বিশ্বাস করতে পারে যে তিঁনি মংগলময় এবং যারা তাঁর কাছে আসে তিঁনি তাদের গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। যিশাইয় যখন নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তখন মন্ডলীর কথা উল্লেখ করে তিনি এই কথা বলেছিলেন ।

"তাই তাহারা [আমাদের বুঝায়] ধার্মিকতা-বৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া আখ্যাত হইবে।" (যিশাইয় ৬১:৩ পদ) /

সুতরাং, লূক ৫ অধ্যায়ে মাছের গল্প থেকে আপনাদের আমি কোন্ বার্তাটি দিতে চাই? যদিও, এমন অনেক আত্মিক নিয়ম আছে যা আপনি সেই গল্প থেকে বেছে নিতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি শুধু এই চিন্তাটি নিয়ে যেতে পারেন তবে এটি আপনার জীবনকে বদলে দেবে।

ঠিক কোথায় জাল ফেলতে হবে তা যদি যীশু তাদের বলে দেন, তাহলে যে কেউ মাছ ধরতে পারবে! অথবা এভাবে বলি: যদি যীশু বলে দেন কোথায় এবং কিভাবে তাদের মাছ ধরতে হবে তাহলে যে কেউ মাছ ধরতে পারবে!

লোকেরা আমাকে বলে, "ঠিক আছে, খুব ভাল কথা, গ্যারী, কিন্তু যীশু এখন আর এখানে নেই।" ঠিক না, কিন্তু সেই একই পবিত্র আত্মা যিনি তাঁকে সেই দিন বলেছিলেন কোথায় মাছ ছিল আজ তিঁনি এখানে আছেন এবং আপনি যদি বিশ্বাসী হন তবে তিঁনি আপনার মধ্যে বাস করেন। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তাদের কি বলেছিলেন শুনুন।

তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে

শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেইরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও না হউক।

—যোহন ১৪:২৫-২৭ পদ

যীশুর শান্তি কি ছিল? এটি পবিত্র আত্মা ছিল যিনি যীশু যে সমস্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন তা কিভাবে সামলাতে হবে তা বলে দিতেন। যীশু পবিত্র আত্মাকে পরামর্শদাতা বলেছেন। বন্ধু, এই পরামর্শদাতা আপনার মধ্যে বাস করেন এবং কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবেন না।

যীশু পবিত্র আত্মাকে পরামর্শদাতা বলেছেন। বন্ধু, এই পরামর্শদাতা আপনার মধ্যে বাস করেন এবং কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবেন না।

আপনি কি তাঁর কথা শুনছেন? আপনাকে একমত হতে হবে যে আপনি যেকোন পরিস্থিতিতে থাকেন না কেন ঈশ্বরের কাছে সম্ভবত তার উত্তর আছে। যীশু বলেন যে এই পরামর্শদাতা আপনাকে সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে বা পরামর্শ দিতে পারেন।

স্ট্রংস এক্সসটিভ কনকর্ডেন্স অফ দ্য বাইবেল (৩৮৭৫) অনুযায়ী, পরামর্শদাতার গ্রীক শব্দটি এখানে যে অনুবাদ করা হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থ হল: একজনকে ডাকা বা একজনের পক্ষে ডাকা হয়েছে, বিশেষ করে একজনকে সাহায্য করার জন্য ডাকা হয়েছে। এর অর্থ এমন কেউ যিনি একজন বিচারকের সামনে অন্যের কারণে আবেদন বি করেন, প্রতিরক্ষার জন্য একজন কৌঁসুলি, একজন আইনী সহকারী বা এডভোকেট। এর বিত অর্থে, শব্দটির অর্থ একজন সাহায্যকারী বা একজন সহায়, বা একজন সহকারী।

আমি আপনার সম্পর্কে জানি না, কিন্তু আমি এমন একজন সহকারী ব্যবহার করতে পারি; আপনি কি পারেন না? যখন তারা সারা রাত জাল ফেলে কোন মাছই ধরতে পারেনি তখন পবিত্র আত্মা ছিল পিতরের জন্য উত্তর। যখন আমার কোন ধারণা ছিল না যে ঋণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় পাব তখন পবিত্র আত্মা ছিল আমার উত্তর। এত বছর ধরে আমার পরিবারকে এইরকম আর্থিক অগোছালো অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার পর, যখন আমি সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলাম, তখন পবিত্র আত্মাই আমাকে এক রাতে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যে আমি যে কোম্পানিতে কাজ করছি তা ছেড়ে দিতে এবং শূন্য থেকে আমার নিজের কোম্পানি শুরু করতে।

পবিত্র আত্মাই আমাকে বলেছিলেন যে এই নতুন কোম্পানির লক্ষ্য থাকবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ঘোষণা করা এবং লোকদের ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করা, যেটা সেই সময়ে আমার শোনা সবচেয়ে পাগলাটে চিন্তা ছিল। আমি মানুষকে ঋণ থেকে বের হতে সাহায্য করব? টাকা দিয়ে কি করা উচিত না, তার প্রতীক ছিলাম আমি। আমার জীবন একটি অর্থনৈতিক দুঃস্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিঁনি যা করতে বলেছিলেন, তাই বিশ্বাসে ড্রেন্ডা এবং আমি পদক্ষেপ নিলাম এবং মূলত পিতর যা বলেছিল সেই একই কথা বলেছিলাম। "প্রভু, এটা করার কোন মানে হয় না, কিন্তু তুমি যেহেতু বলছ তাই আমরা তা করব।" পবিত্র আত্মার পরামর্শ অনুসরণ করে, সেই নতুন কোম্পানী বৃদ্ধি লাভ করে গেছে আর অর্থ প্রদান করে ড্রেন্ডা এবং আমাকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সেই কোম্পানি আজও ব্যবসা করে যাচ্ছে, এখন ৩০ বছর পরে এখনও বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করছে।

আরে, আমি তেমন বুদ্ধিমান নই এবং আপনিও নন, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন যেন আপনি জীবনে আপনার প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি পেতে সাহায্য করেন। কিন্তু আমরা এই বইটিতে শিখব, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে আমাদের যা করনীয় পবিত্র আত্মার কাজের সাথে সাথে তা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, মানুষের সাথে আমার অভিজ্ঞতায়, মনে হয় যে অনেক খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয় তার কোন উত্তর নেই। তারা শুধু তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় জাল ফেলতে থাকে এবং সারা রাত জাল ফেলার পরে, তারা ক্রমাগত খালি বা মাছের কাছাকাছি আসে মাত্র। পবিত্র আত্মা যে তাদের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন তা তারা কখনও শোনেনি। যদিও বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ান বলবে, "ঈশ্বর আমাকে এটি বা ওইটি করতে সাহায্য করবেন," তিঁনি কিভাবে তাদের সাহায্য করেন, বা তাদের প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি কিভাবে শুনতে হয় তারা বুঝতে পারে না। তাই অনেকে বুঝতে পারে না যে তাদের প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি লাভ করতে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে কাজ করতে হবে, তারা এখনও তাদের সমস্যার সমাধান করতে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করে আছে যখন উত্তর ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অর্থের বিষয়ে লোকেরা বলবে যে ঈশ্বর আমার উন্নতি করবেন। আমি বলি, "দারুণ! ঈশ্বর কিভাবে আপনার কাছে টাকা পৌঁছে দেবেন?" প্রথমে, তারা বিরক্ত হয় আমার এমন প্রশ্ন করছি যেন তাদের বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছি। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। "টাকা কোথায় দেখা দেবে? ঈশ্বর কিভাবে এটা আপনার কাছে নিয়ে আসতে যাচ্ছেন?" আমি যখন তাদের উত্তরের জন্য চাপ দিই, তখন তারা জানে না কি বলবে। একটি সময় পর্যন্ত এর উত্তর না জানা ঠিক আছে, তবে শেষ পর্যন্ত, আপনার একটি উত্তর থাকতে হবে। আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন না তা আপনি ফসল হিসেবে তুলতে পারবেন না। মনে রাখবেন, যীশু খুবই সুনির্দিষ্ট ছিলেন যখন তিনি পিতরকে বলেছিলেন যে মাছগুলি কোথায় ছিল এবং এমনকি তিঁনি তাকে কিভাবে ধরতে হবে তাও

বলেছিলেন: "তোমার জাল ফেল।" আপনি যদি মাছ ধরতে যান তবে এক সময় আপনার কোথায় জাল ফেলতে হবে তা জানতে হবে।

কারণ লোকদের সাধারণত যাকে আমি ডাকবাক্সের মানসিকতা বলে থাকি, ঈশ্বর এটি করতে চলেছেন, শুধু এই ভেবেই তাদের আর্থিক জীবনে কোন পরিবর্তন ছাড়াই ১০ বা ২০ বছর ধরে একই অকার্যকর সমস্যার মধ্যে পার হয়ে যায়। এটা দুঃখজনক। আপনি কি জানতে চান কেন তারা একই থাকে? কারণ তাদের কখনই শিক্ষা দেওয়া হয়নি কিভাবে পবিত্র আত্মার পথে, রাজ্যের পথে মাছ ধরতে হয়। তারা জানে না পবিত্র আত্মা কিভাবে তাদের সফল হতে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর রাজ্যে কাজ করে। তারা জানে না তারা কি ভূমিকা পালন করবে, তবে তাদের প্রয়োজনীয় সাফল্য অর্জনের জন্য পবিত্র আত্মা তাঁর ভূমিকা পালন করতে মরিয়া হয়ে আছেন।

আজ দুপুরের খাবারের সময় যে লোকটিকে দেখেছি এটা অনেকটা তার মত। তিনি বিশাল ছিলেন, সম্ভবত ৩৭৫ পাউন্ড। তার এক পায়ে একটি ব্রেস ছিল এবং তার সাথে দুটি লাঠি ছিল। সে অতি কষ্টে চলাফেরা করতে পারেন। তিনি চিজবার্গার খাওয়ার পরে, এক টুকরো পিনাট বাটার পাই চাইলেন। সেই পাই চাওয়ার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। আমি নিশ্চিত নই যে সে কি ভাবছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পাই খেয়ে ফেলেছিল। সেটি স্পষ্ট ছিল, এভাবে খেতে থাকলে সে অচিরেই মারা যাবেন। তার টেবিল থেকে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে এবং অনেক কষ্টে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আজকে খ্রীষ্টিয়ানদের এইভাবে জীবনযাপন করতে দেখি - প্রতিশ্রুতি শুনে, কিন্তু বিষ খাওয়া চালিয়ে যায় এবং তারপর ভাবে কেন কোনকিছু কাজ করছে না।

বন্ধু, উত্তর আপনার কাছে আছে! পবিত্র আত্মা, স্বয়ং ঈশ্বর আপনার মধ্যে বাস করেন যিনি আপনার প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ের উত্তর দিয়ে থাকেন। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে তাদের সুজ্যান নাকি স্যালিকে বিয়ে করা উচিত, তাদের কি এই কাজটি নেওয়া উচিত নাকি অন্যটি করা উচিত, তারা এখন যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন না অন্য কোথাও যাবেন, তাদের স্টক বিক্রি করা নাকি স্টক কেনা উচিত।

পবিত্র আত্মা, স্বয়ং ঈশ্বর আপনার মধ্যে বাস করেন যিনি আপনার প্রয়োজনীয় যে কোন বিষয়ের উত্তর দিয়ে থাকেন।

আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মার কাছে উত্তর আছে। আবারও, এই বইয়ের উদ্দেশ্য হল, পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের সাহায্য করেন এবং পবিত্র আত্মার রব শোনার ক্ষেত্রে রাজ্য কিভাবে কাজ করে তা শেখা।

চলুন পুনরালোচনা করি।

যে কেউ মাছ ধরতে পারে এমনকি আপনিও পারেন, যদি যীশু বলে দেন সেগুলো কোথায় আছে এবং কিভাবে তাদের ধরতে হবে!

ক্যারল এই ইমেলে কিভাবে তার জীবন পরিবর্তন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করেছেন।

গত বছর, আজকের তারিখে, আমি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আমার মেয়ের জন্য বড়দিনের উপহার কিনতে গিয়ে সেগুলোর সর্বাধিক সীমা অতিক্রম করেছিলাম, আমার মেয়ে এখনও সান্তা ক্লজে বিশ্বাস করে আর তার জন্য উপহার কেনার মত টাকা আমার কাছে ছিল না। আমি প্রতিনিয়ত উদ্বেগ এবং দুঃখের মধ্যে বাস করতাম, এবং আমি পালক গ্যারীকে লিখেছিলাম যে এই বপন ব্যাপারটি কাজ করেনি, কিছুই ঘটেনি; এবং তিনি খুব ধৈর্য সহকারে বলেছিলেন আমাকে অপেক্ষা করতে, আর ফসল কাটতে কিছুটা সময় লাগে এবং সাধারণত সাথে সাথেই তা হয় না।

এখন আজকে, এক বছর পর, আমি আমার পরিবারের সকলের জন্য নগদ অর্থ দিয়ে উপহার কিনছি। আমি ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা দামের উপহার কিনছি, এবং আমি কয়েকজন লোককে সম্মান জানাচ্ছি যারা সেই কঠিন সময়ে আমাকে সাহায্য করেছিল। গত বছর, আমি বেসমেন্টের একটি ঘরে থাকতাম যেখানে কিছু বন্ধু আমাকে কয়েক মাস থাকতে দিয়েছিল। আমার কাছে খাবার বা পেট্রোলের টাকাও ছিল না। কিন্তু এখন আমি একটি সুন্দর এবং রুচিসম্মত অ্যাপার্টমেন্টে থাকি এবং আমার রেফ্রিজারেটর খাবারে পূর্ণ রয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর ছিল আমার মেয়ের জন্মদিন, এবং আমরা তাকে পেনসিলভেনিয়ার হার্শে পার্কে নিয়ে যাই। আমরা তার প্রিয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাই এবং হার্শে হোটেলে থাকি, এবং আমরা নগদ অর্থে সবকিছু পরিশোধ করি। আমি তাকে একটি চমৎকার উপহার কিনে দিতে পেরেছিলাম যা কিনতে আমার ৪০,০০০ টাকারও বেশি খরচ হয়েছিল যেখানে গত বছর কেউ একজন তার জন্মদিন উৎযাপনের জন্য আমাকে ৩০০০ টাকা দিয়ে আমাকে অপমান করেছিল।

আমি এই লিখাটি লিখতে চোখের জল ধরে রাখতে পারছি না। আমি পালক গ্যারী এবং তার স্ত্রী, ড্রেন্ডার কাছে কৃতজ্ঞ। এই বছরটি আমার জীবনের সেরা বছর ছিল। ঈশ্বর আমার জীবনে যাকিছু করেছেন তা বিস্ময়কর। আমার সব গল্প নিয়ে একটা বই লিখতে পারতাম। আমি পৃথিবীতে থেকেই স্বর্গে বাস করতে পারি আমাকে তা শিক্ষা দান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

নিম্নলিখিত ইমেলটি আমার শোনা রাজ্য নিয়ে সবচেয়ে চমৎকার গল্পগুলির মধ্যে একটি; ইমেইলটি মিশিগানের শ্যারন থেকে আসে।

পালক গ্যারী, আমি আমার স্বামী এবং নিজের পক্ষে এটি লিখছি। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আপনি এবং আপনার স্ত্রী আমাদের জন্য পূর্ণ অনুপ্রেরণা। আমরা প্রায় তিন বা চার বছর আগে সিড রথে আপনাদের সম্পর্কে শুনেছি। আমরা খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্বামীকে তার চাকরির ১৮ বছর পর তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এবং যখন এটি ঘটেছিল তখন আমরা ২,৮০,০০,০০০ টাকা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করেছি মাত্র। ঋণ এবং মানসিক চাপে আমরা গলা পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিলাম।

আমরা আপনার সিডিগুলো অর্ডার করেছিলাম, এবং সেগুলি আমাদের বহন করে নিয়ে গেছে। আমরা শিখেছি কিভাবে ঋণ এত পঙ্গুত্ব আনতে পারে এবং আপনার স্বাস্থ্য এবং জীবনকে এতটা মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমরা বের হওয়ার কোন পথ দেখতে পাইনি। যদিও আমরা আমাদের নতুন বাড়ির জন্য অর্থ প্রদান করতে পারিনি, কিন্তু আমরা সেখানে দুই বছর বসবাস করতে পেরেছি তারপর আমাদের সেটা ছাড়তে হয়েছে। সেটাই একটি আশীর্বাদ ছিল।

কিন্তু দীর্ঘ গল্পটি সংক্ষেপে বলি, আমার স্বামী চার বছর পর তার পুরানো চাকরি ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তিনি বিশ্বাসে স্থির ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিল, এবং সেইসাথে আপনি আর আপনার স্ত্রী আপনাদের সিডিগুলি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমার স্বামী সেই চার বছরের সমস্ত বকেয়া বেতন আর তার পুরোনো চাকরিও ফিরে পেয়েছে! কোন আইনজীবী বা আইনী কোন সহায়তা লাগেনি। সে সেই চার বছরের সমস্ত ছুটিও পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন তারা তাকে ফেরত নিল, তখন প্রথম যে কাজটি করেছিল তা হল তাকে ছুটিতে পাঠানো! যাই হোক, সে যে বেতন পেয়েছিল তা দিয়ে আমরা যে বাড়িটি হারিয়েছিলাম তার চেয়ে একটি ভাল বাড়ির জন্য নগদ অর্থ দিতে সক্ষম হয়েছি। আপনারা যা কিছু করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

মিসৌরির অ্যান্ড্রর কাছ থেকে:

দুই বছর আগে মে মাসে, আমি একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলাম। আমি আমার আগের চাকরিতে খুশি ছিলাম না এবং বাইরে বিক্রয়ের একটি নতুন পদ গ্রহণ করেছি। বিল গ্রহীতারা কল করছিল, আমার কাছে গ্যাস বা খাবার কেনার মত পর্যাপ্ত টাকা ছিল না, মাস শেষ হয়ে আসছিল, এবং ভাড়া দেবার সময় এগিয়ে আসছিল। কিন্তু আমার কাছে যা ছিল তা হল রেভোলিউশন ২.০ সিরিজের গ্যারীর সিডির সিরিজ। আমি একদিন উপাসনায় বসে ছিলাম এবং বীজ বপন করতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার কাছে মাত্র ২৩০০ টাকা ছিল এবং সপ্তাহটি কোনরকম পার করার জন্য যথেষ্ট গ্যাস ছিল মাত্র। আমার কাজ ভাল চলছিল না আর আমি ঈশ্বরকে জানাচ্ছিলাম যে আমি বপন করতে ইচ্ছুক কিন্তু তা করার জন্য আমার কাছে অর্থ নাই। আমি আমার অন্তরে একটি রব শুনতে পেলাম যে ২৩০০ টাকা দিয়ে তুমি যা পার তারচেয়ে আমি (ঈশ্বর) আরও অধিক করতে পারি। ঈশ্বর ২০০০ টাকা বপন করার জন্য এবং আরও বেশি ফিরে পাবার জন্য তাঁকে বিশ্বাস করতে আমার সাথে চুক্তি করলেন।

সেই বৃহস্পতিবার, আমি তাদের পরিষেবায় থাকা আরেকজনের পক্ষে সাহায্য করছিলাম। আমি সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলাম যদিও আমরা কোন পণ্য বিক্রি করলেও আমি বেশি কিছু পাব না। দিন শেষে, আমার সুপারভাইজার সেই সাহায্যের জন্য প্রশংসা করলেন এবং আমি সেই দিনের সমস্ত বিক্রয় কমিশন পেতে পারি জানালেন (আপনি যদি অবাক হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বলি, এটি কমিশন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একদমই ঘটে না)। অনুমান করতে পারেন? আমি মোট ২,০০,০০০ লক্ষ টাকা লাভ পাব!! এক সপ্তাহেরও কম সময়ে ১০০ গুণ ফেরৎ!

ঈশ্বর সত্যই বিশ্বস্ত, এবং ঈশ্বর যখন সেখানে থাকেন তখন অল্পটা অধিক হয়ে যায়। তারপর থেকে, আমি হৃষ্টচিত্তে আমার দশমাংশ এবং উপহার দেওয়ায় বিশ্বস্ত আছি এবং বৃদ্ধির আশা করে আসছি।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, আমি একটি নতুন পদে উন্নীত হয়েছি ঠিক যার জন্য আমি বপন করেছিলাম। মাত্র দুই বছরে সামান্য আয় থেকে তা চারগুণে বৃদ্ধি করতে পেরেছি। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, এবং সমস্ত মহিমা তাঁর। পার্শ্ব প্রশংসা: ব্যাঙ্ক আর আমার গাড়ির মালিক নয়, এবং আমি একদম নতুন নগদ মূল্য পরিশোধ করা গাড়ি চালাচ্ছি!!!

কোরিয়া থেকে আসা প্রশংসার প্রতিবেদন দেওয়া হলো:

প্রিয় পালক গ্যারী,

আমি উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপন করছিলাম, এবং আমার নিজের কিছু করার সামর্থ্য ছিল না। আমি দূর্ভাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতাম, এবং লোকেরা যখন আমাকে সাহায্য করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন আমার একমাত্র ভরসা ছিল এক প্যাকেট বিস্কুট এবং এক বোতল কোক। আমি এবং আমার দুই বাচ্চার খাওয়ার জন্য এইটুকুই করতে পারতাম। ঘরভাড়া বা বিল পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমার এখনও মনে আছে যখন আমি প্রথম ফেইথ লাইফ চার্চ লাইভ স্ট্রিম সার্ভিস দেখেছিলাম। আমি আপনার অনলাইনে সেবা দেওয়া একজন পালককে আমার অবস্থা কতটা খারাপ ছিল তা ব্যাখ্যা করেছিলাম এবং তিনি যা বলেছিলেন তা হল আমার কিভাবে এবং কোথায় মাছ ধরতে হবে তা দেখিয়ে দিতে যেমন ঈশ্বর পিতরকে কর দেবার সময় দেখিয়েছিলেন তা জিজ্ঞাসা করতে হবে। দীর্ঘ গল্প সংক্ষেপ করতে, আমি এখন একটি আফ্রিকান রেস্তোরাঁ এবং একটি সেলুনের মালিক, যা পালক গ্যারীর শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে হয়েছে। সকল প্রশংসা ঈশ্বরের!

এগুলো চমৎকার কিছু গল্প! কিন্তু আপনি হয়তো বলছেন, "ঘটনাগুলি দুর্দান্ত, গ্যারী। অবশ্যই, গল্পগুলি অন্য লোকদের জন্য কাজ করেছে কিন্তু আমার জন্য নয়।" দাঁড়ান, আপনার গল্প এখনও শেষ হয়নি! আপনাকে এই প্রশ্ন করি। আপনি চেয়ারে বসে যখন এই অধ্যায়টি পড়ছেন, আপনি ভেসে যেতে পারেন, সেই ভয়ে কি আপনার চেয়ারটি প্রাণপণে ধরে আছেন? না আপনি তা করছেন না। কেন? কারণ আপনি মহাকর্ষের নিয়ম বোঝেন, এবং আপনি জানেন যে এটি সবার জন্য একইভাবে কাজ করে। আর, ঈশ্বরের রাজ্যও একইভাবে কাজ করে। আপনি নিয়মগুলি শিখতে পারেন। আপনি অনন্য কৌশলগুলি শোনার জন্য শিক্ষা লাভ করতে পারেন যা আপনার জীবনকে ঈশ্বরের শক্তির গল্পে পরিণত করবে। আমরা ইতিমধ্যেই এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করেছি যে এটি পবিত্র আত্মার অন্তর্দর্শন এবং সাহায্য যা এই গল্পগুলিকে ঘটতে দিয়েছে। তাই, আসুন পবিত্র আত্মার কিছু সাধারণ বিষয়গুলির পর্যালোচনা দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করি, তারপরে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি বিশদভাবে শুনতে শুরু করব।

৪

মৌলিক বিষয়গুলি: এটি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না।

আপনি যদি পবিত্র আত্মার কৌশল এবং পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে বিজয়ী জীবন পরিচালনা করতে যান, প্রথমতঃ আপনাকে নতুন জন্ম নিতে হবে এবং তারপরে, দ্বিতীয়ত, পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হতে হবে। হ্যাঁ, এগুলি হলো একই আত্মার দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজ। যদি এটা আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু হয়, তাতে সমস্যা নাই। আমি আপনাকে এগুলো বুঝতে সাহায্য করব। আমি সরাসরি মূলবিষয়ে চলে যাই, যীশু বলেছেন যে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম এত গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি বলেছেন যেন এটি ছাড়া আপনার বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত নয়! আবারও বলছি, আমি কিন্তু সেটা বলিনি; যীশু প্রেরিত ১:৪-৫ পদে নিজে বলেছেন।

> *তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়।*
>
> —প্রেরিত ১:৪-৫ পদ

> *কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।*
>
> —প্রেরিত ১:৮ পদ

লক্ষ্য করুন যীশু বলেছেন, "এটি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না - এটি অপরিহার্য!" মূলত, তিনি বলছিলেন যে ঈশ্বরের কাজ করার জন্য, রাজ্যের সাক্ষী হতে আপনার এই শক্তির

প্রয়োজন। তারপরও আজও, এমন অসংখ্য খ্রীষ্টিয়ান রয়েছে যারা এখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের কথা শুনেনি বা অভিজ্ঞতা লাভ করেনি, অসংখ্য খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা মন্ডলীতে বেড়ে উঠেছে কিন্তু এখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের প্রয়োজনীয়তার কথা শুনেনি। অথবা তারা মন্ডলীতে বেড়ে উঠেছে আর তাদের বলা হয়েছে যে বাপ্তিস্ম বর্তমান কালের জন্য নয়, সেই অলৌকিক ঘটনা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি তেমন একটি মন্ডলীতে বড় হয়েছি এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের কথা কখনও শুনিনি। আমি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে এমন অনেক লোকের কাছ থেকে অনেক ইমেল পেয়েছি যারা এখনও এই শক্তিশালী সত্যটি শুনতে পায়নি। আমি যে ইমেলগুলি পেয়েছি তার মধ্যে অনেকগুলিই আজকের জন্য এই দানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যে কারণে আমি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয়ে সত্যকে এই সময় লিখলাম।

আমি বিশ্বাস করি যে বাইবেল এই বিষয়ে খুব স্পষ্ট, এবং আমি চাই বাইবেল নিজেই তা বলুক। এটি আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। কিন্তু, প্রথমে, আমি আপনাকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম সম্পর্কে সত্য কিভাবে আবিষ্কার করেছি তার কিছু ধারণা দিতে চাই।

যখন আমি ছোট ছিলাম, আমি ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম (এখনও আছি, যদিও আমি বড় হয়েছি), এবং আমি একটি ধর্মীয় মন্ডলীতে যোগদান করতাম। রবিবার সকালে আমরা সাধারণ ধরা বাঁধা ধর্মীয় রীতির মধ্য দিয়ে যেতাম। আপনিও হয়তো করেছেন। আমার মনে আছে কয়েকটি গানের পরপরই নিরব ধ্যানের মুহূর্ত থাকতো। আমরা সর্বদা প্রভুর প্রার্থনা করতাম, এবং তারপর পালক প্রচার করতেন, এরপর একটি সমাপনী গান, এবং একটি আশির্বচন দিয়ে শেষ হতো। প্রতিটি উপাসনা একইভাবে সাজানো থাকতো।

সেখানকার লোকেরা চমৎকার ছিল এবং হ্যাঁ, তারা সত্যিই ঈশ্বরকে ভালবাসত। কিন্তু আমি কখনোই সুসমাচারের বাস্তবতা দেখিনি। আমি মানুষের জীবন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হতে দেখিনি বা ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষকে সুস্থ হতে দেখিনি। আমার মনে হয় আমি বলতে পারি যে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রদর্শন হতে দেখিনি।

এদিকে আমি ১৮ বছর বয়সী, ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর আমার বাবার পিৎজার দোকান চালাচ্ছিলাম। এক রাতে, একজন লোক পিৎজার দোকানে এসে আমাকে উদ্দীপনা সভায় যেতে আমন্ত্রণ জানায়। সেটা আমার শহরের একটি ছোট মেথডিস্ট চার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং অতিথি বক্তা ছিলেন একজন সুসমাচার প্রচারক যিনি যীশু বাইবেলে যেমনটি করেছেন আজকেও একই কাজ করছেন এই নিয়ে কথা বলেছিলেন।

এবার, কথাগুলি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল কারণ আমি এটি দেখতে চেয়েছিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু এই চার্চে যোগ দিতো, তাই আমি উদ্দীপনা সভায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। যদিও আমি সেই রাতে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের কথা শুনিনি, কিন্তু সেই সভায় ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আমার যে বন্ধুরা সেখানে ছিল তারা আমাকে রবিবারে

আসতে উৎসাহিত করেছিল, আর আমি তাই করেছি। আমি সেই মন্ডলীর প্রেমে পড়েছিলাম এবং এটিকে আমার নতুন মন্ডলী বানিয়ে ফেললাম।

উদ্দীপনা সভার কয়েক সপ্তাহ পরে, আমার একদল ভদ্রমহিলার সাথে দেখা হয় যারা চার্চে যোগ দিতো এবং একটি সাপ্তাহিক বাইবেল অধ্যয়নেও যোগ দিতো। তারা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম নামক কিছু নিয়ে কথা বলছিল, আত্মার দান এবং আরও বিভিন্ন বিষয় যা আমি আগে কখনও শুনিনি। আমি তাদের এই শক্তির কথা শোনার জন্য এতই আগ্রহী ছিলাম যে মহিলাদের বাইবেল অধ্যয়নে আমি আসতে পারব কিনা আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের বাইবেল অধ্যয়ন ছিল সকালে, এবং যেহেতু আমি পিৎজার দোকানে রাতে কাজ করতাম, তাই আমি সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

যখন আমি সেখানে গেলাম, আমি দেখলাম যে আমিই সেখানে একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র ১৮ বছর বয়সী যুবকও, কিন্তু এটি আমার কাছে কোন ব্যাপার ছিল না। আমি বাইবেল অধ্যয়নে গিয়েছিলাম কারণ আমি ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমি *অনেক* প্রশ্ন করতাম।

ভদ্রমহিলারা আমার ব্যাপারে এত ধৈর্যশীল ছিল আর আমাকে শাস্ত্র থেকে দেখিয়েছিল এবং আমাকে আমার *নিজের* বাইবেল থেকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম যে আজকের জন্য এবং ঈশ্বরের শক্তি আজও বিদ্যমান ঠিক যেমনটি যীশু পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় ছিল তেমনই আছে। সেরা ব্যাপার ছিল যখন তারা বলেছিল যে এটি *সব* বিশ্বাসীদের জন্য - এটি যে কেউ পেতে চায় তাদের জন্য।

আমি কয়েক সপ্তাহ বাইবেল শিক্ষায় যোগ দেওয়ার পরে, তারা আমাকে বলেছিল যে উইমেন্স অ্যাগলো নামে একটি জাতীয় পরিচর্যা শহরব্যাপী একটি সভা করতে যাচ্ছে। উইমেন্স অ্যাগলো নামে একটি সংস্থা ছিল এবং এখনও আছে যেটা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। এই ভদ্রমহিলারা যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল, এবং তারা আমাকে তাদের সাথে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেই সময়ে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা এই বাপ্তিস্মের কথা শুনতে এবং উপভোগ করতে জড়ো হত যেটি সেই সময় পর্যন্ত, প্রধানত কেবল পেন্টিকস্টাল মন্ডলীগুলিতেই আলোচনা করা হত। সেই দিনগুলিকে অনেকে ক্যারিশম্যাটিক পুনর্জাগরণ বলে, যেখানে পবিত্র আত্মার এই শিক্ষা সব ধরনের মন্ডলীর সীমারেখা অতিক্রম করেছিল।

আমি যখন উইমেনস অ্যাগলো মিটিংয়ে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম শত শত মহিলা জড়ো হয়েছে। আবারও, আমি পুরুষ হিসেবে একজন সংখ্যালঘু ছিলাম, কিন্তু সেই ঘরে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট উপস্থিতি ছিল।

লোকেরা যখন সুস্থ হয়েছে বলছিল, তখন আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, এবং আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম যে কিছু লোক যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল তারা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। এটি এমন কিছু ছিল যা আমি আগে কখনও দেখিনি এবং আমি কৌতূহলী ছিলাম আর কিছুটা

বিভ্রান্তও ছিলাম। আমি জানতে পারলাম যে সেখানকার লোকেরা এটাকে আত্মায় লুটিয়ে পড়ে বলে। যদিও স্বাভাবিকভাবে এটি আমার কাছে কিছুটা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল, তবে যারা এটি অনুভব করেছিলেন তারা আনন্দিত এবং স্পষ্টতই ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল। পরে, আমি ভদ্রমহিলাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের দেহ ঈশ্বরের শক্তি ধারণ করতে পারে না এবং কখনও কখনও আচ্ছন্ন হয়ে পারে তারা যাকে "অভিষেক" বলে।

যীশুর নিজের পরিচর্যায় এটি কোথায় ঘটেছিল তারা আমাকে বের করে দেখালেন। যোহন ১৮:৪-৬ পদে যখন সৈন্যরা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তখন যীশু জিজ্ঞেস করেছিলেন,

> *"কাহার অন্বেষণ করিতেছ?" তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, "নাসরতীয় যীশুর"। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমিই তিনি"... তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে পড়িল।*

আরাধনার সময়, আমার চারপাশের মহিলারা সবাই খুব উত্তেজিত ছিল এবং আমি আমার চারপাশে অনেককে পরভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনলাম। পুরো অভিজ্ঞতাটি আমার কাছে এতটাই নতুন ছিল যে বেশিরভাগ সভাতেই আমি বিস্ময়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যদিও সভার অনেক দিক ছিল যা আমার কাছে কিছুটা অদ্ভুত লাগছিল, আমি ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য এবং বাস্তব উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারিনি। আমি সুসমাচারের বাস্তবতা খুঁজে পেয়ে খুব উত্তেজিত ছিলাম, ঈশ্বরের শক্তি, ঠিক যেমন বাইবেলে আছে তেমনই পৃথিবীতে এখনও সক্রিয়।

সেই দিন, বক্তা যদি কেউ পবিত্র আত্মার দান পেতে চায় তাকে সভার শেষে প্রার্থনার জন্য এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাই আমি এগিয়ে গেলাম যেন ভদ্রমহিলারা আমার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। তারা যখন প্রার্থনা করল, আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম কারণ ঈশ্বরের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। আমি যখন তাঁর উপস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তখন আমি নিজেকে আসলেই পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করতে শুরু করেছি শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, এবং এমন শব্দ বলছিলাম যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি সেই রাতে বেশ সময় পরভাষায় প্রার্থনা করেছিলাম। আমি সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা এত অভিভূত ছিলাম যে, যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার সাথে দেখা হওয়া সবাইকে বলতে চাইছিলাম! কিন্তু যখন আমি চার্চে আমার বন্ধুদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম, তারা এতটা উচ্ছ্বসিত ছিল না। তারা সাধারণত বলতো যে পরভাষা শয়তানের কাজ, অথবা সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা আমাকে *ঐ হলি রোলারদের* (আবেগপ্রবন) থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেছিল!

সেই দিনগুলিতে, মন্ডলীগুলি আত্মার দানের জন্য উন্মুক্ত ছিল না এবং প্রচলিত মতবাদটি ছিল যে প্রেরিতদের সাথে সাথে অলৌকিক ঘটনাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বরের শক্তি মোটেও শেষ হয়ে যায়নি!

এই উইমেনস অ্যাগলো সভাটি হওয়ার ঠিক আগে, আমাকে সেই ছোট মেথডিস্ট চার্চে তরুণদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। মন্ডলীর বেসমেন্টে প্রতি রবিবার রাতে একটি যুব সভা করা ছাড়া আমার বেশি কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। আমরা সাধারণত কিছু খেলা করতাম, জলটাবার খেতাম এবং একটা সংক্ষিপ্ত বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। আমি নিতান্তই একজন যুবক ছিলাম, কিন্তু আমি দেখেছি যে ঈশ্বরের বিষয়গুলির প্রতি আমার প্রবল উদ্যম ছিল এবং আমি সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলাম।

দলে সাধারণত প্রায় ১৫ জন ছেলেমেয়ে ছিল, এবং সেদিন উইমেন্স অ্যাগলো মিটিংয়ে আমার অভিজ্ঞতার পরে, আমি তাদের পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম সম্পর্কে যা আমি অনুভব করেছি তা বলতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার মত তাদের অধিকাংশই এই অভিজ্ঞতার কথা শুনেনি, এবং আমি জানতাম যে তারা সেই নির্দিষ্ট চার্চে রবিবার সকালের পরিচর্যার সময় এটি সম্পর্কে শুনতে পাবেও না।

এর পরে কি হয়েছিল তা বলার আগে, আমার মনে হয় সেই সময়ে আমার মনের ভাবনা সম্পর্কে আপনাকে একটি ছোট ধারণা দেওয়া উচিত। আমি যুবকদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য পালকের অনুমতি নেইনি। (আমি এখন বুঝতে পারি যে আমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।) আমার সাথে কি ঘটেছে তাও আমি উনাকে জানাইনি।

আমি আমার মন্ডলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করছিলাম না, এবং আমি আমার পালককে অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলাম না। আমি শুধু উত্তেজিত ছিলাম। সেই সময়ে, আমি সত্যিই এই বিষয়ে বিতর্ক বুঝতে পারিনি, এবং আমি আসলেই ভাবিনি যে পালক এর বিরুদ্ধে হবেন।

আমি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাওয়ার পর রবিবার রাতে, তরুণদের আমার সাথে যা ঘটেছিল আমি সে সম্পর্কে বলার এবং প্রেরিত পুস্তকে এই বিষয়ে বলেছে এমন কিছু শাস্ত্রাংশ তাদের দেখানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। আমরা মন্ডলীর বেসমেন্টের মেঝেতে বৃত্তাকারভাবে বসে আমি তাদের সাথে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম এবং অভিজ্ঞতাটি যাচাই করার জন্য কিছু শাস্ত্র পাঠ করলাম।

এই বিশেষ সন্ধ্যায়, পালক সভায় এসেছিলেন এবং আমি যখন শেয়ার করছিলাম তিনি আমার বাম পাশে বসেছিলেন। আমার পালক সেখানে থাকায় কিছুই মনে করিনি। আমি ভেবেছিলাম যে আমি যা শেয়ার করতে যাচ্ছি পালক হিসেবে তার সবকিছু তিনি যেভাবেই হোক ইতিমধ্যেই জানতেন।

তাই, আমি যে মিটিংয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি যা দেখেছি সে সম্পর্কে তাদের সাথে শেয়ার করলাম। পরভাষায় কথা বলার বিষয়ে আমি তেমন একটা বিশদে যাইনি। তার পরিবর্তে, আমি প্রেরিত ১:৯ পদের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যেখানে বলে যে যখন পবিত্র আত্মা আমাদের উপর ঈশ্বরের সাক্ষী হতে আসবেন তখন আমরা *শক্তি* লাভ করব। মিটিং শেষে, আমি সত্যিই আমার পাঠ কিভাবে শেষ করব বুঝতে পারছিলাম না, তাই আমি শুধু তাদের বলেছিলাম যদি তারা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চায় তাহলে তাদের হাত উঠাতে।

আমি তখন কি করব বুঝতে পারছিলাম না। মানে, আমি উইমেন্স অ্যাপ্লো মিটিংয়ে যা দেখেছিলাম তার বাইরে আমি কখনই কাউকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয়ে পরিচর্যা করতে দেখিনি। আমার মনে হয় আমি সেই সময়ে সম্ভবত শুধুমাত্র দুই বা তিনটি পদের কথাই জানতাম।

তাই, আমি শুধু বলেছিলাম, "তুমি যদি পবিত্র আত্মার এই বিনামূল্যের দান পেতে চাও, তাহলে শুধু তোমার হাত উপরে উঠাও, আর এসো মাথা নত করে প্রার্থনা করি।" আমি শুধু এইটুকুই বলেছি। আমি তাদের স্পর্শ করিনি বা কিভাবে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে হয় তাদের সেই প্রশিক্ষণ দিইনি। আমরা মাথা নত করে প্রার্থনা করেছি। অবশ্যই, আমরা প্রার্থনা করার জন্য আমাদের চোখ বন্ধ করেছিলাম যেমন সমস্ত "ভাল" সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ানদের শেখানো হয়।

আমি "আমেন" বলার পর সেখানেই বসেছিলাম, আমি বাচ্চাদের মধ্যে হৈচৈ এর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি চোখ খুলে দেখলাম কিছু বাচ্চা কাঁদছে, কিছু কাঁপছে, আর সাতজন বাচ্চা পরভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। তারা যখন পরভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল, আমি তাদের চেহারায় একদম অস্বাভাবিক একটা আভা দেখতে পেলাম। তারা বাস্তবের মত জ্বলছিল! আমি চমকে গিয়েছিলাম!

আমার পালক, যিনি এই পর্যন্ত কিছুই বলেননি, দ্রুত আমার কাঁধে টোকা দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি তখনই আমার সাথে কথা বলতে পারেন কিনা। আমরা পাশের ঘরে গেলাম, এবং তিনি আমার চোখে তাকিয়ে বললেন, "এটা শয়তানের কাজ। তুমি এখানে আর যুব নেতা হিসেবে থাকতে পারবে না। আমাদের এইটা লাগবে না।"

আমি ভাবলাম, *আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে এটা শয়তানের? মানে এই বাচ্চাদের দিকে তাকান! তাদের চেহারা জ্বলজ্বল করছে!* আপনি তাদের উপর চাক্ষুষ অভিষেক দেখতে পারছেন। যদিও, আমি তখনও জানতাম না যে *অভিষেক* শব্দটির মানে কি ছিল। আমি শুধু জানতাম যে তারা জ্বলজ্বল করছে, এবং আমি তাদের স্পর্শ করিনি বা তাদের কিভাবে কি করতে হবে তা বলে দেইনি। আমার পালকের আমাকে এভাবে তিরস্কার করাটা আমার কাছে খুবই নিরুৎসাহজনক এবং বিভ্রান্তিকর মনে হয়েছিল, এবং আমার কি উচিত তা জানতাম না।

পরের রবিবার, আমি মন্ডলীতে ফিরে যাই, কিন্তু মন্ডলীর সামনের দিকে, যেখানে আমি সাধারণত বসতাম সেখানে বসার পরিবর্তে পিছনে বসেছিলাম। আমি জানতাম যে যুব সভার ঘটনার কারণে পালকের খানিকটা রোষানলে ছিলাম, এবং আমি ভাবলাম যে বিষয়গুলি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুটা চুপচাপ থাকি।

রবিবার সকালের উপাসনার সময়, গতানুগতিক ধ্যানের নিরব মুহূর্ত চলছিল। এটি ছিল আমার মন্ডলীতে প্রার্থনার একটি অত্যন্ত সম্মানজনক এবং নিরব মুহূর্ত। প্রত্যেকের মাথা নত ছিল, এবং রুমে একেবারেই কোন শব্দ ছিল না। আপনি একটি পিন পতনের শব্দও শুনতে পাবেন। ঠিক সেই মুহুর্তে আমি অনুভব করলাম যে কেউ আমাকে আমার কাঁধে চাপড় দিচ্ছে। আমি বেঞ্চের এক প্রান্তে ছিলাম, এবং নিশ্চিত কেউ মাঝের হাঁটার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমার কাঁধে টোকা দিচ্ছিল।

প্রথমে, আমি এই ভেবে হতবাক হয়েছিলাম যে প্রার্থনার খুব নিরব এবং গুরুগম্ভীর মুহুর্তের সময় কেউ হাঁটছে। যখন আমি চোখ মেলে তাকালাম, গত সপ্তাহে তরুণদের মিটিংয়ে ছিল এমন এক বাচ্চাকে দেখে অবাক হলাম। আমি আরও জানতাম যে সে সেই রাতে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত সাতজনের মধ্যে একজন। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল!" ভাবলাম, *চল? কোথায় যাব?*

আশ্চর্যজনকভাবে, সে পবিত্র আত্মা লাভের সেই রাতের মতই জ্বলজ্বল করছিল এবং আমি জানতাম যে ঈশ্বর কিছু একটা করছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে এটি কিছু করার সময় বা জায়গা ছিল কিনা কারণ আমি ইতিমধ্যেই পালকের সাথে সমস্যায় জড়িয়ে ছিলাম। আমি আরও জানতাম যে আমরা রবিবার সকালের উপাসনায় যা মন চায় তা করতে পারি না। তখনই সে বলল, "আমি আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করতে যাচ্ছি।"

এখন, আমি বুঝতে শুরু করেছি কি হচ্ছিল। আমি তার মাকে চিনতাম। তিনি একজন ছোটখাট, শুকনো মহিলা ছিলেন আর অনেক দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তার পিঠের পাঁচটি ভারটেব্রা যা ভেংগে গিয়েছিল এবং ডাক্তারের একমাত্র আশা ছিল সেগুলিকে একত্রিত করতে পারা। এই অস্ত্রোপচার খুব গুরুতর ছিল, এবং আমার বন্ধু তার একমাত্র সন্তান ছিল। অবশ্যই সে তার মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাওয়ার পর, তার নিশ্চিত মনে হয়েছিল যে যীশু তার মাকে সুস্থ করবেন। তাই যখন সে বলল, "চল যাই," আমি ভেবেছিলাম ও ওনার কাছে যাবে এবং তার মায়ের গায়ে হাত রাখবে এবং নিরবে ওনার জন্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু সে তা করল না। সে তার মায়ের কাছে গেল, ওনাকে বেঞ্চ থেকে তুলল এবং ওনাকে সামনে বয়ে নিয়ে গেল।

সে ওনাকে বসিয়ে দিল এবং তার পক্ষে যতটা জোরে সম্ভব পরভাষায় প্রার্থনা করতে লাগল। এখানে মনে রাখবেন, এই সবকিছু ঘটেছিল ধ্যানের "নিরব" মুহুর্তের সময়, যা আর

মোটেও নিরব ছিল না। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম! তারপর সে আমার দিকে ফিরে বলল, "তুমি ব্যাখ্যা কর কি ঘটছে।"

এখন বুঝতে পারলাম কেন সে আমাকে নিয়ে এসেছে। সে ভেবেছিল যে আমিই তাকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের কথা বলেছি, তাই সে চিন্তা করেছিল যে অন্যরা তাকে তার মায়ের জন্য পরভাষায় প্রার্থনা করতে দেখার পর আমি মণ্ডলীকে এব্যাপারে বলতে পারব।

তাই সেখানে আমি তার মুখপাত্র হিসেবে মণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর সে তার মায়ের জন্য পরভাষায় প্রার্থনা করছিল। আমি আসলে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না, বিশেষ করে যখন আমার পালক সামনে বসে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মণ্ডলীকে শুধু বলেছিলাম যে তার মা অসুস্থ ছিল এবং ও তার জন্য পরভাষায় প্রার্থনা করছে, যেমন বাইবেলে ছিল। কিন্তু আপনি কি জানেন? তিনি সেই সকালে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ডলীতে বসেই সুস্থ হয়েছিলেন!

সেটা একজন পুত্রের এমন বিশ্বাস ছিল যে তার প্রার্থনা করায় অন্য কেউ কি ভেবেছিল তা নিয়ে সে পরোয়া করেনি। সে নিশ্চিত ছিল যে পবিত্র আত্মা জীবন্ত এবং উত্তম এবং তার মাকে সুস্থ করতে পারেন।

যদিও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়েছিলেন, মন্ডলী তা গ্রহণ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, তাদের মধ্যে অনেকেই পরে আমার কাছে এসে বলেছিল, "আসলে, সে তার মায়ের জন্য প্রার্থনা করেছে আমি তাতে কিছু মনে করি নাই, কিন্তু সেই পরভাষা, আমরা এইসব পরভাষাকে কোনভাবেই সহ্য করতে পারি না।" ভাল, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে শয়তানও পরভাষাকে ঘৃণা করে, এবং আমি আশা করি যে এই বইটি শেষ হওয়ার আগে কেন শয়তান পরভাষাকে ঘৃণা করে তা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারব।

হতে পারে আপনি এমন একটি মন্ডলীতে বেড়ে উঠেছেন যেখানে পরভাষা এবং আত্মার দান অনুশীলন করা হতো না। অথবা আপনি হয়তো এই শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন যে পরভাষা আজকের জন্য নয় বা তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। এই বিষয়ে বাইবেল খুব সুস্পষ্ট। তাই আসুন বাক্যকে ভালভাবে দেখে নেওয়া যাক এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের সত্যটি খুঁজে বের করা যাক। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা যে পদগুলি পড়েছি সেগুলিতে ফিরে যাওয়া যাক।

> *তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা <u>পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে</u>, বেশী দিন পরে নয়।*
>
> —প্রেরিত ১:৪খ-৫ পদ

“আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।”

—যোহন ১৪:১০ পদ

এই পদে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পাই:

১. পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম জলে বাপ্তিস্ম নেওয়া থেকে ভিন্ন।

২. যীশু বলেছেন যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আপনি এটি ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না।

মনে রাখবেন, যীশু সবেমাত্র শিষ্যদের বলেছেন যে সমস্ত জাতির কাছে যেতে এবং সুসমাচার প্রচার করতে, কিন্তু তারা এই বাপ্তিস্ম ছাড়া স্বর্গরাজ্য প্রদর্শন বা যাচাই করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি বললেন, "তোমরা এই ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত স্থির থাক।"

> *কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।*
>
> —প্রেরিত ১:৮ পদ

শক্তি! এখানে *শক্তির* জন্য যে গ্রীক শব্দ রয়েছে তা হল *ডুনামিস* এবং যেখান থেকে আমরা ডিনামাইট শব্দটি পাই। তাই আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের শক্তি তাঁর কাজ করার জন্য আমাদের উপর আসে। যীশুর পরিচর্যার শুরুর দিকে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ক্ষমতা, বা যে অভিষেক তিনি পরিচালনা করছেন, তা তাঁর পিতার কাছ থেকে এসেছিল।

"আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।" (যোহন ১৪:১০ পদ)।

"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না" (যোহন ৫:১৯ পদ)।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, যীশুর স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মার সেই ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। *অভিষেক* শব্দের অর্থ "প্রয়োগ করা"। যখন পবিত্র আত্মা একটি ঘুঘুর আকারে তাঁর উপর এসেছিলেন, যীশু যর্দন নদীর পাড়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে এই অভিষেকটি পেয়েছিলেন।

যীশু সেই অভিষেক পাওয়ার পরেই তিনি রাজ্যের কাজগুলি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *যীশুর* যদি এটির প্রয়োজন হয় তবে আমাদেরও এর প্রয়োজন রয়েছে! যারা তাঁকে জানে না তাদের কাছে সেই শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ দেবে (বা সাক্ষ্য দেবে) যে ঈশ্বর সত্যি।

বাইবেল আরও বলে যে যখন পবিত্র আত্মা **আপনার উপর আসবেন** আপনি শক্তি পাবেন, যখন আপনি নতুন জন্ম লাভ করেন তখন যেমন তিঁনি আপনার *মধ্যে* আসেন সেভাবে না।

যখন আমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম নিয়ে কথা বলি তখন অনেকে বিভ্রান্ত হয় এই ভেবে যে যখন তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছেন, ইতিমধ্যেই তারা পবিত্র আত্মা পেয়েছেন। আর সত্য হল তারা যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল তখন *নিশ্চয়ই* তারা পবিত্র আত্মা পেয়েছিল। পবিত্র আত্মা তাদের আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে জীবিত করেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে এক করেছেন।

আমরা যখন নতুন জন্ম লাভ করি তখন আমাদের ভিতরে পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের কাছে জীবিত হই। কিন্তু লক্ষ্য করুন যে এই শাস্ত্র বলছে যখন পবিত্র আত্মা আপনার ওপর আসে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা আমরা এই বইটিতে পরে আলোচনা করব: নতুন জন্ম লাভ করা এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হওয়া বা বাপ্তিস্ম লাভ করা দুটি ভিন্ন ঘটনা। আমরা যদি যোহন ২০:২১-২২ পদের দিকে তাকাই তাহলে আমরা সে সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে পারি।

> *তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।"*

আমরা যীশুকে তাঁর পুনরুত্থানের পরে এখানে দেখতে পাই যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের অভিবাদন জানান এবং তাদের উপর ফুঁ দেন এবং তাদের পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে বলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তারা নতুন জন্ম লাভ করে এবং তাদের আত্মা অন্তরে ঈশ্বরের কাছে জীবিত হয়। তবুও যীশু তাদেরকে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন, যা তাদের উপর পরবর্তী সময়ে আসবে।

যীশু তাদের উপর ফুঁ দেবার সময় যদি তারা পবিত্র আত্মার সবটুকু পেয়ে থাকে, তবে কেন তিঁনি তাদেরকে যতক্ষণ না তারা যাঁকে তাদের উপর আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই পবিত্র আত্মা না পাওয়া পর্যন্ত যিরুশালেমে অপেক্ষা করতে বলবেন? সেই সাথে, এগুলো দুটি ভিন্ন ঘটনা এবং দুটি ভিন্ন কার্যক্রম, কিন্তু আত্মা একই। এছাড়াও, আমি যেমন বলেছি যে যীশুকে তাঁর পরিচর্যায় প্রবেশ করতে এবং ফলপ্রসূ হতে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম নিতে হয়েছিল। যীশুর পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পাওয়ার আগে, তাঁর একটাও অলৌকিক কাজ করার কোন রেকর্ড নেই। যীশু যখন বেড়ে উঠছিলেন তখন কি খাবারের টেবিলে রুটি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিলেন?

তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন কি তিনি অলৌকিক কাজ করেছিলেন? তিনি কি তাঁর শিশু খাদ্য ফুরিয়ে যাবার পরই ক্ষুধার্ত থাকায় কি তা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিলেন? না! তিনি করেননি। কেন তিনি করেননি? সহজ এবং সৎ উত্তর হল: তিঁনি *পারেননি*।

যর্দন নদীতে পবিত্র আত্মা লাভ করার *পর* তিঁনি অলৌকিক কাজ করতে শুরু করেছিলেন। দেখুন, যীশু একজন মানুষ হিসেবে এসেছিলেন। তিনি তাঁর পরাক্রম ও মহিমায় ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে আসেননি। একজন মানুষ হিসেবে, তিনি সীমিত ছিলেন যেমন অন্যান্য মানুষ সীমাবদ্ধ। তিনি সুস্থ করা বা কোন অলৌকিক কাজ করতে পারেননি, ঠিক যেমন আপনি এবং আমি আমাদের মধ্যে এবং আমাদের নিজেদের জন্য কোন অলৌকিক কাজ করতে পারি না।

যদিও, যীশু যখন শিশু হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের মত তাঁর আত্মা ঈশ্বরের কাছে মৃত ছিল না। তাঁর আত্মা সর্বদা ঈশ্বরের কাছে জীবিত ছিল; আমাদের মত তার নতুন জন্ম নেওয়ার দরকার ছিল না। যাইহোক, যদিও তাঁর আত্মা ঈশ্বরের কাছে পুত্র হিসেবে জীবিত ছিলেন, তবুও তিঁনি তাঁর পরিচর্যা শুরু করার আগে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেমন আমাদের প্রয়োজন।

> *পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া যখন জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।'*
>
> —মথি ৩:১৬-১৭ পদ

মনে রাখবেন, আমরা যীশুকে রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হিসেবে চিন্তা করি, কিন্তু তিঁনি যে পরিচর্যা করেছিলেন তা সেই অবস্থান নয়। যর্দন নদীতে পবিত্র আত্মা তাঁর উপর আসার পরেই অলৌকিক কাজগুলি শুরু হয়েছিল।

আপনার পরিচর্যা (কারণ *প্রত্যেক* বিশ্বাসীকে যীশুর কাজ করতে আহবান করা হয়েছে) পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম না পাওয়া পর্যন্ত শুরু করতে পারবেন না - আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি প্রয়োজন। আর সেগুলি কিভাবে করতে হয় তা জানতে আপনার আত্মায় প্রার্থনা করার ক্ষমতা দরকার, যা আমরা পরে আলোচনা করব।

অবশ্যই, বাইবেল পরিত্রাণের বিষয়ে যা বলে তা অন্যদের বলার মাধ্যমে আপনি নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করতে বলতে পারেন। অনেক খ্রীষ্টিয়ান যারা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পাননি তারাও সুসমাচারের সুসংবাদ জানানোর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়, কিন্তু যীশুর মত রাজ্য প্রদর্শন করার ক্ষমতা তাদের নেই। এটি অনেক দুর্বল প্রচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যীশু যখন তাদের অবিশ্বাসের ব্যাপারে ফরীশীদের মোকাবিলা করেন, তখন তিনি যে অলৌকিক কাজগুলি করছিলেন তার উল্লেখ করেছিলেন। সে বলেছেন,

> *"আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর।"*
>
> (যোহন ১৪:১১ পদ)।

যীশু মূলত বলছিলেন যে রাজ্যের এই প্রদর্শন সমস্ত তর্কের অবসান ঘটায়; সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয়। এখন, অবশ্যই, সুস্থতা সহ যীশুর মূল্য পরিশোধ করা সমস্ত কিছুর উপর প্রত্যেক বিশ্বাসীর সম্পূর্ণ আইনি অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী বিশ্বাসে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে পারে (স্বর্গের সাথে চুক্তি), এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য তাদের পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সেই শক্তি আপনার থেকে অন্যদের কাছে প্রবাহিত হওয়ার জন্য, এবং আপনি আত্মার দানে প্রবাহিত হওয়ার জন্য এবং পরভাষায় প্রার্থনা করার মাধ্যমে স্বর্গীয় রহস্যে চলার সুবিধা উপভোগ করার জন্য, আপনার অবশ্যই সেই অভিষেকের শক্তি থাকতে হবে! আমি বুঝতে পারছি যে আপনি হয়ত বুঝতে পারছেন না যে আমি যখন পরভাষায় প্রার্থনার কথা বলছি তখন কি বলতে চাইছি। এটা আপনাকে ভয় পাইয়ে না দিক; আমি পরে এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করব।

আমার মেয়ে এমি আমাদের মন্ডলী, ফেইথ লাইফ চার্চ, নিউ আলবানি, ওহাইওতে আরাধনার নেতৃত্ব দেয়। কয়েক বছর ধরে, তার এমন একটি অবস্থা হয়েছিল যা আমাদের সকলকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল—তার পেট ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছিল। যদিও আমরা অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেন এটি ঘটছে তা কেউ খুঁজে পায়নি। তারা সবাই বলেছিল যে তার শরীর এভাবেই তৈরি।

আর, এটি অব্যাহত ছিল যতদিন না তাকে সত্যি সত্যিই দেখতে প্রায় ছয় মাসের গর্ভবতীর মত লাগত। সেই সময়ে, এমির একটি এক্স-রে নেওয়া হয়েছিল, আর তখন স্পষ্টতই এক্স-রেতে আমরা তার পেটে ব্যাপক বৃদ্ধি দেখতে পাই। এক্স-রে দেখে, এমি জানত যে পরবর্তী পদক্ষেপটি চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী কি হবে, এবং সম্ভবত সেটি হবে অস্ত্রোপচার। সবেমাত্র বিয়ে হবার পর, এমি জানতো যে কোন ধরনের অস্ত্রোপচারই তার সন্তান ধারণকে বাধাগ্রস্ত করবে বা অসম্ভব করে তুলবে। এমির জন্য কোন বিকল্প ছিল না। সে সারাজীবন মা হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। আমরাও এক্স-রেতে দেখতে পাচ্ছিলাম যে ব্যাপক বৃদ্ধি তার অঙ্গগুলিকে স্থানচ্যুত করেছে এবং এর ফলে এমির হজমের সমস্যা এবং সেইসাথে কিডনির গুরুতর সমস্যা হচ্ছিল। সে ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাপারে সত্যিই গুরুত্ব সহকারে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সুস্থতার বিষয়ে বাইবেল

যা শিক্ষা দেয় শুধুমাত্র তার উপর দৃষ্টিপাত করছিল। ঠিক সেই সপ্তাহগুলিতে, আমি ফেইথ লাইফ চার্চে সুস্থতার বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। সেই সিরিজের শেষে, এমি প্রবীণদের তার উপর হাত রাখতে এবং যাকোব ৫:১৪-১৫ পদ অনুসারে সুস্থতার বিষয়ে তার জন্য প্রার্থনা করতে বলল, আমরা তাই করলাম।

> *তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।*
>
> —যাকোব ৫:১৪-১৫ পদ

এমি, ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাসী হয়ে, যখন আমরা তার উপর হাত রাখি তখন তার সুস্থতা *দাবি* করেছিল। যদিও আমরা তার জন্য প্রার্থনা করার সময় সুস্থতার কোনও বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না, তবে সে নিশ্চিত ছিল যে সে সুস্থ হয়েছে।

দুই সপ্তাহ পরে, সে ঘুমাতে যায়, সে যে সুস্থ হয়েছে তখনও তার কোনও বাহ্যিক প্রমাণ ছিল না, কিন্তু সকালে সে বিস্মিত হয়ে জেগে ওঠে। রাতে ঘুমানোর সময় তার ১৩ পাউন্ড এবং কোমর ৯ ইঞ্চি ওজন কমে গিয়েছিল। তার বাঁকানো আর গিঁট পাকানো পিঠও এখন পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেছিল!

আগে **পরে**

এই ছবিগুলো তার আশ্চর্যজনক সুস্থতা দেখায়। বাম দিকের ছবিটি হল এমির বিছানায় যাবার সময় তাকে যেমন দেখাচ্ছিল। ডানদিকের ছবিটি সে যখন জেগে উঠেছিল তখন তাকে যেমন দেখাচ্ছিল।

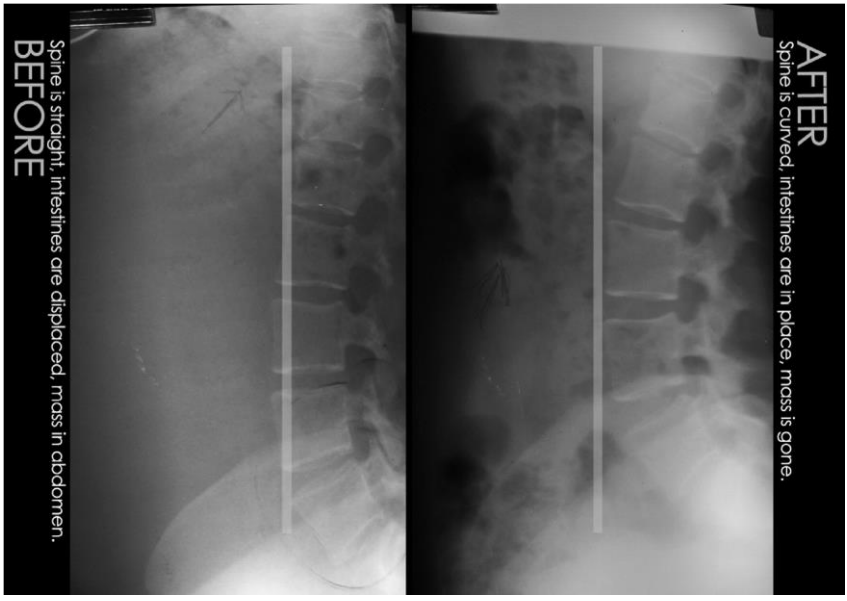

আপনি দেখতে পাচ্ছেন সুস্থ হওয়ার আগে বাম দিকে তার পিঠের এক্স-রে এবং ডানদিকে সুস্থ হওয়ার এক সপ্তাহ পরের এক্স-রে। মেরুদণ্ডের নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করুন!

এমি সেই সময়ে আর এখনও ফেইথ লাইফ চার্চে আমাদের আরাধনা পরিচালক হিসেবে আছে। যাই হোক, আপনি কল্পনা করতে পারেন যে পরের রবিবার যখন সে গির্জায় যায় তখন কি হয়েছিল—লোকেরা তার দিকে হা করে তাকিয়ে ছিল! লোকেরা লবিতে দাঁড়িয়ে পড়ে হতবাক হয়ে বলে, "কি হয়েছে? আপনি কি একটি নতুন শরীর পেয়েছেন?" সেই রবিবার পুরো মন্ডলীর লোক হতবাক হয়ে গিয়েছিল যখন এমি উপাসনার নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের এই প্রদর্শনী অনেককে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে এসেছিল এবং অনেকে সুস্থ হয়েছিল।

আপনাকে একমত হতে হবে, লোকদের দেখতে হবে যে ঈশ্বরের রাজ্য সক্রিয়। প্রেরিত ১:৮ পদে, আমরা দেখতে পাই যে এই অভিষেক, পবিত্র আত্মার এই বাপ্তিস্ম অত্যাবশ্যক।

> *কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।*
>
> —প্রেরিত ১:৮ পদ

আর যীশুর ব্যাপারে বলতে গেলে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রদর্শনের জন্য এটি অপরিহার্য ছিল।

> *আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।*
>
> —মার্ক ১৬:১৭-১৮ পদ

সাপ হাতে নেওয়া এবং মারাত্মক বিষ পান করা শয়তানের রাজ্যকে নির্দেশ করে সেইসাথে ভয়ের সরাসরি উল্লেখ এটা। শয়তানের রাজত্ব পরাজিত হয়েছে। যীশু আসলে আমাদের বিপজ্জনক সাপ উঠাই বা বিষ পান করি সেই পরামর্শ দিচ্ছেন না, তবে তিনি এই কথাটি শত্রুর উপর আমাদের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমাদের ঈশ্বরের সেই কর্তৃত্ব এবং শক্তিকে শয়তানের সীমার ভিতরে নিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে বন্দী মানুষকে মুক্ত করতে হবে!

লক্ষ্য করুন যে যীশু বলেছেন **"এই লক্ষণগুলি"** যারা বিশ্বাসী তাদের সাথে থাকবে। লোকেরা যখন রাজ্যের এই *লক্ষণগুলি* (প্রদর্শন) দেখবে, তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে যে সেগুলি কিভাবে হয়েছে। একটি চিহ্ন কোনকিছুকে নির্দেশ করে, কিন্তু চিহ্নকার্যের নিজেস্ব কোন ভূমিকা নেই, তবে যীশু কে সেই বিষয় প্রকাশ করে থাকে।

এই লক্ষণগুলি যীশু প্রভু কি প্রভু নয় সে সম্পর্কে সমস্ত তর্ক রুদ্ধ করে - তিনিই প্রভু! এবং যখন লোকেরা দেখবে যে তিনি তাই, তখন তারা অনুতপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের কাছে আসবে। এই কারণেই আপনার এবং আমার পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম দরকার, এবং আমরা তাকেঁ ছাড়া সত্যিই কার্যকর হতে পারি না!

সুতরাং, এখন যেহেতু কেন আপনার পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের প্রয়োজন সেব্যাপারে আমরা কিছুটা ভিত্তি প্রস্তুত করেছি, আসুন আমরা শাস্ত্র পরীক্ষা করি যা এই অভিষেকের কথা উল্লেখ করে।

৫

শাস্ত্রীয় প্রমাণ

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বোঝার অন্যতম সেরা উপায় হল প্রেরিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ পঞ্চাশত্তমীর দিনে যারা এটি পেয়েছিল তাদের অনুসরণ করা। আমরা যখন প্রতিটি শাস্ত্র পরীক্ষা করব তখন এই বাপ্তিস্ম আপনারও বিশ্বাস এবং আস্থা বৃদ্ধি করবে।

পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে এক স্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে, এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দর্শনগোচর হইল; এবং তাঁহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক লোক সমাগত হইল, এবং তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা কহিতে শুনিতেছিল।

তখন সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ, এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি? পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর, এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং প্রবাসকারী রোমীয় কি যিহূদী কি যিহূদী-ধর্মাবলম্বী লোক, এবং ক্রীতীয় ও আরবীয়

লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি"।

এইরূপে তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল ও হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "ইহার ভাব কি?" অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিল, "উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে"।

—প্রেরিত ২:১-১৩ পদ

প্রথম যে বিষয়টি আমি আপনাকে দেখাতে চাই তা হলো বাইবেল বলে যে **তাদের সকলেই** পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল! দ্বিতীয়ত, তারা *সকলেই* পরভাষায় কথা বলছিল। আপনি সম্ভবত কেন তারা সকলে পঞ্চাশত্তমীর দিন পরভাষায় কথা বলেছে তা লোকদের বর্ণনা করতে এবং ব্যাখ্যা করতে শুনেছেন। কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে এটি মন্ডলীর জন্য এককালীন অভিজ্ঞতা ছিল কারণ সেখানে অনেক দেশ থেকে মানুষ জড়ো হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ, বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য পরভাষার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু আপনি যদি শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করেন, আপনি দেখতে পাবেন এখানে বলছে যে ১২০ জন যারা উপরের কুঠুরিতে ছিল তারা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের কথা বলছিল। তারা সুসমাচার প্রচার করছিল না; তারা শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল।

"আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি!" এইরূপে তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল ও হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "ইহার ভাব কি?"

—প্রেরিত ২:১১-১২ পদ

আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা শুনে অবাক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। পিতর তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং পরিত্রাণের বার্তা প্রচার করলেন এবং সেদিন মন্ডলীতে ৩,০০০ জন যুক্ত হয়েছিল। এখন, শিষ্যরা যদি পরভাষায় *প্রচার* করতো, তাহলে পিতরকে উঠে দাঁড়িয়ে আর প্রচার করতে হতো না। কিন্তু যতক্ষণ না পিতর প্রচার করেন, তারা যা শুনছিল তার অর্থ কি তা তারা জানতো না। পরভাষা তখন সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হতো না, এবং তা এখনও সুসমাচার প্রচার করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বাসীদের জন্য পরভাষার উপকারিতা দিয়ে কথা বলব, কিন্তু আপাতত, আমার শোনা প্রচলিত একটা বিতর্ক নিয়ে কথা বলছি।

আবারও, আমি যুক্তি আরোপ করতে চাই যে বাইবেল বলে তারা **সকলেই** গ্রহণ করেছে এবং তারা **সকলেই** পরভাষায় কথা বলেছে। এখন যদি বাইবেল আমাদের ঠিক সেখানে থামিয়ে

দিতো, তাহলে আমাদের কিছুটা সন্দেহ থাকতে পারতো যে পরভাষায় কথা বলা সমগ্র মন্ডলীর জন্য কিনা। কিন্তু বাইবেল তা করে না। তার পরিবর্তে, আমরা দেখতে পাই যে এই ঘটনাটি অব্যাহত ছিল এবং পঞ্চাশত্তমীর দিনের পরেও যারা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে তাদের *প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি* ঘটেছে।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন মানুষের কথা বলি—তার নাম ছিল ফিলিপ।

> *তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, তাহারা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচারের বাক্য প্রচার করিল। আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন। আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল।*
>
> —প্রেরিত ৮:৪-৬ পদ

এখানে আমরা ফিলিপকে রাজ্য প্রদর্শন করতে এবং লোকেরা শুনছে দেখতে পাই। আজকের দিনেও ঠিক তেমনই হওয়ার কথা! লোকেরা যখন লক্ষণগুলি *দেখে*, যখন তারা রাজ্যের *প্রমাণ দেখতে* পায়, তখন তারা আপনি যা বলেন তার প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়।

> *কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল; তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল।*
>
> —প্রেরিত ৮:৭-৮ পদ

লক্ষ্য করুন যে ফিলিপ সেই শক্তিতে চলছিলেন যা তিনি যিরুশালেমে থাকাকালীন সময় পেয়েছিলেন। চিহ্নগুলি তাকে অনুসরণ করেছিল, কারণ ঈশ্বরের শক্তি সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি সেই *ডুনামিস* (শক্তির গ্রীক প্রতিশব্দ) পেয়েছিলেন; তাই তিনি এখন ঈশ্বরের রাজ্যের একজন সাক্ষী হতে পেরেছেন।

> *যিরূশালেমে প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে, শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায়; কেননা এ পর্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই; কেবল তাহারা প্রভু যীশুর*

নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা পাইল।

—প্রেরিত ৮:১৪-১৭ পদ

যিরুশালেমের প্রেরিতরা যখন শুনল যে শমরীয়বাসীরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তারা পিতর এবং যোহনকে তাদের কাছে পাঠাল। যখন তারা পৌঁছাল, তারা তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল যেন তারা পবিত্র আত্মা পেতে পারে কারণ পবিত্র আত্মা তখনও তাদের কারও উপর আসেনি। তবুও বাইবেল তখনও বলেছে যে ভূতরা বের হয়ে গেছে, মানুষ সুস্থ হয়েছে, ঈশ্বরের শক্তিশালী কাজ সবেমাত্র ঘটেছে, এবং লোকেরা যীশুতে বিশ্বাস করেছে এবং জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছে। কিন্তু এখানে এটাও বলে যে পবিত্র আত্মা তখনও তাদের কারোর **ওপর আসেনি!**

দেখুন, ফিলিপ পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন আর তারা তা গ্রহণ করেছিল এবং পেয়েছিল, কিন্তু তারা তখনও পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পায়নি। তারা নতুন জন্ম লাভ করেছিল, কিন্তু শব্দ চয়নের দিকে তাকান: পবিত্র আত্মা তখনও "তাদের কারো উপরে আসেননি।" আমাদের *মধ্যে* পবিত্র আত্মা (নতুন জন্ম লাভ করা) এবং সেই শক্তির অধিকার নিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের *উপরে* আসার মধ্যে- আবারও সেই পার্থক্য।

ফিলিপ কেন তাদের কাছে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করেননি তা বাইবেল বলে না। হতে পারে যে তিনি নিজে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাবার পর অবিলম্বে যিরুশালেম ত্যাগ করেছিলেন এবং এটা যে সবার জন্য ছিল তিনি সেই সময় জানতেন না। কারণ যাই হোক না কেন, এটা স্পষ্ট ছিল যে লোকেরা সুসমাচারে বিশ্বাস করেছিল এবং জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, তাই তারা নতুন জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করুন যে শমরীয়ার লোকদের -অবিলম্বে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা প্রেরিতদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিভাবে পোশাক পরতে হবে তা জানানো তাদের প্রথম চিন্তা ছিল না। তারা বলেনি, "আস তাদের বলি কিভাবে ধর্মীয় পোশাক পরতে হবে বা কখন উপাসনা করতে হবে।" তারা মতবাদের নিয়ম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল না। কোন্ বিষয় নিয়ে তারা প্রথম উদ্বিগ্ন হয়েছিল? পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম! তাই তারা অবিলম্বে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং এই লোকদেরকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের বিষয়ে সব বলেছিল।

তারপর পিতর এবং যোহন তাদের উপর তাদের হাত রাখলেন, এবং তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করলেন। ঠিক সেই সময়েই এবং সেখানেই তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে। প্রমাণ হিসেবে কি ছিল? আমি বিশ্বাস করি এটি অন্য সবার মত একই ছিল: পরভাষায় প্রার্থনা।

আর শিমোন যখন দেখিল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন, তখন সে তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, "আমাকেও এই ক্ষমতা দিউন, যেন আমি যাহার উপরে হস্তার্পণ করিব, সে পবিত্র আত্মা পায়।"

কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, "তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, কেননা ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছ। এই বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার কিছুই নাই; কারণ তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে সরল নয়। অতএব তোমার এই দুষ্টতা হইতে মন ফিরাও; এবং প্রভুর কাছে বিনতি কর, কি জানি, তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হইলেও হইতে পারে; কেননা আমি দেখিতেছি, তুমি কটুভাবরূপ পিত্তে ও অধর্মরূপ বন্ধনে পড়িয়া রহিয়াছ।"

তখন শিমোন উত্তর করিয়া কহিল, "আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে বিনতি করুন, যেন আপনারা যাহা যাহা বলিলেন, তাহার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে।"

—প্রেরিত ৮:১৮-২৪ পদ

শিমোন যখন দেখলেন যে হস্তার্পণের সাথে সাথে আত্মা প্রদান করা হয়েছে, তখন তিনি প্রেরিতদেরকে সেই ধরনের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করতে চাইলেন। শিমোন নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলেন, যখন তারা পবিত্র আত্মা পেয়েছিল তখন কোন কিছু ঘটার প্রমাণ পেয়েছিলেন। তিনি সেই ক্ষমতা চেয়েছিলেন।

এখন, তারা ঠিক সেখানেই পরভাষায় কথা বলেছিল বলে না, তবে এমন দৃশ্যত কিছু ঘটেছিল যা তারা দেখতে পেয়েছিল। শিমোন শক্তিশালী কিছু দেখেছিল, এবং তিনি লোকদের তা দেওয়ার ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস তার মন্তব্যগুলি দেখায় যে তারা অন্য সকলের মতই সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল। আবারও, আমি উল্লেখ করতে চাই যে যিরুশালেমের মন্ডলী পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছিল-এটি অত্যাবশ্যক ছিল!

যখন দামেস্কের পথে পৌলের মন পরিবর্তন হয়েছিল, তখন অননিয় নামে একজনকে পৌলের কাছে তার জন্য প্রার্থনা করতে পাঠানো হয়েছিল।

অননিয় কহিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু, সেই যীশু, যিনি তোমার আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তুমি দর্শন পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।

—প্রেরিত ৯:১৭খ পদ

পৌল যখন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছিলেন তখন তিনি পরভাষায় কথা বলেছিলেন কিনা তা বাইবেল বলে না, কিন্তু আমরা জানি যে তিনি পরভাষায় কথা বলেছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যে তিনি অন্য সবার মতই এটি গ্রহণ করেছিলেন। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন আমি এমনটা বিশ্বাস করি। খুব সহজ। পৌল নিজেই ১ করিন্থীয় ১৪:১৮ পদে তা লিখেছেন।

"ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকি" (১ করিন্থীয় ১৪:১৮ পদ)।

সুতরাং, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে পৌল যখন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন তখন তিনি পরভাষায় কথা বলেছিলেন। আপনি যখন প্রেরিত পুস্তকের অধ্যায়গুলি পড়তে থাকবেন, আপনি আবিষ্কার করবেন যে এই বাপ্তিস্ম সারা মন্ডলী জুড়ে দিনের পর দিন অব্যাহত ছিল। এটা শুধুমাত্র পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেনি।

পরে, প্রেরিত ১০ অধ্যায়ে, পিতরকে পরজাতীয়দের বাড়িতে পাঠানো হয় এবং তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পরিচালিত হয়। মনে রাখবেন, পিতর, যিনি একজন ইহুদি ছিলেন, একজন পরজাতীয়ের বাড়িতে যাওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। তিনি শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার কাছ থেকে একটি দর্শন দ্বারা সেখানে পরিচালিত হয়েছিলেন বলেই সেখানে গিয়েছিলেন।

> *পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক্ লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইল; কেননা তাঁহারা উহাঁদিগকে নানা ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতে শুনিলেন।*
>
> *তখন পিতর উত্তর করিলেন, "এই যে লোকেরা আমাদেরই ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহ কি জল নিবারণ করিয়া উহাদের বাপ্তাইজিত হইবার বাধা দিতে পারে?" পরে তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাঁহাদিগকে বাপ্তাইজ করিবার আজ্ঞা দিলেন। তখন তাহারা কয়েক দিন অবস্থিতি করিতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন।*
>
> —প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮ পদ

পিতর যখন এই পরজাতীয়দের বাড়িতে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, তখন যারা এই প্রচার শুনেছিল তাদের সবার উপরে পবিত্র আত্মা এসেছিল। আপনি ঈশ্বরের আত্মা দেখতে

পান না, তাহলে তারা কিভাবে জানল যে পবিত্র আত্মা তাদের উপর এসেছে? বাক্য বলে যে ত্বকছেদপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা যারা পিতরের সাথে এসেছিল তারা বিস্মিত হয়েছিল যে এমনকি পরজাতীয়দের উপরও পবিত্র আত্মার দান বর্ষিত হয়েছিল, **কারণ তারা তাদের পরভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুনেছিল।**

তাহলে পবিত্র আত্মা যে সেখানে ছিল তার কি প্রমাণ ছিল? পিতরের কাছে যা সুস্পষ্ট ছিল তা তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল, আর তা হলো ঈশ্বর এই লোকদেরকে গ্রহণ করেছিলেন। আসল সত্য হলো যে তিনি তাদের পরভাষায় কথা বলতে দেখেছেন যখন তিনি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয়ে তাদের কাছে কখনো পরিচর্যা না করলেও তার যে প্রমাণ দরকার ছিল তা পেয়েছেন। পিতর *জানতেন* যে তারা পেয়েছিল কারণ তারা ঠিক তার মতই পবিত্র আত্মা পেয়েছিল - এবং তারা পরভাষায় প্রার্থনা করছিল।

আধুনিক যুগের মন্ডলী যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং বাইবেলের সময়ে মন্ডলী যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতো তার মধ্যে আপনি একটি বিশাল পার্থক্য খুঁজে পেতে যাচ্ছেন। আমার প্রিয় শাস্ত্রাংশগুলির মধ্যে একটি যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে প্রত্যেকেরই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম পাওয়া উচিত এবং এটা যে নতুন জন্ম লাভ করা ছাড়াও পবিত্র আত্মার ভিন্ন কাজ তা প্রশ্নাতীতভাবে যাচাই করে, সেটা প্রেরিত ১৯:১-২ পদে রয়েছে।

> *আপৌল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেই সময়ে পৌল উত্তর অঞ্চল দিয়া গমন করিয়া ইফিষে আসিলেন। তথায় কয়েক জন শিষ্যের দেখা পাইলেন; আর তাহাদিগকে বলিলেন, "বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই।"*
>
> —প্রেরিত ১৯:১-২

পৌল যখন ইফিষ শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি কয়েকজন শিষ্যকে দেখতে পেলেন আর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা যখন বিশ্বাস করেছিলে তখন কি তোমরা পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে?" বিশ্বাসীদের দেখা পাওয়ার সময় পৌলের এটাই ছিল প্রথম উদ্বেগ।

পৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে নতুন জন্ম লাভ করা আর পরভাষায় কথা বলার প্রমাণসহ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

পৌল কেন সবচেয়ে প্রথম তাদেরকে এই কথা বললেন? কারণ যীশু প্রেরিত ১:৪ পদে ঠিক এই কথা বলেছিলেন! তিনি মূলত বলেছিলেন, "এটি ছাড়া শহর ত্যাগ করবে না!" যিরুশালেমে প্রেরিতরা যখন জানতে পেরেছিল যে শমরীয়ার লোকেরা বাক্য শুনেছিল তখন তারা কি করেছিল? তারা বললো, "ভাইয়েরা, তোমরা এখনই উঠ। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সবকিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উঠ এবং নিশ্চিত কর যে তারা পবিত্র আত্মার

বাপ্তিস্ম পেয়েছে।" পৌল, যখন ইফিষের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, কিছু শিষ্যের দেখা পেলেন, তখন তিনি প্রথম যে প্রশ্ন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তা হল, "বিশ্বাস করার পর কি তোমরা পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে?"

যখন তারা উত্তর দিল, "না, আমরা পবিত্র আত্মা যে আছে এমন কথা শুনিওনি," তখন পৌল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কোন্ বাপ্তিস্ম পেয়েছিল। তারা উত্তর দিল, "যোহনের বাপ্তিস্ম।" পৌল বললেন যে যোহনের বাপ্তিস্ম অনুতাপের বাপ্তিস্ম ছিল এবং লোকদেরকে তার পরে যিনি আসছেন তাকে বিশ্বাস করতে বলেছিলেন। অর্থাৎ যীশুকে বিশ্বাস করার কথা বলেছিলেন।

এখন, আমার মনে হয় এটি অনেক মন্ডলীতে একটি বিতর্কিত বিষয় আর এটি বাইবেলে নেই সেজন্য নয়, কিন্তু শয়তান এটিকে প্রচন্ড ঘৃণা করে বলে।

একথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম নিলেন (জলে বাপ্তিস্ম)। তারপর, পৌল যখন তাদের উপর হাত রাখলেন, তখন পবিত্র আত্মা তাদের উপরে আসল এবং তারা পরভাষায় কথা বলতে লাগল। লক্ষ্য করুন পৌল যখন প্রশ্নটি করেছিলেন, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তারা যীশুতে বিশ্বাসী। এই কারণেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমরা কি বিশ্বাস করার পর পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে?" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম নতুন জন্ম লাভ করা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা।

এখন, আমার মনে হয় এটি অনেক মন্ডলীতে একটি বিতর্কিত বিষয় আর এটি বাইবেলে নেই সেজন্য নয়, কিন্তু শয়তান এটিকে প্রচন্ড ঘৃণা করে বলে।

এখন, আমার মনে হয় এটি অনেক মন্ডলীতে একটি বিতর্কিত বিষয় আর এটি বাইবেলে নেই সেজন্য নয়, কিন্তু শয়তান এটিকে প্রচন্ড ঘৃণা করে বলে।

কারণ যদি এটা শক্তি হয়, যদি এটা জীবন পরিবর্তনের এবং জগতের সাক্ষী হবার ক্ষমতা পাবার প্রবেশ পথ হয়, তবে আপনি এই জগতের দেবতার বিরুদ্ধে থাকবেন, এবং আমরা জানি এবিষয়ে তার মতামত কি হতে পারে। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম আমাদের শক্তির আধার, যীশুর কাজ করার জন্য ঈশ্বরের শক্তি, যেন ঈশ্বর মহিমান্বিত হন!

৬

সবাই কি পরভাষায় প্রার্থনা করে?

হয়তো আপনি কাউকে কাউকে বলতে শুনেছেন যে তারা পরভাষায় কথা বলে না এবং তারা বিশ্বাস করে না যে সবাই বলতে পারে বা পারা উচিত। তারা তখন বিশ্বাস না করার কারণ হিসেবে ১ করিন্থীয় ১২:২৭-৩০ পদ থেকে উদ্ধৃতি দেয়। তারা দেখিয়ে দেবে যে পৌল নিজেই বলেছেন যে সবাই পরভাষায় কথা বলে না। ঠিক আছে, আসুন শাস্ত্রাংশটি একবার পড়ি এবং পৌল সত্যিই তা বলেছেন কিনা দেখি।

> *তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক একজন এক একটি অঙ্গ। আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদিগণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য, তৎপরে আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]। সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি উপদেশক? সকলেই কি পরাক্রম-কার্যকারী? সকলেই কি আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে? সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে? সকলেই কি অর্থ বুঝাইয়া দেয়?*
>
> —১ করিন্থীয় ১২:২৭-৩০ পদ

এই পত্রে, পৌল করিন্থের মন্ডলীর সমাবেশে যেন সবাই পরিচর্যা পায় সেজন্য মন্ডলীকে কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে হবে তা বলেছেন। সেই সময়ে, তারা সকলেই তাদের আত্মিক দান এবং তাদের প্রিয় প্রচারক দ্বারা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। পৌল তাদের নির্দেশনা দিচ্ছিলেন কিভাবে একতা এবং প্রেমে এক দেহ হিসেবে কাজ করতে হয়। এখন আসুন ১ করিন্থীয় ১২:২৭-২৮ পদ মনোযোগ সহকারে দেখি:

তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক একজন এক একটি অঙ্গ। আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদিগণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য, তৎপরে আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]।

পৌল বলতে থাকেন, কিন্তু আমি এখানে থামব কারণ আমি "মন্ডলীতে" শব্দটি সম্পর্কে একটু বলতে চাই। তিনি মন্ডলীর প্রকৃত সমাবেশ সম্পর্কে কথা বলছেন। আমরা ১ করিন্থীয় ১৪:১৮-১৯ পদে যেখানে পৌল একই শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা যাচাই করতে পারি:

ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ সহস্র কথা অপেক্ষা, বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটি কথা কহিতে চাই, যেন অন্য লোকদিগকেও শিক্ষা দিতে পারি।

পৌল বলেছেন, "আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি পরভাষায় কথা বলি, "কিন্তু মন্ডলীর মধ্যে..." আবার সেই বাক্যাংশটি, এবং এইবার এটি স্পষ্ট যে পৌল আসলে মন্ডলীর সমাবেশের কথা বলছেন এবং খ্রীষ্টের সর্বজনীন দেহের কথা বলছেন না। আমরা সকলেই একমত হব যে পৌল খ্রীষ্টের সমগ্র দেহ অর্থাৎ "মন্ডলী"র অংশ। অবশ্যই তিনি তার অংশ। আর তিনি বলছেন যে তিনি করিন্থের সমস্ত বিশ্বাসীদের থেকে বেশি পরভাষায় কথা বলেন বলে তিনি আনন্দিত। তিনি একথা বলেছিলেন কারণ সেখানকার মন্ডলী তাদের পরভাষায় কথা বলার নতুন ক্ষমতায় উচ্ছ্বসিত ছিল এবং তারা বিশৃঙ্খল ছিল এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল।

তিনি মূলত বলছেন, "বন্ধুরা, আমি তোমাদের সবার থেকে বেশি পরভাষায় কথা বলি, কিন্তু 'মন্ডলীতে' এটি বলার একটি উপায় রয়েছে যা শৃংখলার সাথে করা হয় কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না।" তিনি আরও বলেন যে, মন্ডলীতে (বিশ্বাসীদের সমাবেশ), তিনি বরং বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে চান (তাদের সাধারণ ভাষায়) যেন অন্যদের গেঁথে তোলা যায়।

মন্ডলীর উপাসনার মধ্যেই, কিছু লোক পরভাষা এবং ব্যাখ্যার দান ব্যবহার করবে, যেমন ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু সদস্যদের গেঁথে তোলার উদ্দেশ্যে সবাই সেই দান নিয়ে কাজ করবে না বা করার কথা নয়। এমনকি পৌল একটি উপাসনায় সর্বাধিক তিনজন লোককে পরভাষায় কথা বলতে এবং ব্যাখ্যা করতে সীমিত করে দিয়েছেন।

"যদি কেহ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক হইলে তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক, আর একজন অর্থ বুঝাইয়া দিউক" (১ করিন্থীয় ১৪:২৭ পদ)।

তাই পৌল যখন বলেন যে সকলে পরভাষায় কথা বলে না, তখন তিনি, "মন্ডলীতে" বা মন্ডলীর সমাবেশের কথা বুঝাচ্ছেন।

আপনাকে বুঝতে হবে যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরভাষায় প্রার্থনা করার ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু সবার মন্ডলীর উপাসনায় পরভাষা এবং ব্যাখ্যার দান করতে দাঁড়ানোর অভিষেক থাকবে না। বাইবেল বলে যে আপনার যদি কোন উপাসানায় সেই দান ব্যবহার করার অভিষেক থাকে, আপনি যেন ব্যাখ্যা করতে পারেন, সেই প্রার্থনা করুন।

"যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে" (১ করিন্থীয় ১৪:১৩ পদ)।

আমি বিশ্বাস করি যে, যে ব্যক্তি পরভাষায় কথা বলছে সে উপাসনাতে তা ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত কারণ বাক্য ইতিমধ্যেই তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

আপনি কেন পরভাষায় প্রার্থনা করবেন? বিশ্বাসীরা যারা কিভাবে আত্মায় (পরভাষায়) প্রার্থনা করতে হয় জানে শয়তান তাদের ঘৃণা করে, এবং আমি নিশ্চিত হতে চাই আপনি এর কারণ কি তা বুঝতে পারেন ।

পৌল যখন বলছিলেন যে তিনি আনন্দিত যে তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশী পরভাষায় প্রার্থনা করেছেন, তার এমন মনে করার পিছনে অবশ্যই একটি কারণ থাকবে। পৌল ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে একটি মন্তব্য করেছেন যা আমাদের পড়া দরকার।

"যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে" (১ করিন্থীয় ১৪:৪ পদ)।

চলুন একটু গভীরে যাই। এই গেঁথে তোলার মানে কি? গেঁথে তোলা শব্দের অর্থ "বিশেষ করে নৈতিক বা আত্মিকভাবে, নির্দেশ দেওয়া বা উপকার করা; উঁচু করে ধরা।"

আপনি একমত হবেন যে অনেক সময় কোন্ পথে যেতে হবে, পরিস্থিতি বুঝতে বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আপনার নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। পরভাষায় প্রার্থনা করা আপনাকে: গেঁথে তুলতে বা আপনার জীবনের জন্য নির্দেশনা দিতে সাহায্য করতে পারে। রোমীয় ৮:২৬-২৭ পদে পৌল এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন:

"আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না"

—রোমীয় ৮:২৬

আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।

পৌল আমাদের বলেন যে আমাদের একটি সমস্যা এবং একটি দুর্বলতা রয়েছে: "কোন্ বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে আমরা তা জানি না" আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "এটা কেন একটি দুর্বলতা হবে?" এটি কেন একটি দুর্বলতা তা আমরা ১ যোহন ৫:১৪-১৫ পদ পড়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি।

> *আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি সেই সকল পাইয়াছি।*

ঈশ্বরের ইচ্ছা না জেনে বা আত্মবিশ্বাসী না হয়ে, আমরা বিশ্বাসে কাজ করতে পারি না (ঈশ্বরের সাথে চুক্তিতে থাকা), আর যদি আমরা বিশ্বাসের সাথে কাজ করতে না পারি, তবে আমরা অবশ্যই দুর্বল অবস্থায় আছি কারণ বিশ্বাসের উপস্থিতি ছাড়া অনুগ্রহ বা ঈশ্বরের শক্তিতে স্পর্শ করতে পারব না। তাই পৌল বলেছেন যে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা না জানা একটি দুর্বল অবস্থা, যা পরভাষায় প্রার্থনা করা সাহায্য করতে পারে। আসুন আমাদের শাস্ত্রাংশটা আরেকবার পড়ি।

> *আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না"*
>
> —রোমীয় ৮:২৬ পদ

আমাদের দুর্বলতা হল কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় আমরা জানি না! বাইবেল আমাদের কাকে বিয়ে করতে হবে, কোথায় থাকতে হবে বা কোন্ চাকরি নিতে হবে তা বলে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানলে, তখন জানতে পারি না এবং বিশ্বাস করতে পারি না যে যখন প্রার্থনা করি

আমরা তা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাই। আবারও, এটা একটা বিশাল দুর্বলতা! আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা না জানি তাহলে তাঁর উপর আমাদের কোন আস্থা থাকে না। কিন্তু একটি উপায় আছে যার মাধ্যমে আমরা জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা বুঝতে পারি। একটি উপায় আছে যেন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি আর আমরা বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করতে পারি।

পৌল ঠিক এই কথাই বলছেন। তিনি যে গেঁথে তোলার কথা বলছেন তার অর্থ হল এই ধরনের জ্ঞানে প্রবেশ করা—যে জ্ঞান ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা আসে। আর আমরা আত্মায় বা পরভাষায় প্রার্থনা করে আত্মার কথা শুনতে পারি। আমরা যদি রোমীয় ৮:২৬-২৭ পদে পৌলের পরবর্তী উপদেশ অনুসরণ করি, তাহলে আমরা নিম্নলিখিত অংশ পাই:

> *কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর (গোঙ্গনো শব্দ) দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।*

যাহোক পৌল বলছেন না যে আমরা যখন আত্মায় প্রার্থনা করি তখন আমরা আর্তস্বর করি, বরং, পৌল পূর্বের পদগুলিকে বুঝাচ্ছেন।

> *কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে আর্তস্বর (গোঙ্গনো শব্দ) করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে। কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রতার- আপন আপন দেহের মুক্তির- অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্তস্বর করিতেছি। কেননা প্রত্যাশায় আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু দর্শনগোচর যে প্রত্যাশা, তাহা প্রত্যাশাই নয়। কেননা যে যাহা দেখে, সে তাহার প্রত্যাশা কেন করিবে? কিন্তু আমরা যাহা দেখিতে না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি করি, তবে ধৈর্য সহকারে তাহার অপেক্ষায় থাকি।*
>
> *আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।*
>
> —রোমীয় ৮:২২-২৭ পদ

পৌল এখানে আর্তস্বর শব্দটি আমাদের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তার ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দেবার জন্য ব্যবহার করেছেন। আমরা অন্তরে প্রসবকারী মহিলার মত আর্তস্বর করি। অর্থাৎ, আমরা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থেকে এমন কিছুর জন্ম দিচ্ছি, নতুন কিছু পাচ্ছি, যা আগে কখনো ছিল না; অথবা আপনি বলতে পারেন এমন কিছু যা আমাদের নিজেদের মধ্যে ছিল না। তাই আমরা আত্মায় প্রার্থনা করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের আত্মা থেকে আমরা যা জানি না সেই নতুন জ্ঞানের "জন্ম" দেই। বাইবেল আমাদের বলে যে ঈশ্বরের আত্মা আমাদের নিজেদের আত্মার মাধ্যমে যেকোন পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের যথার্থ ইচ্ছায় প্রার্থনা করে। এটি ঈশ্বর, স্বয়ং আমাদের জন্য আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন বলে, আমাদের নিজেদের মানব আত্মার মাধ্যমে, এমন আর্তস্বর যা (পার্থিব লব্ধ ভাষায়) ব্যক্ত করা যায় না।

সুতরাং আমরা এখানে যা আবিষ্কার করেছি তা হল পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য আর্তস্বরে (জন্মদান করে), আমরা বুঝতে পারি না এমন ভাষায় (বা পরভাষায়) আমাদের জন্য সুপারিশ করতে যাচ্ছেন। আর যিনি আমাদের হৃদয় অনুসন্ধান করেন তিনি আত্মার বিষয় জানেন কারণ আত্মা (ঈশ্বরের আত্মা) ঈশ্বরের যথার্থ ইচ্ছা অনুসারে সাধুদের জন্য সুপারিশ করেন। আপনি যখন পরভাষায় প্রার্থনা করেন তখন ঈশ্বরের আত্মা আপনার নিজের আত্মার মাধ্যমে প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের যথার্থ ইচ্ছার প্রার্থনা করে।

সুতরাং, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা না জানি তখন একটি দুর্বল স্থানে থাকি। যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস বের হয়ে আসতে পারে না। পৌল বলছেন যে আমরা যদি আত্মায় প্রার্থনা করি, তবে ঈশ্বরের নিজের আত্মা আমাদের মাধ্যমে যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের জীবনের জন্য তাঁর যথার্থ ইচ্ছা প্রার্থনায় জানাবেন।

ঈশ্বরের আত্মা যখন আমাদের মাধ্যমে পরভাষায় প্রার্থনা করেন, আমরা কি বলছি তাই যখন জানি না তখন আমরা কিভাবে গড়ে উঠব? উত্তরটি পৌলের লেখা আরেকটি পত্রে পাওয়া যায়।

> *"চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।*
>
> *কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন। কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি। আমরা*

সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।

—১ করিন্থীয় ২:৯-১৩ পদ

প্রথমত, পৌল বলছেন যে আমাদের কাছে এমন জিনিসগুলির সুযোগ রয়েছে যা আমরা কখনও শুনিনি, দেখিনি বা ভাবিনি, ঠিক যেমনটি আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি। কিন্তু তিনি বলে চলেন আর এটি কিভাবে কাজ করে আমাদের বলেন:

কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন।

—১ করিন্থীয় ২:১১ পদ

আমি শাস্ত্রের এই দিকটি বলার আগে, প্রথমে আমাদের একটি প্রাথমিক পাঠ পূরণ করা দরকার। ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ পদ অনুসারে, আমাদের তিনটি অংশ রয়েছে: আত্মা, প্রাণ এবং দেহ।

আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

—১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ পদ

আমাদের আত্মা হল আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের অংশ; আমাদের প্রাণ হল আমাদের মন, ইচ্ছা এবং আবেগ; এবং আমাদের দেহ হল আমাদের শরীর। পৌল বলছেন যে আমাদের প্রাণ (মন, ইচ্ছা এবং আবেগ) এবং আত্মা এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে আমাদের আত্মা আমাদের চিন্তাভাবনা কি তা জানে।

এর বিপরীতটাও সত্য। আমাদের মন আমাদের আত্মা থেকে চিন্তা গ্রহণ করতে পারে। পৌল বলেছেন যে ঈশ্বরের আত্মা ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা জানেন এবং আমরা ঈশ্বরের আত্মা পেয়েছি যেন ঈশ্বর আমাদের স্বাধীনভাবে যা দিয়েছেন তা আমরা জানতে পারি।

কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি। আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু

আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।

—১ করিন্থীয় ২:১২-১৩ পদ

পৌল আরও বলেন যে এই অজানা জ্ঞান, যে জ্ঞান সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম না কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, আমরা মুখে যা বলি তা আত্মার দ্বারা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আমরা আমাদের স্বাভাবিক বোধে, অথবা ভাষায় যা বলি তা নয়, কিন্তু সেগুলো আত্মিক শব্দ। আমরা জানি যে পৌল যখন বলেন যে আমরা আত্মিক ভাষায় কথা বলি তখন তিনি পরভাষায় প্রার্থনা করার কথা বলছেন কারণ তিনি ১ করিন্থীয় ১৪:১৪-১৫ পদে পরভাষায় কথা বলা বর্ণনা করতে একই সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন:

কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব; আত্মাতে গান করিব, বুদ্ধিতেও গান করিব।

পৌল "আত্মাতে প্রার্থনা কর" কথাটি ব্যবহার করছেন যা পরভাষায় কথা বলাকে বোঝায়। আমরা অনুমান করতে পারি যে পৌল একই পরভাষায় কথা বলার কথা উল্লেখ করছেন যখন তিনি বলেছেন যে আমরা আত্মা দ্বারা আমাদের যে শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা বলি।

কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

—১ করিন্থীয় ১৪:২ পদ

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের গুপ্ত অস্ত্র! তিঁনি কি ঘটছে তা শয়তানকে বুঝতে না দিয়েই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।

আবার, পৌল আমাদের আত্মার কথা বলেছেন যার এমন কিছু বলার ক্ষমতা রয়েছে যা আমরা কখনও দেখিনি, শুনিনি বা ধারণায় নাই, বা যেমন পৌল বলেছেন, "রহস্যময়।" এই পদটিতে আরও লক্ষ্য করুন পৌল বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের আত্মায় নয়, আমাদের নিজেদের আত্মা দিয়ে রহস্যের প্রার্থনা করছি। আমরা যা জানি না এমন কিছু কিভাবে আমাদের আত্মায় প্রবেশ করতে পারে? এটা সহজ! ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা, যিনি এখন আমাদের আত্মার সাথে এক হয়েছেন।

কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন।

—১ করিন্থীয় ২:১১ পদ

যখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাগুলি তুলে ধরে, তখন আমাদের মনও এই চিন্তাগুলিকে গ্রহণ করে। যখন আমাদের মন ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা গ্রহণ করে, তখন আমরা এটিকে "প্রকাশিত হওয়া", "আলোকিত হওয়া" বলি বা, যেমন পৌল, "গেঁথে তোলা" বলেন। এখন আপনি জানেন কেন পৌল বলেছিলেন যে তিনি অন্য যে কারও চেয়ে বেশি ভাষায় প্রার্থনা করতেন বলেন তিনি আনন্দিত: তিনি প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার সুবিধা পেয়েছিলেন।

১ করিন্থীয় ২:১৫-১৬ পদে পৌল এটারই উল্লেখ করছেন।

কিন্তু যে আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার করে; আর তাহার বিচার কাহারও দ্বারা হয় না। কেননা "কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে, তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে?" কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

আমরা সাধারণ মানুষের বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সাহায্যে সমস্ত বিষয়ে বিচার করতে পারি। এটা একটা দারুণ খবর! আমাদের আত্মার (পরভাষা) মাধ্যমে প্রার্থনা করে, যা আমরা জানতাম না এমন রহস্যগুলি জানার ক্ষমতা আছে; এবং সেই জ্ঞান দ্বারা, আমরা সমস্ত বিষয়ে সঠিক বিচার বা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম!

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের গুপ্ত অস্ত্র! কি ঘটছে তা তিঁনি শয়তানকে বুঝতে না দিয়েই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, আত্মায় প্রার্থনা করা আমাদের আত্মিক অস্ত্রসস্ত্রের অংশ হিসেবে ইফিষীয় ৬:১৮ পদে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

সর্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর।

আত্মায় প্রার্থনা করা আমাদের এমন কৌশলগুলি বেছে নিতে দেয় যা আমাদের শত্রুকে পাশ কাটিয়ে যেতে বা অনন্য এবং অস্বাভাবিক কৌশল নিয়ে অগ্রসর হতে দেয়।

এর অন্তর্নিহিত সুবিধা হল যে আমরা খ্রীষ্টের মনের মধ্যে দিয়ে জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমার মনে হয় আপনি একমত হবেন যে এটি অত্যাবশ্যক! আমার কাছে তাই মনে হয়েছে!

উদাহরণ হিসেবে, আমি আমার ব্যবসা সংক্রান্ত একটি বিশাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা মনে করতে পারি। একজন বিক্রয় প্রতিনিধি যার সাথে আমি কাজ করেছি, যিনি আমার একজন

বিক্রেতার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, আমি একটি নতুন কোম্পানিতে তাকে অনুসরণ করব না বলে তিনি আমার কোম্পানিকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আমি যার সাথে সবসময় ব্যবসা করি সেই বিক্রেতাকে সে ছেড়ে চলে যাবার পরও তিনি চেয়েছিলেন যে আমি তার সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাই। আমি আমার বিক্রয় প্রতিনিধিকে পছন্দ করতাম, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে আমার আনুগত্য সে যে কোম্পানির জন্য কাজ করেছিল তাদের সাথে ছিল, এই ব্যক্তির সাথে নয়। যাইহোক, সে যে কোম্পানির জন্য কাজ করছিল, বাস্তবে তাকে বলেছিল যে তার সমস্ত ক্লায়েন্ট তার সাথে তার নতুন কোম্পানিতে স্থানান্তর করতে পারে। তাই তার সাথে গেলেও আমার কোন অন্যায় হবে না, কিন্তু তারপরও তার সাথে যেতে বাধ্য হওয়াটা আমার ভাল লাগছিল না। তার বর্তমান কোম্পানি সবসময় আমার প্রতি ন্যায্য ছিল।

সে আমাকে মামলা করার হুমকি দিয়েছিল কারণ কয়েক মাস আগে সে একটি নতুন কোম্পানির সাথে যাওয়ার কথা বলেছিল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমিও তার সাথে যাব কিনা। সত্যিই কোনকিছু চিন্তা না করে, আমি বলেছিলাম আমি যাব। তিনি বলেছিলেন যে সে কোম্পানি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমার ব্যবসার উপর নির্ভর করছিলেন। কিন্তু এখন যখন তার চলে যাবার তারিখ কাছে এগিয়ে আসছে আর আমার এ সম্পর্কে একটি অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তাই কয়েকদিন আমি আত্মায় প্রার্থনা করলাম। কিন্তু আমার যে উত্তরটা পাওয়া দরকার তা আমি তখনও শুনতে পাইনি।

ড্রেন্ডা এবং আমি প্রায়ই আমাদের বাচ্চাদের কয়েক ঘন্টা দূরত্বে অবস্থিত সিডার পয়েন্ট নামে একটি চমৎকার বিনোদন পার্কে নিয়ে যেতাম। এটি আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রোলার কোস্টার পার্ক, আর আমরা সাধারণত বছরে কয়েকবার সেখানে গিয়ে থাকি। সেটি শুক্রবারের রাত ছিল, এবং আমি কি করব তার উত্তর সোমবার সকালে প্রয়োজন ছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কিছুক্ষণের জন্য আমার মনকে অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখলে ভাল হবে আর তাই সন্ধ্যায় ড্রেন্ডাকে বিনোদন পার্কে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যখন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সোমবার সকালের মধ্যে আমাকে কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা নিয়ে আসলে ভাবছিলামও না, হঠাৎ করেই আমি বুঝলাম আমাকে ঠিক কি করতে হবে। এটা দিনের মত পরিষ্কার ছিল। পবিত্র আত্মা আমার সাথে কথা বললেন, এবং আমি মূল কোম্পানীর সাথে থাকলাম। বিক্রয় প্রতিনিধির নতুন কোম্পানি কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল।

তাই এখানে সাফল্যের একটি প্রধান চাবিকাঠি হল—প্রার্থনা! এবং সবসময়ই আত্মায় প্রার্থনা করুন যেন আপনার সাথে সবকিছু ঠিকঠাক মত হয় এবং আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেইসাথে আপনার জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলের রহস্যগুলি বেছে নিতে পারেন।

"অবিরত প্রার্থনা কর" (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭ পদ)।

৭

গুপ্তধনের সিন্দুক

আমার মনে আছে যেদিন ড্যানের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমার কাজিন জেনিফারের সাথে, সে গির্জার পিছন দিকের একেবারে শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পরে জানতে পারি যে তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। যাইহোক, আমি ড্যানের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারছিলাম যে সে সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত বোধ করছিল। আসলে, সে অতিরিক্ত অস্বস্তিতে ছিল। আমি পরে জানতে পারলাম যে আমাদের মন্ডলীটি সে যেখানে যোগ দান করতো তার ডিনোমিনেশন থেকে একটু আলাদা ছিল। কিন্তু সে রাজ্যের কথা শুনতে শুরু করলে পর, সে শিথিল হতে শুরু করে এবং এক সময় সে আমার কাজিনকে বিয়ে করে।

সেই সময়ে, ড্যান সেন্ট্রাল ওহাইওতে প্রায় ১,৪০০ একর জমি চাষ করছিল এবং তাতে ভাল ফলন হচ্ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সে লাভ করতে পারছিল না তাই খুব উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু যখন সে রাজ্য এবং পবিত্র আত্মা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সে সম্পর্কে শুনতে লাগল, একদিন সে জেনিফারের কাছে এসে বলল, "আমি আমাদের উপহার দ্বিগুণ করে দিতে চাই।" জেনিফার অবাক হয়েছিল কিন্তু খুব উৎফুল্ল ছিল। আর তারা তাই করল।

সেই বছর, একই ১,৪০০ একর জমিতে তাদের ফলন আগের বছরের তুলনায় ১২৮% গুণ বেশি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটা এত বেশি ছিল যে তারা নগদ অর্থে একটি নতুন গাড়ি এবং আরেকটি খামার কিনতে সক্ষম হয়েছিল, যার অর্থ পরের বছর রোপণের জন্য আরও কয়েক একর জমি হল। ড্যান অনেক উত্তেজিত ছিল! সে বলছিল যে তার বাবার সেই নতুন খামারটির মূল্য পরিশোধ করতে ১০ বছর সময় লাগতো, কিন্তু সে সম্পূর্ণ নগদ অর্থেই কিনতে পেরেছে। তাই আমি ড্যানকে এটি কিভাবে হয়েছে তার গল্পটি আমাকে বলতে বললাম।

মনে হল যে ড্যান এবং জেনিফার তাদের উপহার দ্বিগুণ করতে শুরু করার পরে, তারা প্রার্থনাও করে এবং তাদের কি করতে হবে তা দেখানোর জন্য ঈশ্বরকে বলে। ড্যান বলল একদিন সে যখন প্রতিদিনের মতই তার কাছে আসা চিঠির স্তুপ ঘাটাঘাটি করছিল, যার বেশিরভাগই কৃষকদের কাছে বিপণনের বিজ্ঞাপন, সে একটা ছোট কার্ড ময়লার ঝুড়িতে ফেলার পর, সেটা আবার কুড়িয়ে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করল। ছোট কার্ডটিতে বিশেষ কিছু

ছিল না, খামার সরঞ্জামের একটি জিনিস সম্পর্কে আরেকটি বিজ্ঞাপনমাত্র। এটি হাতিয়ারটি নিয়ে আলোচনা করতে কৃষকদের একটি সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

ড্যান যাওয়ার জন্য একটি অদ্ভুত তাগিদ অনুভব করল আর, সেই মিটিংয়ে যাওয়ার পরে, বিজ্ঞাপনে দেওয়া হাতিয়ারটি কিনল। হাতিয়ারটি বাজারে নতুন ছিল এই হাতিয়ারটি রোপণ, বীজ বপন এবং মাটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। ড্যান আমাকে এই হাতিয়ার কিভাবে ফসলের ফলন বৃদ্ধিতে কার্যকর তার বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সে তার ব্যাখ্যার মাঝপথেই খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সে এটার কাজ বুঝতে পেরেছিল এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ড্যান আমাকে বলেছিল যে সেই সময়ে ওহাইওতে এই হাতিয়ারটি কেনায় সে দ্বিতীয় কৃষক ছিল। যাক, সেই ছোট্ট হাতিয়ার তার জাদু দেখিয়েছে, আর ফলন ১২৮% গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ড্যান আরও জমি অধিগ্রহণ করতে থাকল, এবং আজকে, সে হাজার হাজার একর জমিতে চাষ করে। কিভাবে পবিত্র আত্মা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে যার ফলে সে যা কল্পনাও করেনি তার চেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে এমন অনেক গল্প এখন তার কাছে আছে।

তাহলে ড্যান কিভাবে তার সামান্য ফলনের জমিকে পরিবর্তন করল যা প্রচুর লাভ করেছিল? সে তার পরামর্শদাতার, পবিত্র আত্মার পরামর্শ অনুসরণ করেছিল। পরিতাপের বিষয় হল যে বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ান সেই গল্প শুনে কিন্তু কিভাবে এটি ঘটেছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই, সেজন্যই আমি এই বই লেখা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছি। বেশিরভাগ খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বর কতটা মহান তা উদযাপন করবে, স্বীকার করবে যে এটি ঈশ্বর হতে ছিল, কিন্তু কিভাবে এটির অনুকরণ করা যায় তার কোন ধারণা তাদের নেই। তারপরে আমরা একদল খ্রীষ্টিয়ানকে ঈশ্বরের প্রতি মোহভঙ্গ এবং তাদের সমস্যার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে দেখতে পাই। "ঈশ্বর কোথায়? আমি জানি না কেন ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেননি" এগুলো আমি প্রচুর শুনে থাকি।

আমি আশা করি আপনি ইতিমধ্যে এটি উপলব্ধি করেছেন, রাজ্য আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, কারও আনুকুল্যে নয়। ঈশ্বর কাকে আশীর্বাদ করতে যাচ্ছেন আর কাকে করতে যাচ্ছেন না তা বাছাই করেন না। ড্যান ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তিদের একজন নন এবং ঈশ্বরের কাছে সে আপনার তুলনায় বিশেষ কেউ নয়। রাজ্যে ড্যানের মত আপনারও একই আইনি অধিকার রয়েছে। যে কারও যেমন বীজ বপন করার এবং ফসল ফলানোর অধিকার আছে, তেমনি যে কেউ রাজ্যের আইন ব্যবহার করতে জানে তার জন্য ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করবে। আপনি ঈশ্বরের পরিবারের একজন সদস্য এবং তাঁর মহান রাজ্যের একজন নাগরিক এবং তাঁর যা কিছু আছে তাতে আপনার অধিকার আছে।

আসুন আমি আপনাকে বলি কেন অনেক ঈশ্বরের লোক জীবনে ব্যর্থ হচ্ছে। ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কাজ করে তারা জানে না, এবং পবিত্র আত্মার কথা কিভাবে শুনতে হয় তারা জানে না।

*সদাপ্রভু, **তোমার** মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের পবিত্রতম, এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, আমি **তোমার উপকারজনক শিক্ষা দান করি**, ও **তোমার** গন্তব্য পথে **তোমাকে** গমন করাই।*

—যিশাইয় ৪৮:১৭ পদ

ড্যানের সাফল্য যে ড্যান ভেবে বের করেছিল তা নয়। এটি পবিত্র আত্মার নির্ধারিত অদ্বিতীয় একটা কৌশল ছিল কারণ ড্যান রাজ্যের আইন প্রয়োগ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং সে আর তার স্ত্রী পবিত্র আত্মার কথা এবং একটা পরিকল্পনা দিয়ে তাদের সাহায্য করার কথা শুনেছিল। আমি চাই আপনি এটি লিখে রাখুন।

পবিত্র আত্মার পরিকল্পনা আছে!

পরিকল্পনা থাকার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই। পরিকল্পনা ছাড়া ছবি হল স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু পরিকল্পনা দিয়ে স্বপ্ন তৈরী করা যায়।

একটি পরিবার, অনেকগুলি শয়নকক্ষ, প্রশস্ত থাকার জায়গা, একটি বড় আধুনিক রান্নাঘরসহ সুন্দরভাবে তৈরি একটি চমৎকার বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু এই পর্যায়ে সেটা স্বপ্ন, একটা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ছবিটি আঁকতে হবে এবং তারপরে একটি নীল নকশা, পরিকল্পনা করতে হবে। নির্মাতার নীলনকশা হলে পর, বাড়িটি তৈরি করা যেতে পারে। যে কোন কারণে, সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ানদের যাকে আমি ডাকবাক্স মানসিকতা রয়েছে বলি। যখন তারা প্রার্থনা করে, ড্যান যেমন করেছিল, ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ চায়, আর তারা প্রত্যাশা করে তা তাদের ডাকবাক্সে পেয়ে যাবে, বা তারচেয়েও খারাপ হলো, তারা আশা করে কেউ এসে তাদের দিয়ে যাবে। তাদের প্রক্রিয়াটি সমন্ধে কোন ধারণা নেই।

হ্যাঁ, প্রথমত, আপনার অবশ্যই একটা চিত্র থাকতে হবে। তবে সেই চিত্রটি বাস্তবে আনার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে যখন আপনি সত্যিই এটি উপভোগ করেন। উত্তরটি হ'ল এটি ফলপ্রসু করার জন্য একটি পরিকল্পনা বা কৌশল প্রয়োজন। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দেই। যদি আমি আপনাকে বলতাম যে আমি আপনার আর্থিক সমস্যাগুলি খুব দ্রুত ঠিক করতে পারি এবং আপনি আপনার কাগজ আর কলম নিন আমি আপনাকে কি করতে হবে তা বলতে যাচ্ছি, আপনি তাহলে কাগজ এবং কলম নিয়ে আসতেন আর উত্তরটি শোনার জন্য প্রস্তুত হতেন।

আমি আরও বলতে চাই যে, যারা এই বইটি পড়ছেন তাদের বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এখন যা বলব তাতে সম্ভবত আর্থিক চাপকে দূর করবে এবং বছর শেষ হওয়ার আগেই আপনাকে ঋণমুক্ত করবে। এখন, আপনার হাত কলমটি খানিকটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে এবং আমি যা বলতে যাচ্ছি তা যেন আপনি মিস না করেন তা নিশ্চিত করতে আপনি মন দিচ্ছেন।

উত্তরটি সত্যিই খুব সহজ, আমি ব্যাখ্যা করি। এই বছর প্রকৃত মুনাফা করুন। আপনি সম্ভবত আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন তারপর মুচকি হাসতে শুরু করবেন। আমি তখন আপনার মুচকি হাসি দেখে ধরে নেব যে ১ কোটি টাকা যথেষ্ট না, তাই আমি যোগ করছি, "ভাল, যদি এটি যথেষ্ট না হয় তাহলে মাত্র ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উপার্জন করুন" এখন, আপনি শুধু মুচকি হাসছেন না বরং উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করেছেন। কেন? কি ঘটেছে আমি আপনাকে বলি। বেশিরভাগ লোকের জন্য, ১ কোটি টাকা প্রকৃতপক্ষে তাদের ঋণ থেকে মুক্ত করবে, তাই মুচকি হাসছে কারণ তারা নিজেরা কখনো এক বছরে ১ কোটি টাকা উপার্জন করতে দেখেনি। ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সিদ্ধান্তটি শুধু অট্টহাসি বয়ে এনেছে কারণ এটি তাদের সম্ভাবনার দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূরে বলে সেটা হাস্যকর।

মনে করি আমি একটি রফতানি কোম্পানির মালিক এবং আমি আপনাকে প্রতি বাক্সে একটা করে বল ভরে টেপ দিয়ে আটকে তারপর রপ্তানির জন্য পাঠাতে বলছি আর প্রতিটি বলের জন্য আপনাকে ১ লক্ষ টাকা করে প্রদান করার প্রস্তাব দিচ্ছি। আরও ধরে নেই যে আপনি প্রতিদিন প্রায় ৫০০টি বাক্স প্রস্তুত করতে পারেন এবং আমি এই হারে ১২ মাসের চুক্তিও করি। এটি উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিত করা, কিন্তু এটি আমার কথা বুঝাতে সাহায্য করবে।

এখন, ধরে নিচ্ছি যে আপনার আসলে সেই চুক্তিটি হয়েছে এবং আমি আগের মত একই কথা বলছি, আপনার আর্থিক সমস্যার উত্তর হ'ল পরের বছর প্রকৃত আয় ১ কোটি টাকা করা, আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে? এবার আর মুচকি হাসি থাকবে না। তার পরিবর্তে আনন্দ এবং দুর্দান্ত উত্তেজনার চিৎকার হবে। কেন? কারণ

আমি আবারও বলি - আমার মনে হয় এটি আপনার আবার শোনা প্রয়োজন- ঈশ্বরের কাছে আপনার পরিকল্পনা আছে!

এই চুক্তিতে ১০ কোটি টাকা অর্জন করা সহজ হবে। এমনকি, ২৫ কোটি টাকা অর্জন করা সহজ হবে এবং ১০০ কোটি টাকা অর্জনও সম্ভব হবে।

কি বদলেছে? শুধুমাত্র একটি জিনিস - আপনার একটি পরিকল্পনা আছে। ঠিক যেমন আমি পূর্বে বলেছিলাম, যীশু যদি কোথায় আর কিভাবে মাছ ধরতে হবে দেখিয়ে দেন তাহলে যে কেউ মাছ ধরতে পারে, সুতরাং এই কথা এখন আপনার জন্য। আপনার যখন একটা পরিকল্পনা থাকবে, এমন একটা পরিকল্পনা যা আপনি নিজেই বাস্তবায়ন করতে সমর্থ দেখবেন, আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

"কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি; সেই সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প" (যিরমিয় ২৯:১১ পদ)।

আমি আবার বলি - আমার মনে হয় এটি আপনার আবার শোনা প্রয়োজন- ঈশ্বরের কাছে **আপনার** পরিকল্পনা আছে!

কয়েক মাস আগে, আমি যে চার্চে শিক্ষা দিচ্ছিলাম সেখানে আমার এক পার্টনারের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তারা উপাসনা শেষে একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল, অথবা আমার একে বিবৃতি বলা উচিত। "এটা কাজ করেনি! আমি আমার বীজ বপন করেছি, একটা হরিণের ব্যাপারে আমার স্বামীর সাথে একমত হয়েছি, কিন্তু আমি তা পাইনি। " তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কিভাবে তিনি একটি নির্দিষ্ট হরিণ, বিশেষ ধরনের একটি পুং হরিণকে গুলি ছোঁড়ার জন্য দারুণ বীজ বপন করেছিলেন। তাই আমি আরও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলাম এবং অবশেষে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি যেদিন শিকারে গিয়েছিলেন সেদিন কোন হরিণ দেখেছিলেন কিনা। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি যে হরিণের জন্য বপন করেছি ঠিক সেই ধরনের এসেছিল এবং আমার গুলি ছোঁড়ার জন্য নিখুঁত দূরত্বে আমার কাছে দাঁড়িয়েছিল।"

এখন, আমি এতে কিছুটা চোমকে গিয়েছিলাম, তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরপরে কি ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন যে তার লক্ষ্য নিখুঁত ছিল, কিন্তু তিনি একজন বন্ধুকে তার রাইফেলটি দেখার জন্য বলেছিলেন এবং বন্ধুটি তা করেছে বলে ধরে নিয়েছিলেন, সে কখনো নিজে এটি পরীক্ষা করে দেখেননি এবং গুলিটি লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। এখন, এটি আমার কাছে একেবারে পরিস্কার হলেও, আশ্চর্যজনকভাবে, তার কাছে ছিল না।

আমার মনে হয় অনেক বিশ্বাসীরাই এই জায়গায় আছে। কোন কারণে, তারা প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারে না, ফসল কাটাতে তাদের যে ভূমিকা পালন করতে হয়। আমার তাকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে যে ঈশ্বর তার ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু তিনি তার ভূমিকা পালন করেননি। দেখুন, ঈশ্বর আপনাকে পরিকল্পনা দিতে পারেন, কিন্তু এটি কার্যকর করতে পরিকল্পনাটিতে আপনার ভূমিকাটিও পালন করতে হবে। এটা আপনি এবং ঈশ্বর উভয়ের কাজ!

> *স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে **গুপ্ত** এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।*
>
> —মথি ১৩:৪৪ পদ

এই পদে রাজ্যের অনেক সত্য রয়েছে! প্রথমত, গুপ্তধন সংজ্ঞায়িত করা যাক। অভিধান অনুসারে, গুপ্তধন হল মূল্যবান বা কোন ধরনের অমূল্য সম্পদ। তাই গুপ্তধন মানেই যে এক

টুকরো সোনা হতে হবে তা না; এটা আপনার সেই মুহূর্তে যা প্রয়োজন এমন কিছু হতে পারে। তাই এই পদ বলছে যে স্বর্গরাজ্য হল গুপ্তধনের মত, অথবা আপনি বলতে পারেন যে আপনার জীবনে যা কিছু দরকার সবই সেই রাজ্যে রয়েছে। তাহলে সেই রাজ্য কোথায়? এই পদে, যীশু বলেছেন যে এটি একটি ক্ষেত্রে লুকানো আছে। দারুণ, আপনি কি সেই ক্ষেত্রটি কোথায় আছে জানতে চান না? আর, সুসংবাদ হল যে যীশু আমাদের সেই ক্ষেত্রটি কোথায় এবং তাতে লুকানো ধনটি কিভাবে খুঁজে পাব তা বলেন।

আমরা যদি মার্ক ৪ অধ্যায়ে বীজবাপকের দৃষ্টান্তে যাই, কিভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস তৈরি হয় সে বিষয়ে যীশু শিক্ষা দিচ্ছেন দেখতে পাই। সেখানে তিনি মানুষের আত্মাকে মাটির সাথে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে মাটিতে বপন করা বীজের সাথে তুলনা করে একটি সাদৃশ্য ব্যবহার করেন। একই সাদৃশ্য ব্যবহার করে, আমি অনুমান করতে পারি যে মথি ১৩ অধ্যায়ে উল্লেখ করা ক্ষেত্রের সংজ্ঞাও একই, মানুষের আত্মা হবে। আমি এক মুহূর্ত নিতে চাই এবং ৬ অধ্যায়ে আমরা যা শিখেছি তা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, যখন আমরা নতুন জন্ম লাভ করি, তখন আমাদের মানব আত্মা ঈশ্বরের আত্মার সাথে এক হয়ে যায়, যা আমাদের ঈশ্বরের চিন্তাভাবনাগুলি দেখার সুযোগ করে দেয়। কাজেই ক্ষেত্রটিতে যে ধন আছে তা আমাদের একেবারে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে ঈশ্বর যা তার সমস্ত কিছু এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেহেতু আমরা আত্মায় তাঁর সাথে এক।

> *চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই, যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন। কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।*
>
> —১ করিন্থীয় ২:৯-১২ পদ

আর তারপর ১ করিন্থীয় ২:১৬ পদ যোগ করে যে আমাদের খ্রীষ্টের মন আছে! যীশু লূক ১৭:২০-২১ পদে এই ধন কোথায় আছে তা যাচাই করেন।

> *ঈশ্বরের রাজ্য জাঁকজমকের সহিত আইসে না;...কারণ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।*

—লূক ১৭:২০-২১ পদ

তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।

—১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ পদ

তাই, আমি যা বলতে চাচ্ছি তার সার সংক্ষেপে করি।

আপনার মধ্যে গুপ্তধন আছে!

কতখানি গুপ্তধন আছে? আপনার দেখা অদ্ভুত স্বপ্নের চেয়েও বেশি সম্পদ! অপরিমেয় সম্পদ!

পরন্তু, যে শক্তি আমাদের মধ্যে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞা ও চিন্তার অতীত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন।

— ইফিষীয় ৩:২০ পদ

আমার বন্ধু, এটা, সমগ্র রাজ্য ইতিমধ্যেই আপনার হয়েছে। ঈশ্বর ইতিমধ্যে আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে কিছু যোগ করতে পারেন না। আপনার ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ পেয়েছেন!

এখন, এখানে আমাদের নিজেদেরকে ভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমাদের কল্পনার অতীত এই গুপ্তধন! সাধারণত, যখন আমাদের কিছুর প্রয়োজন হয় বা সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন আমরা উত্তরের জন্য নিজেদের গন্ডির বাইরে দেখার জন্য নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে থাকি। আর এখন, পবিত্র আত্মা, ঈশ্বর স্বয়ং, আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং তিঁনিই আমাদের সাহায্যকারী। আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে আত্মায় বা পরভাষায় প্রার্থনা করা কিভাবে নির্দেশনা দেয় এবং রহস্য উন্মোচন করে। কিন্তু এই ধরনের সাহায্য কতটা অমূল্য হতে পারে বা ঈশ্বর সত্যিই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের উত্তর হতে চান তা বুঝতে পারা অনেক লোকের জন্যই কঠিন।

কিন্তু যখন আপনি নতুন জন্ম লাভ করেছিলেন, আপনি ঈশ্বরের নিজের পরিবারের একজন সদস্য এবং তাঁর মহান রাজ্যের নাগরিক হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে আপনাকে তাঁর যা আছে তা সবই দিয়েছেন! প্রকৃতপক্ষে, লুক ১২:৩২ পদে বলে ভয় পাওয়ার বা ভীত হওয়ার

কোন কারণ নেই কারণ আপনার পিতা আপনাকে রাজ্য দেওয়ায় হিতসংকল্প হয়েছেন। কোন রাজ্য? তাঁর রাজ্য!

"হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার হিতসংকল্প হইয়াছে" (লুক ১২:৩২ পদ)।

বন্ধু, এই সমগ্র রাজ্য ইতিমধ্যেই আপনার আছে। ঈশ্বর ইতিমধ্যে আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে কিছু যোগ করতে পারেন না। আপনি ইতিমধ্যেই এর সম্পূর্ণ পেয়েছেন! অনেক লোক এমন ভাব করে যে যদি তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঈশ্বরকে জড়ায় তাহলে সেটা ঈশ্বরকে বিরক্ত করা। কিন্তু এটা নিছকই অজ্ঞতা। যদি আমি আপনাকে বলি যে আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক, এবং আপনি বলেন, "আচ্ছা, আমি আসলে জানি না। যদি আমি এখানে দোকান দেই, ভয় হয় আমি যদি দেশের আইনের কোন সুবিধা নেই যা আমাকে এখানে ব্যবসা করতে অনুমতি দেয় তাতে আবার কাউকে বিরক্ত করা না হয়।" একজন নাগরিক হিসাবে, আপনার কাছে ইতিমধ্যেই সমস্ত আইন এবং সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যা সমগ্র দেশ আপনাকে যা দেবার ছিল দিয়ে দিয়েছে। এর সবকিছু আপনার! পিছিয়ে থাকবেন না। আইনত যাকিছু ইতিমধ্যেই আপনার তার সব সুবিধা ভোগ করুন!

কেন ঈশ্বরের রাজ্যকে একটি গুপ্তধনের সাথে তুলনা করা হয়?

কারণ আপনার যদি স্বর্গের জ্ঞান লাভের সুবিধা থাকে তাহলে আপনি অনন্য এবং অস্বাভাবিক এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কৌশলগুলি দিয়ে প্রতিটি পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তা জানতে পারেন। এটি কিভাবে কাজ করে আমি আপনাকে তার আরেকটি উদাহরণ দেই।

ড্রেন্ডা এবং আমি যখন রাজ্য সম্বন্ধে শিখতে শুরু করি, তখন আমাদের জীবন ভীষণভাবে বদলে গিয়েছিল। ঋণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়া যেন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার মত ছিল এবং জীবন একটি সম্পূর্ণ নতুন সুবাসে ভরে গিয়েছিল। আমাদের ৫৫ একর জমির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা আশ্চর্য স্বপ্নের মত ছিল, এটি অকল্পনীয় ছিল, কিন্তু আমাদের তখনও এর উপর একটি বাড়ি করার প্রয়োজন ছিল। আমরা বাড়ি নির্মাণ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, এবং আমরা সত্যিই জানতাম না কোথা থেকে শুরু করব। কিন্তু আমরা সেই জায়গাতে আমাদের প্রয়োজনীয় বাড়িটি কিভাবে করতে পারি সে সম্পর্কে প্রার্থনা করতে লাগলাম। আমরা আমাদের সাহায্যের জন্য পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস করতে যাচ্ছিলাম।

সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত থাকতে চাচ্ছিলাম বলে, আমরা একটি বাড়ি তৈরির জন্য অপ্রচলিত উপায়গুলি অন্বেষণ করতে শুরু করি। কম খরচে একটি চমৎকার বাড়ি করার পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি হল একটি মডুলার বাড়ি তৈরি করা। একটি মডুলার বাড়ি কোন ট্রেলার নয়, বরং, এমন বাড়ি যা একটি কারখানায় আলাদা আলাদা অংশে তৈরি করা হয় তারপর আপনার

জায়গায় এনে সেট করা হয়। এই বাড়িগুলি কাঠের বেড়া দিয়ে তৈরি বাড়ির মত একই মানের কিন্তু কারখানায় ব্যবহৃত দক্ষ বিল্ডিং পদ্ধতির কারণে দাম কম। তাই আমরা দুই তিনটি মডুলার বিল্ডিং কোম্পানি এবং তাদের প্রস্তাবিত মডেল দেখলাম। গবেষণা করে এবং মডুলার বাড়িগুলি দেখার পরে, আমাদের মনে হল যে এই পথে আগানো যায় আর আমরা একটি কোম্পানি এবং মডেল বেছে নেই যা আমাদের জমিতে একটি চমৎকার বাড়ি হবে বলে মনে হলো। আমরা ভার্জিনিয়ায় একটি হোমস্কুল সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমরা আমাদের সাথে প্ল্যানটি নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেন আমরা কোনকিছু বাদ গেল কিনা তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং আমাদের মনে হল ফিরে এসে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে এইভাবে নিশ্চিত করার এটা একটা ভাল উপায়।

ভার্জিনিয়ায় সম্মেলনে বক্তৃতা করতে আমাদের আমন্ত্রণ কিভাবে এসেছিল তা আমার মনে নেই, কিন্তু আমরা সেখানে হোমস্কুলের একজনের পরিবারের সাথে থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তাদের সুন্দর দক্ষিণমুখী বাড়িতে পৌঁছে এবং আমাদের নতুন বন্ধুদের সাথে দেখা করার পরে, আমরা তাদের বাড়িটি কতটা চমৎকার ছিল সে সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি। সেই কথাবার্তার সময় আমরা জানতে পারি যে তারা নিজেরাই এটি তৈরি করেছেন। আমি প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। "আপনারা কি ঠিকাদার?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, "না"। সেই পরিবারের কর্তা আমাদের জানান যে তিনি স্থানীয় একটা বড় কোম্পানিতে একজন হিসাবরক্ষক হিসেবে ছিলেন। "আচ্ছা, আপনারা নিজের ঘর কিভাবে বানাতে হয় তা কেমন করে জানলেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তারা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন, এবং সেই কথোপকথনে, আমরা তাদের বলেছিলাম যে আমরাও একটি বাড়ি তৈরি করছি এবং আমরা শহরে ফিরে যাবার পর পরই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছি। তারা এটা শুনে ভীষণ খুশি হলেন এবং আমাদের নতুন বাড়ি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমরা তাদের রাজ্য সম্বন্ধে এবং আমাদের জীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্কে বলতে শুরু করি। আমরা কিভাবে ৫৫ একর জমির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করেছি এবং সেই খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা কতটা উদগ্রীব ছিলাম তা আমরা জানালাম।

আমরা জানালাম যে আমাদের সাথে আমাদের প্রকৃত প্ল্যান ছিল, তখন তারা সেটা দেখতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, অবশ্যই, আমরা তাদের মতামত পেতে আনন্দিত ছিলাম। তাই আমরা প্ল্যানটি বের করলাম, এবং তাদের রান্নাঘরের টেবিলে প্ল্যানটি নিয়ে বসলাম। সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর একটু পরই বলতে বলতে লাগ্লেন যে - "না, এই জায়গাটা খুব ছোট," বা "আপনার একটা বড় রান্নাঘর দরকার" বা "আপনার বাচ্চারা যখন বড় হবে তখন আপনি কি এই বাড়ির ব্যাপারে ভেবেছেন?" পালক হিসাবে, আপনার সত্যিই বিনোদনের বড় একটা জায়গা

দরকার।" আসলে, মোদ্দা কথা হল তারা আমাদের দেখালো কেন এই বাড়ি তৈরি করা আমাদের ঠিক কাজ হবে না এবং তাদের প্রতিটি পয়েন্টের সাথে আমাদের একমত হতে হয়েছিল। "আচ্ছা, এই খরচে আমরা কিভাবে একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে পারি?" "সেটা সহজ," তারা বললেন। "নিজেই তৈরি করুন!" কথা শুনে আমি প্রায় হেসে ফেললাম। "আমি আমার নিজের বাড়ি তৈরি করব?" যেমন বলেছি, আমি বাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না! কিন্তু তারা আমাদের উৎসাহ দিতে শুরু করেন, এই বলে যে এটি এত কঠিন কাজ নয়। তারা আমাদের একটি বইয়ের কথা বললেন, *সেইভ আপ টু $ 50,000 অর মোর এজ ইওর ওন জেনারেল কন্সট্রাক্টর: হাউ টু প্ল্যান, সাব কন্ট্রাক্ট এন্ড বিল্ড ইওর ড্রীম হাউস* (নিজে সাধারণ ঠিকাদার হয়ে ৫০ লক্ষ টাকা বা তার অধিক খরচ বাঁচান: কিভাবে পরিকল্পনা ও সাবকন্ট্রাক্ট করবেন এবং আপনার স্বপ্নের ঘর তৈরি করা যায়, লেখক ওয়ারেন ভি. জিগার) ।

তাই আমরা বাড়ি ফিরে আসলাম তখন মডুলার বাড়ি তৈরির চুক্তিতে স্বাক্ষর করব না ঠিক করলাম। আমরা বইটি অর্ডার করলাম এবং প্রতিটি অধ্যায় চিন্তা সহকারে পড়লাম। পাশাপাশি আমরা কাস্টমাইজ করা বাড়ির প্ল্যানও দেখতে শুরু করলাম। অবশেষে, আমরা একটি বাড়ির প্ল্যান পেলাম যা আমাদের ভাল লেগেছিল আর ধাপে ধাপে পরিকল্পনাকে ভাগ করতে শুরু করলাম। যারা নিজেরা এমন বাড়ি তৈরি করেছে সেইসব বন্ধু এবং লোকদের সাথেও কথা বললাম। অবশেষে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা এটি করতে পারব! আমরা বিল্ডিং প্ল্যানগুলি দেখে নিজেদেরকে প্রশ্ন করলাম, "এই বাড়িটিকে আমাদের বাজেটের মধ্যে আনতে আমরা নিজেরা কি করতে পারি?" অবিশ্বাস্যভাবে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি পুরো বাড়িটির তারের কাজ করতে পারব, যদিও আমি আমার জীবনে কখনও ১২/২ তারের গোছা হাতে নেইনি। আমার এক বন্ধু যে তারের কাজ জানে আমাকে বলেছিল যে এটি সহজ এবং কিভাবে করতে হয় সে আমাকে দেখিয়ে দেবে।

যেহেতু আমি আমার ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, ড্রেন্ডা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সে সাব-কন্ট্রাক্টরদের সাথে সাধারণ ঠিকাদার হয়ে কাজ করবে। আমরা বাড়ির কাঠামো করার জন্য একজন ঠিকাদারকে রেখেছিলাম এবং বাকিটা আমাদের কাজ। এরপর থেকেই আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু দিন শুরু হয়। গল্পটা সংক্ষিপ্ত করতে, আমরা মডুলারের প্রস্তাবিত আয়তনের চেয়ে দ্বিগুণ বর্গফুট আয়তনের বাড়ি সম্পূর্ণ করেছি। আমাদের শক্ত কাঠের দরজা; শক্ত কাঠের মেঝে; সম্পূর্ণ কাঠের ছাঁচনির্মাণ; এবং রান্নাঘরে সুন্দর, কাস্টম করা ক্যাবিনেটগুলি নতুন স্টেইনলেস স্টিলের সরঞ্জাম দিয়ে পূর্ণ ছিল। আমরা হিসাব করে দেখলাম যে এটি নিজেরা তৈরি করে ২০ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ বাঁচিয়েছি!

আমি সবসময় বলি যে ঈশ্বরের গুপ্ত তথ্য আপনার জন্য লুকানো আছে, আপনার কাছ থেকে নয়! শয়তান অন্ধকারে বাস করে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানে না।

আজকে, আমি আনন্দিত যে আমরা পবিত্র আত্মাকে একটি পরিকল্পনা দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে বলেছিলাম বলে। আমরা নিজেদের যোগ্যতায় যে স্বপ্ন দেখতে পারতাম তার চেয়ে অনেক বেশি ফল পেয়েছি। আমি এখনও বিস্ময়ের মধ্যে আছি যে কিভাবে ঈশ্বর ভার্জিনিয়ার সেই ট্রিপটি সাজিয়েছিলেন এবং যারা সবেমাত্র তাদের নিজস্ব বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন আমাদের সেই দম্পতির সাথে রেখেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে যদি এটি না হতো, আমরা সম্ভবত মডুলার বাড়ি তৈরি করতাম। আমি বলছি না যে মডুলার বাড়ি দিয়ে কিছুদিনের জন্য কাজ চলতো না, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জন্য তা ছোট হয়ে যেতো। আমরা যে বাড়িটি তৈরি করেছি তা এখনও কিভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে, আপনাকে পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা দেবে যা আপনার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যাবে আমাকে সেই উদাহরণের সাক্ষ্য দেয়!

আর তাই, আমি আরেকবার বলি...

ঈশ্বরের কাছে <u>আপনার</u> পরিকল্পনা আছে!

কিন্তু আপনি বলতে পারেন, "গ্যারী, এর সবই ভাল, কিন্তু মথি ১৩:৪৪ পদ বলে পরিকল্পনাটি গুপ্ত রয়েছে!" হ্যাঁ, ঠিক তাই, আর সেটা আপনার সুবিধার জন্য। মথি ১৩:১০-১১ পদে যীশু কি বলেন তা দেখুন।

> *পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের নিকটে কথা কহিতেছেন?" তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব। সেই বিষয়গুলি গুপ্ত আছে] সকল **<u>তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে</u>**, কিন্তু তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই।"*
>
> —মথি ১৩:১০-১১ পদ

এই গুপ্ত জ্ঞান আপনার জন্য আর শয়তান বা দুষ্ট লোকদের জন্য নয় যারা জানলে এটির অপব্যবহার করবে বা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বাধা দেবে। বাইবেল বলে যে ঈশ্বর যা করছে তা শয়তান ধরতে পারলে সে কৌশল পরিবর্তন করে ফেলবে।

কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা কহিতেছি, সেই গুপ্ত জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপের জন্য যুগপর্যায়ের পূর্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেহ তাহা জানেন নাই; কেননা যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না।

—১ করিন্থীয় ২:৭-৮ পদ

আমি সবসময় বলি যে ঈশ্বরের গুপ্ত তথ্য আপনার জন্য লুকানো, আপনার কাছ থেকে নয়! শয়তান অন্ধকারে বাস করে এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানে না। সে শুধু ঈশ্বর যা করছেন সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। যতক্ষনে সে কি হচ্ছে বুঝতে পারে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়! সুতরাং পরের বার যখন মধ্যরাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে আপনার কাছে তখনও কোন উত্তর নেই বলে আপনি একটু ঘাবড়ে যান, তখন জেনে রাখুন যে ঈশ্বর কখনই দেরি করেন না, এবং আপনি যেটাকে দেরি হিসাবে দেখছেন তা যতক্ষণ না এটি প্রকাশ করার সময় আসছে সেই উত্তর গোপন রেখে আপনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

*স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে **গুপ্ত** এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাইয়া এক ব্যক্তি **গোপন করিয়া রাখিল**, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।*

—মথি ১৩:৪৪ পদ

ক্ষেত্র কি, কোথায় এবং কেন গুপ্তধন লুকানো রয়েছে তা আমরা আলোচনা করেছি। আত্মায় প্রার্থনা করে এবং পবিত্র আত্মার রব শোনার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য থেকে সেই গুপ্ত বিষয়গুলি শুনতে হয় তাও আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় আমাদের এই পদে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি তালিকাভুক্ত রয়েছে যা আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। এতে কর্ণপাত না করায় অনেক ভাল ও মহৎ পরিকল্পনার পতন ঘটেছে এবং মানুষের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। আপনি যদি এই পদে লক্ষ্য করেন এখানে বলে যে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে ধন, ধারণা, দিকনির্দেশনা বা পরিকল্পনা শুনার পর, সে আবার তা লুকিয়ে রাখে। সে সাথে সাথে এটা নিয়ে কাজ শুরু করে না! সে প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছে বা তাঁর নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ পরিকল্পনা সম্পর্কে তখনই তার সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের বলতে শুরু করে না। বাইবেল বলে যে সে আবার য়া লুকিয়ে রাখে, তার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে এবং তারপর ক্ষেত্রটি কিনে নেয়। সহজ কথায়, সে গুপ্তধনের অবস্থান অন্য কারো কাছে প্রকাশ করতে চায় না যতক্ষণ না সে প্রকৃতপক্ষে এটির মালিক হচ্ছে। সে এটির মালিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, কেউ যেন তার কাছ থেকে এটি চুরি করতে না পারে সেটা নিশ্চিত হয়।

বাইবেল আরও প্রকাশ করে যে সে যখন প্রথম গুপ্তধন খুঁজে পায়, তখন সে আসলে গুপ্তধনের জন্য অর্থ প্রদানের মত অবস্থায় ছিল না এবং এটি ক্রয় করতে সক্ষম হতে তাকে একটি প্রস্তুতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই নীতি অর্থ বা শুধুমাত্র কিছু কেনার উর্ধ্বে চিন্তা করে। আপনি যদি সফল হতে চান তবে এটি আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং পবিত্র আত্মা আপনাকে যা দেখায় তার সাথে আপনি কিভাবে কাজ করবেন তা শিক্ষা দেয়।

শাস্ত্র বলছে যে একবার আপনি ধারণা বা নির্দেশনা শুনলে পর, যতক্ষণ না আপনি এটি দখল করার ক্ষমতা পান ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি অবশ্যই এটির দিকে অগ্রসর হবেন না। আমার মনে হয় আমরা সবাই সহজেই দেখতে পারি কিভাবে এটি অর্থের ব্যাপারে কাজ করে। আপনার যদি জমি কেনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা না থাকে, তবে আপনি অবশ্যই কাউকে বলবেন না যে এটিতে একটি গুপ্তধন আছে। যদি কথাটি জানাজানি হয়ে যায় যে এতে গুপ্তধন আছে, আপনি নিশ্চিত যে অন্য কেউ এটি প্রথমে কিনে নেবে। তার পরিবর্তে, গুপ্তধন সম্পর্কে সত্যটি নিজের কাছে গোপন রেখে, আপনি চলে যাবেন এবং জমি কেনার জন্য অর্থ পেতে যা যা দরকার তা করবেন।

আপনাকে দেওয়া ঈশ্বরের পরিচালনা বা নির্দেশনার ক্ষেত্রেও ঠিক একই নীতি প্রযোজ্য। অনেক সময়, খ্রীষ্টিয়ানরা শেষের জন্য শুরুটা মিস করে। অনেক সময়, পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে একটি ধারণা প্রকাশ করবে, সেই মুহূর্তে আমরা যেন ধারণাটি নিয়ে কাজ করতে শুরু করি সেজন্য তা আমাদের কাছে প্রকাশ করেন না বরং আমরা যেন বাস্তবিকভাবে সুযোগটি আয়ত্ত করতে পারি সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হতে দেন। যেকোন প্রচেষ্টার প্রস্তুতি পর্ব হলো প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খেলাধুলায়, যখন কেউ দেখছে না সেই অনুশীলনের সময় দলগুলি খেলার জন্য কতটা ভাল প্রস্তুতি নেয়, তার উপর ভিত্তি করে খেলাগুলির হার বা জিত নির্ভর করে। তবে আপনাকে একমত হতে হবে যে অনুশীলন আনন্দদায়ক নয়; এটা কষ্টকর এবং ক্লান্তিকর। সেই তুলনায়, সবাই খেলার উত্তেজনা, ভিড়, আলো এবং বিজয়ের শিহরন পছন্দ করে।

দুর্ভাগ্যবশত, প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া না হলে সেই স্বপ্নগুলি ব্যথা এবং দুঃখে পরিণত হয়। এই নীতি না জানায় কত লোককে যে আমি ভরাডুবি হতে দেখেছি তা বলে শেষ করতে পারব না। আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের আহুত ছিল, যারা অভিষিক্ত ছিল, তারা আবেগপ্রবণ হয়ে বা আর্থিকভাবে প্রস্তুত না হয়ে যখন একটি মন্ডলী শুরু করে আর তখন যে স্বপ্নটি তারা কল্পনা করেছিল তার পরিবর্তে বিপর্যয় ঘটেছে। আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা ঈশ্বর তাদের ব্যবসার জন্য ধারণা দিতে শুনেছেন এবং সফলতার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু যথাযথ পরিশ্রম বা প্রস্তুতি ছাড়াই তাদের পূর্ণকালীন চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। এই গল্পগুলির দুঃখজনক অংশ হল যে ঈশ্বরকে দায়ী করা হয়, এবং

জড়িত ব্যক্তিদের শুধুমাত্র নিজের সাথেই নয়, ঈশ্বরের প্রতিও মোহভঙ্গ হয়। আমি নিশ্চিত নই কেন অনেক লোক মনে করে সাফল্য রাতারাতি আসে। কিন্তু লোকদের অবশ্যই শেখানো উচিত যে সাফল্যের প্রক্রিয়াগুলো এই সহজ পদেই আছে।

লোকেরা আমার কাছে আসে এবং বলে, "পালক মশাই, ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যে এটি আমার মন্ডলী।" তারপরে আপনি তাদের আর দেখতে পাবেন না। "পালক মশাই, ঈশ্বর আমাকে এই ব্যবসার জন্য দারুণ বুদ্ধি দিয়েছেন।" পরবর্তীতে আপনি শুনতে পাবেন যে তাদের বাড়িটি শেরিফের পরেরবারের বিক্রয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গাড়ি ফেরত নেওয়া হয়েছে। এইটা ঈশ্বর আপনার জন্য যা রেখেছেন তা নয়।

যখন আমরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে কোন বুদ্ধি পাই, তখন তার মানে এই নয় যে আমরা সেই মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। বেশিরভাগ সময়, এটি আমাদের সেই স্বপ্নকে আড়াল করতে এবং তা দখল করার জন্য প্রস্তুত করে পরিচালিত করে। সাধারণত, সাফল্যের সাথে সেই দর্শনটি দখল করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু থাকে না। ঈশ্বর আপনাকে যা করার বিষয়ে দেখিয়েছেন তার উপর নির্ভর করে তার প্রস্তুতির জন্য এক সপ্তাহ বা এমনকি এক বছরও সময় লাগতে পারে। আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে প্রস্তুতি এবং যথাযথ সময় সেই বুদ্ধির সমতুল্য এমনকি তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

আমার ক্ষেত্রে আমি জানি, ১৯ বছর বয়সে আমাকে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহবান করা হয়েছিল। আমি একটি সরাসরি দর্শন পেয়েছিলাম যেখানে আমি নিজেকে একটি বাইবেল হাতে নিয়ে থাকতে দেখেছি, আর প্রভু তিনবার বললেন, "আমি তোমাকে আমার বাক্য প্রচার করার জন্য আহবান করেছি। এটি অত্যন্ত বাস্তব এবং শক্তিশালী অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু প্রভু আমাকে সেই মুহূর্তে গিয়েই প্রচার শুরু করতে বলেননি। তার পরিবর্তে, তিনি আমাকে কলেজে যেতে বলেছিলেন। দেখুন, আমি আসলে গড়ে ১.৩ পয়েন্ট নিয়ে হাই স্কুল পার করি। সেই সাথে আমি অত্যন্ত লাজুক ছিলাম এবং মানুষের ভীড় এড়িয়ে চলতাম। আমাকে একদম পরিষ্কার করে বলতে দিন। লোকদের পরিচর্যা করার মত যে পরিপক্কতা থাকা দরকার তার ধারেকাছেও আমি ছিলাম না! তাই আমি কলেজে গেলাম, এবং এটি কঠিন ছিল, ভীষণ কঠিন ছিল- কিন্তু আমি অধ্যবসায় সহকারে আমার চার বছরের ডিগ্রি শেষ করেছি।

কলেজ থেকে যখন বের হলাম, আমি চিন্তা করছিলাম যে তখন প্রচার করার সময় হয়েছে কিনা। কিন্তু প্রভু আমাকে বলেছিলেন যে তিনি চান আমি যেন বীমা এবং সিকিউরিটিজ বিক্রি করে এমন একটি স্থানীয় আর্থিক সংস্থায় চাকরি নেই। যদিও এটি আমার কাছে বোধগম্য ছিল না, আমি জানতাম যে আমি যে রব শুনছিলাম তা ঈশ্বরের ছিল আর তাই আমি সেই পদে চাকরি নেই। সেই কাজ কলেজের চেয়েও কঠিন ছিল। আমাকে প্রতিদিন বিজ্ঞাপন দিয়ে কল করতে এবং মানুষের ভয় কাটিয়ে উঠতে শিক্ষা লাভ করতে হয়েছিল। কমিশন দিয়ে জীবনযাপন করাও কঠিন ছিল, এবং, সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রতিদিন পদত্যাগ করতে চাইতাম, কিন্তু আমি

জানতাম যে আমি পারব না। অবশেষে, কয়েক বছর পরে, আমি যা করছিলাম তাতে দক্ষ হয়ে উঠলাম। প্রকৃতপক্ষে, ড্রেন্ডা এবং আমি দেশব্যাপী ৫,০০০ অফিসের মধ্যে আমরা যে ফার্মের সাথে ছিলাম সেই অফিসকে এক নম্বর পজিশনে উন্নীত করেছি।

সেই সময়েই ঈশ্বর আমাকে বললেন যে এখন মন্ডলী স্থাপন করার সময় হয়েছে। তখন আমার বয়স ৪০ বছর ছিল। আমার ১৯ বছর বয়সে তিঁনি আমাকে যে দর্শন দিয়েছিলেন তার জন্য আমাকে প্রস্তুত করতে ঈশ্বরের ২১ বছর সময় লেগেছিল। পালকীয় কাজ যখন শুরু করি তখন আমি বুঝতে পারলাম কেন এত প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। পালকীয় কাজ করা আমি যতটা ধারণা করেছিলাম তারচেয়েও কঠিন ছিল। কিন্তু লোকদের সাথে আমার কাজ করার প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায় প্রত্যাখ্যান সামলানোর ফলে, আমি আমার জীবনে ঈশ্বরের আহবানের প্রতি বিশ্বস্ত হতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিটি কাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে ২১ বছর লাগবে না, তবে প্রস্তুতির নীতি একই থাকবে।

প্রস্তুতির এই নীতির কারণে, আমি মথি ১৩:৪৪ পদকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই:

> *আপনার মধ্যে স্বর্গরাজ্য আপনাকে গোপন জ্ঞান, লুকায়িত বিষয় জানার সুযোগ দেয় যেটা ঈশ্বর জানেন। এই জ্ঞান স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মা থেকে পাওয়া যায়, যা আপনার মধ্যে রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি সেই গোপন জ্ঞানটি খুঁজে পায় বা শুনে যে তাঁর কাছে একটি গুপ্তধন আছে, তার জন্য উত্তর হল, তিনি আবার এটি তার হৃদয় এবং মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। এবং তারপরে তাঁর আনন্দ সহকারে আর অন্বেষণ করার সমস্ত শক্তি সহকারে, সাবধানতার সাথে প্রস্তুতি নিয়ে, যে পরিচালনা এবং নির্দেশনা তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, এভাবে তার উত্তরটি ধরে রাখতে এবং লব্ধ করতে যান।*

৮

পদোন্নতির কঠিন স্থান

নিউজিল্যান্ডের একটি বৃহৎ মন্ডলীর পালক, আমার বন্ধু পালক পিটার এবং তার স্ত্রী বেভ, অল্প সময়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসছিলেন। সেটি বড়দিনের সময় ছিল, আর তারা কলোরাডো স্প্রিংসের ব্রডমুর হোটেলে কয়েক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এবং বড়দিনের দৃশ্য উপভোগ করার জন্য থাকতে যাচ্ছিল। আপনি যদি ব্রডমুরে না গিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বলছি, এটি আমেরিকার অন্যতম সেরা রিসোর্ট এবং রকি পর্বতমালার বিপরীতে অবস্থিত; এবং তাদের বড়দিনের অপূর্ব সুন্দর সাজসজ্জার জন্য সুপরিচিত। পালক পিটার আমাদের কল করে জানালেন যে তারা সেখানে থাকবেন এবং জানতে চাইলেন আমরা তাদের সাথে যোগ দিতে চাই কিনা। আমরা সুযোগটি লুফে নিলাম এবং সেখানে সবচেয়ে চমৎকার তিনটি দিন অতিবাহিত করলাম।

আমি যখন পালক পিটারের সাথে থাকি, আর তিনি আমার বোর্ডে থাকায় আমরা সাধারণত পরিচর্যা নিয়ে কথা বলে অনেক সময় অতিবাহিত করি, যা এই ভ্রমণের ক্ষেত্রেও ছিল। আমরা দুজনেই আসন্ন বছরের জন্য আমাদের পরিকল্পনার কথা বলছিলাম আর আমাদের চিন্তাগুলো শেয়ার করছিলাম। অবশেষে, বিদায় নেবার সময় আসল, যা সবসময়ই বেদনাদায়ক কারণ তারা আমাদের অনেক প্রিয় বন্ধু। ড্রেন্ডা এবং আমি সাধারণত বছরে একবার নিউজিল্যান্ডে তাদের কাছে যাই, অথবা কমপক্ষে এক বছর পর পর যাই, কিন্তু এই বছর, আমি ইতিমধ্যেই অনেক ব্যস্ত ছিলাম এবং যাবার কোন পরিকল্পনা ছিল না।

তাই আমরা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে নতুন বছরকে বরণ করতে প্রস্তুত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। তবে মজার বিষয় হল, ৯ই জানুয়ারী, আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম যেখানে আমাকে বলা হয়েছিল যে পালক পিটার আমাকে ফেব্রুয়ারিতে তার মন্ডলীতে প্রচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছেন। আমার মনে আছে আমি ভাবছিলাম যে এটি একেবারেই অস্বাভাবিক কারণ আমি সবেমাত্র তার সাথে তিন দিন কাটিয়ে আসলাম, কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলেননি, আর ফেব্রুয়ারি মাস আসতে মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি ছিল। আমি সকালের নাস্তা করার জন্য রান্নাঘরে যাওয়ার সময় ড্রেন্ডাকে প্রভু আমাকে যা বলেছেন জানালাম।

আমার কম্পিউটার রান্নাঘরের টেবিলে ছিল, এবং আমি এমনি সেটা চালু করলাম। আমি যখন সেখানে বসে কফি পান করছিলাম, আমি দেখলাম যে পালক পিটারের কাছ থেকে একটি ইমেল এসেছে। আমি ইমেলটি খুলতেই অবাক হয়ে দেখলাম যে পালক পিটার আমাকে তার

বার্ষিক আর্থিক সম্মেলনে আসার এবং প্রচার করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা মাত্র তিন সপ্তাহ পরেই ছিল। আমি যদিও অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু স্বপ্নের কারণে চমকে যাইনি। পিটার যখন আমাকে নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই মাসে আমার বেশ কয়েক জায়গায় ভ্রমণ করার কথা থাকায় সেটা সম্ভব হবে কিনা দেখার জন্য আমি আমার সময়সূচীতে চোখ বুলালাম। অকল্যান্ডে যাবার কয়েকদিন আগে ড্রেন্ডা এবং আমার আগে থেকেই আর্জেন্টিনার বুয়েনস অ্যারিসে যাওয়ার কথা ছিল। আমার সময়মত সেখানে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় ছিল বুয়েনস অ্যারিস সম্মেলনের পরে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে চলে যাওয়া এবং তারপরে অকল্যান্ডের ফ্লাইট ধরা। আমি কখনোই এধরনের একটি ভ্রমণ পরিকল্পনা করতাম না, কিন্তু যেহেতু প্রভু আমার সাথে কথা বলেছেন, আমি জানতাম যে আমাদের সেখানে যেতে হবে।

আর্জেন্টিনায় আমাদের ভ্রমণ ছিল একটি কর্পোরেট ট্রিপ যা আমার একজন বিক্রেতা কর্তৃক স্পনসর করা হয়েছিল যার সাথে আমার কোম্পানি ব্যবসায় যুক্ত ছিল। ট্রিপটি ভাল ছিল এবং কিছু বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে আমার সাধারণত বছরে একবারের মত দেখা হয় তাদের সাথে দেখা হওয়ায় একটি দুর্দান্ত সময় ছিল। আর্জেন্টিনা সেই সময়ে বেশ কিছু গুরুতর আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করছিল, এবং শহরে কিছু দাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, এটি একটি দুর্দান্ত ট্রিপ ছিল কারণ আমি এর আগে কখনও সেখানে যাইনি। সিডনিতে আমাদের ফ্লাইটটি ১৬ ঘন্টার যাত্রা ছিল, যা আমার এযাবৎকালের দীর্ঘতম ফ্লাইট হবে। এটা দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে যাবে, যা দারুণ হবে বলে মনে করলাম কারণ আমি উপর থেকে পৃথিবীর সেই অংশটি দেখব আশা করছিলাম।

আমাদের ফ্লাইটের সময়, জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে বরফ এবং তুষার ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না, আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি একটি আর্জেন্টিনার এয়ারলাইনে যাচ্ছি, সেই দেশ, যা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত, আর্থিকভাবে টিকে থাকার লড়াই করছিল। ভাবনাটা এক সেকেন্ডের জন্য আমার মাথায় ঘুরপাক খেলো যে এই কোম্পানি যদি তার বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শর্টকাট নেয় এবং আমাদের পৃথিবীর এই অংশে নামতে হয় তাহলে সেটা খুব সুন্দর চিত্র হবে না। কিন্তু আমি জানতাম যে আমি খুব নিরাপদ হাতে ছিলাম, প্রভু নিজেই আমাকে সেই ভ্রমণ করতে পরিচালনা দিয়েছিলেন।

সিডনি পৌঁছানোর পর, আমরা পালক পিটার এবং বেভকে কল করলাম এবং আমরা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম যে পালক পিটার হাসপাতালে এবং সবেমাত্র একটি বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

"কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।"
(রোমীয় ৮:১৪ পদ)।

তিনি তার সাপ্তাহিক ছুটির বড় আর্থিক সভায় প্রচার করতে পারবেন না এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমি পুরো প্রোগ্রামটিতে শিক্ষা দিতে পারি কিনা।

আমি এখন বুঝলাম কেন প্রভু আমাকে নিউজিল্যান্ডে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের পদক্ষেপগুলি পরিচালনা করেন তা দেখে আমি শ্রদ্ধায় নত হয়েছিলাম। এটি রোমীয় ৮:১৪ পদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

"কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।" (রোমীয় ৮:১৪ পদ)।.

আবারও, আমরা পবিত্র আত্মা থেকে দিকনির্দেশনা, বুদ্ধি এবং ধারণা শুনতে পাওয়ার ক্ষমতা থাকার কথা বলছি। আমার পরবর্তী পাঠ কিভাবে পবিত্র আত্মার কথা শুনলে আপনার প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি পাবেন সেবিষয়ে উদাহরণের জন্য বাইবেলে দানিয়েলের গল্পের চেয়ে ভাল আর কোন গল্প নেই। আসুন দানিয়েল ২:১-৬ পদে শুরু হওয়া গল্পটি দেখি।

নবূখদ্‌নিৎসরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে নবূখদ্‌নিৎসর স্বপ্ন দেখিলেন, আর তাঁহার আত্মা উদ্বিগ্ন হইল, ও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে রাজা আদেশ করিলেন, যেন তাঁহাকে ঐ স্বপ্ন বুঝাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রবেত্তা, গণক, মায়াবী ও কল্‌দীয়দিগকে আহ্বান করা হয়। তাহারা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন বুঝিবার জন্য আমার আত্মা উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

তখন কল্‌দীয়েরা রাজাকে বলিল, "মহারাজ! চিরজীবী হউন; আপনার এই দাসদিগকে স্বপ্নটি বলুন, আমরা তাৎপর্য জানাইব।"

রাজা উত্তর করিয়া কল্‌দীয়দিগকে কহিলেন, "আমার এই আদেশবাক্য বাহির হইয়াছে; তোমরা যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবে, এবং তোমাদের গৃহ সকল সারের ঢিবী করা যাইবে; কিন্তু যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের <u>তাৎপর্য জ্ঞাত কর, তবে আমার কাছে দান, পারিতোষিক ও মহাসমাদর পাইবে;</u> অতএব সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য আমাকে জানাও।"

— দানিয়েল ২:১-৬ পদ

কল্‌দীয়েরা রাজার সম্মুখে উত্তর করিয়া বলিল, "মহারাজের স্বপ্নের কথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কেহ নাই; বাস্তবিক মহান, কি পরাক্রান্ত কোন রাজা কখন কোন মন্ত্রবেত্তাকে কি গণককে কি কল্‌দীয়কে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মহারাজ যে কথা

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা দুরূহ; বস্তুতঃ যাঁহারা মাংসময় দেহে বাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই যে মহারাজের সম্মুখে ইহা জানাইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও কোপান্বিত হইয়া বাবিলের সমস্ত বিদ্বান লোককে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন এই আজ্ঞা প্রচারিত হইল যে, বিদ্বান লোকদিগকে বধ করিতে হইবে; আর লোকেরা দানিয়েলকে ও তাঁহার সহচরদিগকে বধ করণার্থে তাহাদের অন্বেষণ করিল।

—দানিয়েল ২:১০-১৩ পদ

পরে দানিয়েল গৃহে গিয়া আপনার সহচর হনানিয়, মীশায়েল, ও অসরিয়কে সেই কথা জ্ঞাত করিলেন; যেন তাঁহারা ঐ নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করেন; দানিয়েল ও তাঁহার সহচরগণ যেন বাবিলের অন্য বিদ্বান লোকদের সঙ্গে বিনষ্ট না হন। তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তখন দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। দানিয়েল কহিলেন, "ঈশ্বরের নাম যুগে যুগে চিরকাল ধন্য হউক, কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহারই। তিনিই কাল ও ঋতু পরিবর্তন করেন; রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন; তিনি জ্ঞানীদিগকে জ্ঞান দেন, বিবেচকদিগকে বিবেচনা দেন। ***তিনিই গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন, অন্ধকারে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন, এবং তাঁহার কাছে জ্যোতি বাস করেন।"***

–দানিয়েল ২:১৭-২২ পদ

দানিয়েল একটি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, একটি মারাত্মক জায়গায় রয়েছে। কিন্তু এখানে আপনার পরবর্তী উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি এটা। ঈশ্বর এটিকে তার পদোন্নতি স্থাপনের জন্য ব্যবহার করেছেন, তার পতনের জন্য নয়। দানিয়েল, পবিত্র আত্মার গুপ্ত জ্ঞান দ্বারা রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে স্বপ্ন এবং ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। রাজা পুলকিত হলেন, যেমনটি আমরা নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে দেখতে পাই।

তখন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর উবুড় হইয়া দানিয়েলকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে নৈবেদ্য ও সুগন্ধি দ্রব্য উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, "সত্যই তোমাদের ঈশ্বর দেবগণের ঈশ্বর, রাজাদের প্রভু ও নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশক, কেননা তুমি এই নিগূঢ়তত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ।"

<u>তখন রাজা দানিয়েলকে মহান করিলেন, তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য উপহার দিলেন, এবং তাঁহাকে বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্তা ও বাবিলস্থ সমুদয় বিদ্বান লোকের প্রধান অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন।</u> *পরে দানিয়েল রাজার নিকটে নিবেদন করিলে রাজা শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ-নগোকে বাবিল প্রদেশের রাজকার্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু দানিয়েল রাজদ্বারে থাকিতেন।*

—দানিয়েল ২:৪৬-৪৭ পদ

দানিয়েল ঈশ্বরের রব শুনতে সমর্থ হওয়ার ফল কি ছিল? পদোন্নতি ও সম্পদ!

আমরা বাইবেলের আরেকটি গল্পে, যোষেফের গল্পে একই ফলাফল দেখতে পাই। একইরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে, যোষেফকে ফরৌণের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সফলভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ায় আর তারপরে স্বপ্নে প্রকাশিত আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে মিশরকে রক্ষা করার জন্য একটা প্রশাসনিক পরিকল্পনা প্রদান করার পরে, আমরা আদিপুস্তক ৪১:৩৯-৪০ পদে ফরৌণের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই।

তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য সুবুদ্ধি ও জ্ঞানবান কেহই নাই। তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব।"

—আদিপুস্তক ৪১:৩৯-৪০ পদ

উভয় গল্পেই, শুরুতে আশাহীনতা ছিল প্রকৃত প্রলোভন, কিন্তু পদোন্নতি এবং সম্পদ ছিল ফল। সহজ কথায়, যারা বড় সমস্যার সমাধান করে তাদের জন্য জগৎ বড় অংকের অর্থ দেবে। আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মা আপনাকে বড় বড় সমস্যার ঠিক কেন্দ্রে রাখতে পছন্দ করে! যখন তা ঘটে তখন ভয় পেতে শুরু করবেন না, কিন্তু প্রভুর প্রশংসা করতে শুরু করুন, তিঁনি ঠিক যেমন দানিয়েল এবং যোষেফকে সাহায্য করেছিলেন, আপনাকেও সাহায্য করবেন! আমি সবসময় বলি যে ঈশ্বর গৌরব পায়, এবং আমি মূল্য পরিশোধের চেক পাই! দানিয়েল প্রভু সম্পর্কে যা বলেন সেটা আমি ভালোবাসি, "**<u>তিনিই গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন, অন্ধকারে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন, এবং তাঁহার কাছে জ্যোতি বাস করেন।</u>**" দানিয়েল বলেন যে জ্যোতি তাঁর সাথে বাস করেন। তার মানে, রাতের অন্ধকারে বাইরে হাঁটার মত, আপনি যখন আলো জ্বালাবেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা দেখতে পাবেন! আলো ভয়কে অতিক্রম করে এবং কোথায় হাঁটতে হবে আপনি তা জানেন। পৌল এই পদে বোঝাচ্ছেন যে ঈশ্বর আমাদের সমস্যার সময়ে কথা বলেন এবং সাহায্য করেন।

*"তোমরা জান, যখন তোমরা পরজাতীয় ছিলে, তখন যেমন চালিত হইতে, তেমনি **নির্বাক** প্রতিমাগণের দিকেই চালিত হইতে" (১ করিন্থীয় ১২:২ পদ)।*

পৌল বলছেন যে প্রতিমারা কথা বলে না, কিন্তু ঈশ্বর বলেন!

এখন, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কেন এই অধ্যায়ের শিরোনাম "পদোন্নতির কঠিন স্থান" দিয়েছি। এর কারণ হলো আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মার উত্তর কঠিন স্থানেই দিয়ে থাকেন। কঠিন জায়গাই আপনার সমাধানের জন্য যথার্থ সুযোগ নিয়ে আসে। কঠিন জায়গা হল আপনার পরবর্তী পদোন্নতির জন্য যথার্থ স্থান! দুর্ভাগ্যবশত, অনেক বিশ্বাসীই কঠিন জায়গা থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি, অনেকে মনে করে যে তারা যখন নিজেদেরকে কঠিন স্থানে দেখে তার অর্থ তারা ঈশ্বরকে হারিয়ে ফেলেছে।

আমার মনে আছে যখন আমরা প্রথম টিভি প্রোগ্রাম শুরু করি, এবং বিল এক মাসে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা আসে। ওহ, আমি ভাবলাম যে প্রতি মাসে তো অনেক টাকা আসবে, তারপরে বিল মাসে ২০ লক্ষ টাকার উপরে চলে যায় এবং তারপরে মাসে ৫০ লক্ষ টাকা। একদিন, আমরা সবাই যখন প্রার্থনা করছিলাম, তখন আমার মেয়ে, এমি ভবিষ্যদ্বাণীর দানের মাধ্যমে বলতে শুরু করে:

"তোমার জন্য ফসল অতিরিক্ত। আমি তোমাকে প্রসারিত করছি। শুধুমাত্র আমার আত্মা দ্বারা যা ঘটতে যাচ্ছে তুমি তা বুঝতে পারবে! আমি তোমাকে তোমার বোধগম্যতার অতীত কঠিন বিষয়ের দিকে, অসম্ভবের দিকে নিয়ে যাব, তুমি কি পা বাড়াবে?"

আমি আপনাকে গল্পটি বলার আগে, আপনি এখন যা জানেন তার উপর ভিত্তি করে, আপনি কি আমাকে বলতে পারেন যে আমাদের এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত? **পদোন্নতি**! ঈশ্বর আমাকে বেছে নিতে দিয়েছেন সেটা আমার ভাল লাগল। তিঁনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে আমি তাঁর সাথে দূরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম কিনা। তিঁনি আমার মতামত চাচ্ছিলেন। আমি যদি না বলতাম, আমি নিশ্চিত, তিঁনি অন্য কারো কাছে যেতেন। কিন্তু আমি বরং নিজের জন্য পদোন্নতিই চাই, আপনিও কি তাই চাইবেন না?

আর তাই, আমি বললাম, "হ্যাঁ, প্রভু, তুমি জান আমি করব।" তার কয়েক সপ্তাহ পরে, ডেস্টার নেটওয়ার্ক আমাদের একটি দৈনিক টাইম স্লট অফার করেছিল তার আগে পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র সাপ্তাহিক সম্প্রচার করতাম। যদি আমরা এটি গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের টিভি প্রোগ্রামের বিল প্রতি মাসে প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় পরিণত হবে। যাই হোক, সেই ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্তরে পবিত্র আত্মার উৎসাহের ভিত্তিতে, আমি হ্যাঁ বললাম। সবাই আমাকে বলেছে যে কয়েক মাসের জন্য আপনি আপনার এয়ারটাইম বিল থেকে পিছিয়ে পড়তে পারেন যতক্ষণ না লোকেরা আপনার প্রোগ্রাম দেখছে। ঠিক তাই ঘটেছে, কিন্তু আমরা সবাই যতটা প্রত্যাশা করেছি তারচেয়ে একটু

বেশি গুরুতর। পাঁচ মাসে, আমি আমাদের টিভি সম্প্রচার বিল ৫০ লক্ষ টাকা বকেয়া ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের এয়ারটাইম ক্রেতা আমাকে একটি ইমেল পাঠিয়েছিল যে তার অ্যাটর্নিরা বিলম্বে অর্থপ্রদানের বিষয়ে কিছুটা অস্থির হয়ে যাচ্ছে।

আমার সম্প্রচারের নাম *ফিক্সিং দ্য মানি থিং* হওয়ায় আমি সত্যিই এই বিষয়ে ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে শুরু করি! আমি একটু নিরুৎসাহিত হতে শুরু করলাম এবং ড্রেন্ডাকে বললাম যে আমাকে হয়তো টিভির সময় কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সে উত্তর দিল, "ঈশ্বর কি বলেছেন? তিঁনি বলেছেন যে তিঁনি এর জন্য অর্থ প্রদান করবেন, তাই না?" কয়েক দিন, আমি যখনই তার সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলি তখন সে শুধু এই কথাই বলতে থাকে। যাক, আমরা প্রার্থনা করেছি, এবং যদিও সেই সময়ে আমার কাছে এর কোন উত্তর ছিল না, আমি ঈশ্বরের শান্তি অনুভব করেছি। সেই সপ্তাহে, আমি একটি স্বপ্নে চেকের একটা বান্ডিল দেখতে পেলাম। এই স্বপ্নের আশ্চর্যের বিষয় হল আমি শুধু চেকের বান্ডিল দেখেছি তা নয়, আমি চেকে টাকার অংকও দেখেছি এবং কে সেগুলি লিখেছে তাও দেখেছি। আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন জানতাম যে টিভির বিল পরিশোধ করা হয়েছে আর আমার মধ্যে শান্তি আসল। এখন, সেই সপ্তাহান্ত, আমি সাধারণ একটা সপ্তাহান্ত বলতে পারি, ঠিক যেমন স্বপ্নে আমাকে দেখিয়েছিল তেমনি ৫০ লক্ষ টাকা আসল। আমি যে অংকের চেক দেখেছিলাম এবং কে চেক লিখেছে দেখেছিলাম তার সবই সেখানে ছিল।

দেখলেন তো, কঠিন স্থানে থাকা খারাপ নয়! সেগুলো পদোন্নতির স্থান, আমার বন্ধু। লোকেরা আমাকে বলে যে তারা কঠিন স্থানে যেতে ভয় পায় কারণ তারা ভুল করতে পারে সেই ভয় পায়। কিন্তু পবিত্র আত্মা আপনাকে সম্ভাব্য ভুল সম্পর্কে সতর্ক করতে সক্ষম যদি আপনি তাঁর কথা শোনেন।

আমার মনে আছে, কয়েক বছর আগে যখন আমি আমার বন্ধকের কোম্পানি চালাতাম, তখন একজন ক্লায়েন্ট তার বাড়ি থেকে ইক্যুইটি ধার করে এমন একটা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করতে চেয়েছিল যেটা আমার ভাল বোধ হয়নি। আমার মনে আছে যখন আমি মর্টগেজ অফিসের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, আমার একজন প্রতিনিধি আমার সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলেছিল। client's হঠাৎ, আমি অনুভব করলাম পবিত্র আত্মা আমাকে বলছিলেন এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে। আমি আমার প্রতিনিধিকে বলেছিলাম, আপনি চুক্তিটি করতে পারেন, তবে ক্লায়েন্টকে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করতে বলুন যা ঋণ প্যাকেজের অংশ হবে, যেটা উল্লেখ করা থাকবে যে আমরা বিনিয়োগ কোম্পানির অংশ নই কিন্তু শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের অনুরোধে ঋণ করছি।" আমরা আরও বলেছি যে উল্লিখিত বিনিয়োগের নিরাপত্তা বা কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা কোন প্রকার দায়বদ্ধতা নিইনি, বা

আপনাকে সাহায্য করার জন্য এবং সব ধরণের পরিস্থিতিতে আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনি পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করতে পারেন।

আমরা ক্লায়েন্টকে সেই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য পরামর্শ দিইনি। আর, প্রায় ছয় মাস পরে, পুরো বিষয়টি শেষ হয়ে গেল। বিনিয়োগ কোম্পানিটি সেই ক্লায়েন্টের সমস্ত অর্থ হারিয়েছে। বিনিয়োগ কোম্পানি এবং আমার কোম্পানির বিরুদ্ধেও মামলা করা হয়েছিল। যাইহোক, যখন তাদের অ্যাটর্নি আমার মক্কেলের স্বাক্ষর করা চিঠিটি দেখেন, তখন আমরা মামলা থেকে অব্যহতি পাই।

সেই সিঁড়িতে সেই দিন আমার পথে পবিত্র আত্মা আমাকে থামিয়েছিল এবং আমার প্রতিনিধিকে সেই চিঠিটি চূড়ান্ত নথির সাথে আমাকে রাখতে বলেছিল। আপনাকে সাহায্য করার জন্য এবং সব ধরণের পরিস্থিতিতে আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনি পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করতে পারেন। যীশু যেমন বলেছেন, "ভয় পেও না।"

আমি আমার অন্য একটি বইয়ে এই গল্পটি বলেছি, কিন্তু এই আলোচনায় এটির পুনরাবৃত্তি করছি। একদিন, আমাদের পরিবার তিন দিনের সাপ্তাহিক ছুটিতে যাচ্ছিল। সবাই ভ্যানের ভিতর ছিল, এবং আমি ইঞ্জিন চালু করতে গেলাম, হঠাৎ, পবিত্র আত্মা আমার গাড়ি সরাতে বললেন। ভ্যানের পাশের ড্রাইভওয়েতে আমার আরেকটি গাড়ি ছিল। পবিত্র আত্মা গাড়ীটি সরিয়ে ঘাসের উপর নিতে বললেন। সেটা ভীষণ অদ্ভুত ছিল। আমি ভাবলাম, "পবিত্র আত্মা কেন আমাকে গাড়িটি ড্রাইভওয়ে থেকে সরিয়ে ঘাসের উপর রাখতে বলবেন?" আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু প্রভাব প্রবল ছিল! তাই আমি যা করছিলাম তা ডেন্ড্রাকে বললাম এবং বেরিয়ে এসে গাড়িটি ড্রাইভওয়ে থেকে উঠানে ঘাসের উপর নিয়ে রাখলাম। রবিবার সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে তেমন একটা চিন্তা করিনি। আমার গাড়িটি যেখানে রাখা ছিল সেখানে এখন একটি বিশাল ম্যাপেল গাছ গাড়ি রাখার ঠিক সেই স্থানে ড্রাইভওয়ে জুড়ে পড়েছিল। গাড়িটি ঘাসের উপর থাকায় সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল কারণ গাছটি লক্ষ্যচ্যুত হল। ওখানে থাকলে সেটাও গাছের সাথে ভেংগে পরতো।

ড্রেন্ডা এবং আমি অবশ্যই, টাকা দিয়ে কি করা উচিত নয় তার উদাহরণ ছিলাম। কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন ছিল পরিস্থিতির চেয়ে উর্ধে থাকা কিছু গোপন কৌশল এবং কিছু গোপন প্রজ্ঞার। এখন, আমি হাসতে পারি কারণ আমাদের টেলিভিশন প্রোগ্রাম, যা সারা বিশ্বে দেখায়, যার নাম *ফিক্সিং দ্য মানি থিং*!

বন্ধুরা, আজকে এইটাই আপনার চুড়ান্ত গন্তব্য।

"দুর্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্যজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন।" (ইব্রীয় ১১:৩৪ পদ)

কঠিন এবং অসম্ভব স্থানগুলি কঠিন এবং অসম্ভব নয় যখন আপনি উত্তরটি জানেন!

৯

শান্ত, মৃদুকণ্ঠ

যখন আমি পবিত্র আত্মার রব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করি, তখন অনেক লোক আমাকে বলে যে তারা কখনও ঈশ্বরের রব শোনেনি। কিন্তু আমি সবসময় তাদের বলি, "হ্যাঁ, আপনি শুনেছেন!" আপনিও যদি অনেকের মত এমনই অনুভব করেন যে আপনি কখনও ঈশ্বরের রব শোনেননি, তাহলে অনুগ্রহ করে ১ রাজাবলি ১৯:১১-১২ পদ খুলুন।

> *পরে তিনি কহিলেন, "তুমি বাহির হইয়া এই পর্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াও। আর দেখ, সদাপ্রভু সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন;"*
>
> *এবং সদাপ্রভুর অগ্রগামী প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্বতমালা বিদীর্ণ করিল, ও শৈল সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কিন্তু সেই বায়ুতে সদাপ্রভু ছিলেন না। বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পে সদাপ্রভু ছিলেন না। ১২ ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, কিন্তু সেই অগ্নিতে সদাপ্রভু ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারী ক্ষুদ্র এক স্বর হইল;।*
>
> — ১ রাজাবলি ১৯:১১-১২ পদ

যদিও আমি তীব্রতার বিভিন্ন মাত্রায় পবিত্র আত্মার রব শুনেছি, কিন্তু পবিত্র আত্মার স্বাভাবিক রব হল এই মৃদুস্বর। এটি একটি ক্ষীণ, শান্ত কণ্ঠস্বর। যেমনটি আমি বইটিতে আগে বলেছি, সাধারণত, ঈশ্বরের রব একটি ভিন্ন ধাঁচের একটি চিন্তার মত শোনায়। আপনি যেমন ভিড়ের মধ্যে আপনার নিজের সন্তানের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করতে পারেন, তেমনি আপনি যখন পবিত্র আত্মাকে তাঁর রব বুঝার জন্য যথেষ্ট ভালভাবে জানতে শুরু করেন তখন তিঁনি কথা বলেও থাকেন। কিন্তু এই অধ্যায়ে আমি আপনাদের সাথে ঈশ্বরের সেই রবের কথা বলতে চাই যা নিয়ে কেউ ভাবে না, কিন্তু সবাই শুনেছে।

যখন আমি ওরাল রবার্টস ইউনিভার্সিটির কলেজে ছিলাম, আমার প্রধান বিষয় ছিল পুরাতন নিয়ম হওয়ায় তখন আমি বেশ কিছু ধর্মতত্ত্ব কোর্স নিয়েছিলাম। তার অনেক তথ্য যা আমি আগে কখনো শিখিনি; আসলে, এর বেশিরভাগই আমি আগে শিক্ষা লাভ করিনি। হাইস্কুলে ফাঁকি দেওয়ায় পড়াশুনায় অনভ্যাসের ফলে, বিশেষ করে শেষ সপ্তাহের কাছাকাছি এসে, তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করা আমার জন্য তীব্র চাপের ছিল। এর একটি নির্দিষ্ট ক্লাসে, আমাকে

পুরাতন নিয়মের কোন একটা বিষয়ে, যেটা আমি এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না, একটি নিয়মমাফিক লেখা লিখতে হয়েছিল। কিন্তু লিখার কাজ আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আসলে, আমার কলেজের প্রথম বছরের শুরুতে, আমাকে প্রথম লিখতে হয়েছিল, এবং যখন আমি সেটি ফেরত পাই, তখন কাগজের উপর লাল কালি দিয়ে একটি বিশাল 'এফ' আর তার নিচে লেখা ছিল, "তুমি কি আদৌ কোনদিন হাই স্কুলে পড়াশুনা করেছ?" আমার ইংরেজি এবং ব্যাকরণ এতটাই খারাপ ছিল যে শিক্ষক অবাক হয়েছিলেন যে আমি কিভাবে ওআরইউতে ভর্তি হয়েছি। প্রথম বর্ষে পাশ করার জন্য আমাকে ইংরেজিতে সাহায্য নিতে হতো।

এখন, ফাইনাল সপ্তাহের চাপের পাশাপাশি, আমার আরও একটি লেখার কাজ বাকি ছিল। ওহ, আমি সেই প্রকল্পটাকে যে কি ভয় লাগছিল। আমি একটি লেখা লিখতে বসতাম, কিন্তু সেই লেখা কিভাবে লিখতে হয় তা আমি কখনো শিখিনি; আর তাই আমি শুধু এ বিষয়ে কিছু কিছু অংশ খুঁজে করে বাক্যগুলিকে সামান্য এদিকওদিক করে লিখে দিতাম যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমি আমার বেশিরভাগ লেখা বিভিন্ন উৎস থেকে হুবহু নকল করেছি। আমার মন স্বচ্ছ ছিল কারণ আমি এটিকে কোন অন্যায় কিছু করা বলে মনে করিনি, এবং আমি যা পড়তাম তা আমার নিজের ভাষায় আবার লিখতাম; কিন্তু আসল ব্যাপার হল কিভাবে লিখতে হয় তা আমি জানতাম না।

যাই হোক, এবার আর আমার সময় ছিল না। হলের প্রান্তে আমার এক বন্ধুরও একই ক্লাস ছিল তার শুধু সেই ক্লাস দিনের অন্য সময়ে ছিল। ক্লাসের প্রত্যেকেরই একই বিষয়ে লিখতে হয়েছিল, তাই আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কিভাবে তার পেপার সাজিয়েছে আমি তা দেখতে পারি কিনা। এখন, যে কোন কারণে, তার লেখা হাতে পাবার পর, আমি জানতাম যে আমি তার মত ভাল করে লিখতে পারব না আর আমি সেটা নকল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি, জানি, আপনি হতবাক হয়ে গেছেন। মনে রাখবেন, এই সময়ে আমি খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে সত্যিই শিশু ছিলাম। যদিও, আমি তার সমস্ত কাজ নকল করিনি, তবে আমি এর প্রায় অর্ধেক লেখা সরাসরি আমার কাগজে তুলে দিয়েছি। সেই চূড়ান্ত সপ্তাহের শেষে, আমি সেই লেখাটি আমার অধ্যাপকের কাছে জমা দিলাম, লেখা শেষ হওয়ায় স্বস্তি পেলাম। কিন্তু এরপরে এমন কিছু ঘটেছিল যা আমাকে ঈশ্বরের রব শোনার একটি মূল্যবান শিক্ষা শিখিয়েছিল।

সেই রাতে আমি বিছানায় গেলাম কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। আমার বিবেক এত জোরে কথা বলছিল যে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যা করেছি তা অন্যায় ছিল এবং আমি চুরি করেছি, তারপর মিথ্যা কথা বলেছি। সেই সাথে আমি আমার বন্ধুর মান রাখিনি এবং তাকে অসম্মান করেছি। আমার অবস্থা শোচনীয় ছিল! ভোর ৩:০০ টা বাজে, আমি হলের প্রান্তে আমার বন্ধুর রুমে গিয়ে তাকে জাগালাম, আমি যা করেছিলাম তা তাকে বললাম এবং তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। সে ঘুম ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঘুমাতে যাও, গ্যারী।" তারপর সে বিছানায় ফিরে আবার ঘুমায় পরল। পরের দিন, আমি আমার

অধ্যাপকের কাছে গেলাম এবং আমি যা করেছি তা স্বীকার করলাম। যদিও, উনাকে আমার লেখার জন্য ফেল দিতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন যে আমি এটি নিয়ে তার কাছে আসায় তিনি খুশি হয়েছেন। তারপর তিনি বললেন যে যেহেতু আমি তার কাছে এসেছি, তিনি আমাকে সেই বছর আমার রেজাল্টে বি দেবেন। দোষারোপের সেই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হলে পর আমি মুক্ত হয়ে এবং শান্তি পেয়ে যে স্বস্তি পেয়েছি এবং কত ভাল যে অনুভব করেছি।

তাই আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি, "যখন আমি এমন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম, তখন আমার বন্ধুটি কিভাবে বিছানায় ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে? সেও কেন এই যন্ত্রণার মধ্যে ছিল না? কেন আমি ঘুমাতে পারছিলাম না, এবং কেন আমি এত শোচনীয় ছিলাম?" আমি যখনই ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম তখন একটি কণ্ঠস্বর আমার সাথে কথা বলছিল। এটা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছিল - এটা ছিল আমার বিবেক! বিবেকের সংজ্ঞা হল: ন্যায় এবং অন্যায়ের একটি সহজাত জ্ঞান। শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "জানা" বা "জ্ঞান থাকা"।

মোমবাতির মত, তার আলো অন্ধকারকে উন্মোচন করতে জ্বলে। আপনি যখন যা করেছেন প্রতিটি চিন্তাভাবনা এবং প্রতিটি কাজের একটি নিখুঁত রেকর্ড রাখে। আদালত কক্ষে একজন সাক্ষীর মত, এটি সবচেয়ে গোপনীয় বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। এটি আপনাকে যা সঠিক তা করতে এবং যা ভুল তা এড়িয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবেক হল প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা ঈশ্বরের অভ্যন্তরীণ রব। বিবেক প্রতিটি পুরুষ বা নারীকে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে আহবান করে। বিবেক প্রতিটি ব্যক্তিকে, আদালতের মত, ঈশ্বরের সামনে হিসাব দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠায়। যেহেতু একজন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, তাই আমাদের বিবেক হয় আমাদের পক্ষে কথা বলে (আত্মপক্ষ সমর্থন করে) অথবা আমাদের দোষী সাব্যস্ত (অভিযোগ) করে।

মেডিকেল এক্সপ্রেস দ্বারা প্রকাশিত একটি গবেষণা এই তথ্যগুলি নিশ্চিত করে:

"মানব উন্নয়নের বর্তমান প্রচলিত তত্ত্ব হল যে মানুষ একটি 'শূন্য নৈতিক অবস্থা' থেকে তাদের জীবন শুরু করে, কিন্তু নতুন গবেষণা এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপক্ষে। গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন যে ছয় মাস বয়সী ছোট শিশুরাও ইতিমধ্যে নৈতিক বিচার করে থাকে এবং তারা মনে করে যে আমরা আমাদের মস্তিষ্কে নৈতিক কোডের হার্ড-ওয়ার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকতে পারি।"

বিবেক হল প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ঈশ্বরের রব, আমাদের যেরূপ চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেইভাবে চলতে স্রষ্টার একটি ছাপ এবং আবশ্যকীয়তা।

ইহাতে জানিব যে, আমরা সত্যের, এবং তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদের হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করিব, কারণ আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় অপেক্ষা মহান এবং সকলই জানেন। প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়; এবং যাহা কিছু যাচ্ঞা করি, তাহা তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দর্শনতে যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি।

—১ যোহন ৩:১৯-২২ পদ

বিবেক বা চেতনাবোধ হল প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ঈশ্বরের রব, আমাদের যেরূপ চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেইভাবে চলতে স্রষ্টার একটি ছাপ (imprint) এবং তাঁর আবশ্যকীয়তা। কেউ তাদের বিবেককে এড়াতে পারে না। কেউ খুন করে বা ব্যাংক ডাকাতি করে পালিয়ে যায়, তারপর তাদেরকে হঠাৎ করেই একদিন আত্মসমর্থন করতে দেখে আমি অবাক হতাম। কিন্তু এখন আমি জানি বিবেক যে ব্যক্তিকে দোষী বলে তাড়া করছে তার চেয়ে বড় যন্ত্রণার আর কিছুই নেই! পৌল ২ করিন্থীয় ১:১২ পদে বলেছেন যে বিবেক সাক্ষ্য দেয়, এটি কথা বলে।

কারণ আমাদের শ্লাঘা এই, আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈশ্বর-দত্ত পবিত্রতায় ও সরলতায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা জগতের মধ্যে, এবং আরও বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি আচরণ করিয়াছি।

—২ করিন্থীয় ১:১২ পদ

আপনি বলতে পারেন, "বিবেক কোন্ ক্ষমতা বলে কথা বলে? কেন এর সাক্ষ্য আত্মিক আদালতে বহাল থাকবে? কারণ এটা ঈশ্বরের রব। পৌল, আবারও, রোমীয় ২:১৪-১৫ পদে, আমাদের বলে যে বিবেক সক্রিয়ভাবে আমাদের সাথে কথা বলে।

(কেননা যে পরজাতিরা কোন ব্যবস্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে, তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়; যেহেতু তাহারা ব্যবস্থার কার্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত বলিয়া দেখায়, তাহাদের বিবেকও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে।)

—রোমীয় ২:১৪-১৫ পদ

প্রত্যেকেরই বিবেক আছে। আপনি দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। আপনি হয়তো এমন লোকদের সম্পর্কে জানেন যাদের দেখলে মনে হয় কোন অনুভূতি নেই। তবে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তাদের শুরুটা এইভাবে হয়নি। যদি একজন ব্যক্তি তার বিবেকের কণ্ঠস্বরকে প্রতিহত করতে থাকে তবে সেই কণ্ঠ ধীরে ধীরে নিরব হয়ে যায়।

"ইহা এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় ঘটিবে, যাহাদের নিজ বিবেক তপ্ত লৌহের দাগের মত দাগযুক্ত হইয়াছে।" (১ তীমথিয় ৪:২ পদ)।

পৌল বলছেন যে এই লোকেরা তাদের বিবেককে ক্ষতবিক্ষত করেছে, বা এর বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়কে কঠিন করে তাদের বিবেকের কথা বুঝতে বা শুনতে অক্ষম করে ফেলেছে। আপনার ত্বকের কথা চিন্তা করুন। যদি তা ছুলে যায়, যার অর্থ পুড়ে ফেলা, তাতে কোন অনুভুতি থাকে না যতক্ষণ না পুরানো, শক্ত চামড়াটি পড়ে গিয়ে নতুন চামড়া না তৈরী হয়। আমাদের বিবেকের ক্ষেত্রেও একই। বিবেক আপনাকে কিছু করতে বাধ্য করতে পারে না - এটি শুধু বলে। আপনি এটি উপেক্ষা করতে পারেন বা এটির বিরুদ্ধে যেতে পারেন। কিন্তু পৌল সতর্ক করে দেয় যে, আপনি যদি আপনার বিবেককে উপেক্ষা করেন, তাহলে তা আপনাকে বড় ধরনের সমস্যায় ফেলতে পারে; যাকে পৌল বলেছেন, আপনার জীবনের ভগ্ন-চূর্ণ তরী (নৌকা ভগ্ন)।

> *বৎস তীমথিয়, তোমার বিষয়ে পূর্ব্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের গুণে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার, যেন বিশ্বাস ও সৎবিবেক রক্ষা কর; সৎবিবেক দূরে ফেলাতে কাহারও কাহারও বিশ্বাস-রূপ **নৌকা ভগ্ন** হইয়াছে।*
>
> —১ তীমথিয় ১:১৮-১৯ পদ

মূলত, যারা তাদের বিবেকের কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে নিজেদের কঠোর করে তাদের জীবন পরিচালনা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাদের কম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত এবং তা আর কাজ করে না। তারা কোন পথে যাচ্ছে তা বলতে পারে না। পৌল বলেছেন যে আমরা সঠিক পথে চলছি তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের একটি ভাল, স্বচ্ছ বিবেককে ধরে রাখতে হবে। কারণ আমরা আমাদের হৃদয়কে কঠিন করতে পারি এবং আমাদের ন্যায় এবং অন্যায় অনুভব করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি, পৌল বলেছেন যে আইন অনুসরণ করা এবং যা ন্যায্য তা করা গুরুত্বপূর্ণ।

"অতএব কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু বিবেকেরও নিমিত্ত বশীভূত হওয়া আবশ্যক।" (রোমীয় ১৩:৫ পদ)।.

আপনি যদি আইন অমান্য করেন, আপনার বিবেক আপনাকে দোষী করবে। তাই পৌল আইন মানতে বলছেন, যা ন্যায্য তা করতে, যাতে আপনার বিবেক নরম এবং কোমল থাকে এবং আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর একে যেভাবে পরিচালনা করতে নকশা করেছেন সেইভাবে যেন কাজ করতে পারে।

বিবেকের ক্ষেত্রে, আমি আরেকটি বোকামি করার কথা মনে করতে পারি যা এই নীতিকে ব্যাখ্যা করবে। এই ঘটনাটি আমি পালক হবার আগে ঘটেছিল। গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবেন কেন ঈশ্বর আমাকে তখনও পালক হতে দেননি। গল্পটি এমন একটি গাড়ির সাথে জড়িত যেটার মালিক আগে আমি ছিলাম। এটি একটি Peugeot 505 coupe মডেল যেটা আমি খুব পছন্দ করতাম। যাই হোক, একদিন একজন লোক সিগনাল লাইটে আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল। ট্রাঙ্কটি ভেঙে ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, এবং কাঠামো বেঁকে গিয়েছিল, এবং দুর্ঘটনার ফলে বডিতে আরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যে লোকটি আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল তার বীমা এজেন্ট গাড়িটি দেখতে এবং ক্ষয়ক্ষতির আমাকে একটি ধারণা দিতে খামারবাড়িতে এসেছিল।

তিনি আসার পরে কি হয়েছিল তা বলার আগে, আমি আপনাকে বলতে চাই যে এই দুর্ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে, সাইলেন্সারটি খুলে পড়ে গিয়েছিল। দাবী প্রক্রিয়ার জন্য এজেন্ট আসার কয়েক সপ্তাহ আগেই ট্রাঙ্কে থাকা সানরুফ মোটরটিও কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। যখন বীমা এজেন্ট গাড়িটি পরিদর্শন করার জন্য আসেন, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সাইলেন্সারটি, যেটা গাড়ির পাশে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলেন (আমি সেটা সেখানে রেখেছিলাম যেন তিনি দেখতে পান) সেই দুর্ঘটনার অংশ ছিল কিনা। একটা অপরাধবোধ কাজ করল যখন আমি বললাম, "হ্যাঁ, স্যার।" তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সানরুফ মোটর, যা আমি তাকে বলেছিলাম কাজ করছে না, সেটিও দুর্ঘটনার অংশ ছিল কিনা। আবার, আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

আমার আত্মায়, আমি আমার বিবেকের চিৎকার শুনতে পেলাম, "গ্যারী, তুমি কি করছ? তুমি মিথ্যা বলছ!" এবার শুনুন আমি কিভাবে নিজেকে ঠকালাম। আমি আসলে মনে করতে পারি নিজে নিজে ভাবছিলাম কণ্ঠস্বরটিকে একদম উপেক্ষা করতে, নিজেকে বলছিলাম যে এটি চলে যাবে। আজ, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি তখন সেভাবে ভেবেছিলাম। বাহ, আপনি কি এখন খুশি নন যে আমি তখন মন্ডলীর পালক ছিলাম না বলে? আমি নিশ্চিত ঈশ্বর খুশি ছিলেন!

যাই হোক, গাড়িটি বডি শপে গেল, এবং এক সপ্তাহ বা তার কিছুদিনের মধ্যে তারা আমাকে ফোন করে গাড়ি নিয়ে যেতে বলল। বডি শপে আমার গাড়ি দেখে আমি খুব খুশি

হয়েছিলাম। একেবারে নিখুঁত ছিল! আমি সেটাকে চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসি, সবকিছু মেরামত করা হয়েছে বলে খুব খুশি। এক সপ্তাহ বা তারও পরে, আমি বাড়ি গিয়ে ড্রেন্ডা এবং বাচ্চাদের সাথে লাঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। খামারবাড়িটি আমার আর্থিক সংস্থার জন্য ভাড়া নেওয়া অফিস থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে ছিল। আমি ড্রাইভওয়েতে সামনের দরজার কাছে গাড়ি পার্ক করলাম, ভিতরে গেলাম এবং সুস্বাদু আহার করলাম।

আমি যখন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম এবং সদর দরজা দিয়ে বের হলাম, আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার গাড়ি সেখানে নেই। আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। আমার গাড়ি কোথায় গেল? আমি চারপাশে তাকালাম এবং তারপর আমি সেটা দেখতে পেলাম। আমাদের বাড়িটি একটি পাহাড়ের উপরে ছিল এবং স্পষ্টতই, আমি ব্রেক দিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। এমন কাজ আগে কখনও না করলেও, এইবার অবশ্যই আমি তা করেছি কারণ এটি লম্বা ড্রাইভওয়ের নিচের দিকে গড়িয়ে একটি গাছের উপর ভেঙে পড়েছিল। গাড়ির কাছে যেতেই আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ট্রাঙ্কটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল, এবং ক্ষতিটি মেরামত করার আগের সংঘর্ষে যে ক্ষতি হয়েছিল তার সাথে মিলে যায়। ফ্রেমটি আগেরবারের মতই বাঁকানো, সাইলেন্সারটি খুলে পড়ে গিয়েছিল এবং সানরুফ মোটরটিও কাজ করছিল না। দুর্ঘটনার পর গাড়ি মেরামতের দোকানে যাওয়ার আগে যেমন ছিল এখনো সবকিছু ঠিক তেমনই হয়েছে।

আমি যখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ করেই, আমি বুঝতে পারলাম এবং হাসতে লাগলাম। ঈশ্বর আমাকে একটা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, যেটা মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে এই প্রচারক সন্তানের শেখা দরকার। আমি আর কখনও গাড়িটি মেরামত করিনি। তার পরিবর্তে, আমি এটি পার্টস হিসেবে বিক্রি করে দেই। আমি আমার জীবনের অন্য আরেকটা ঘটনা মনে করতে পারি যেখানে আমার বিবেক আমাকে ভীষণ জোরে থামানোর জন্য চিৎকার করেছিল। আমি এটাকে সাইকেলের গল্প বলি।

আমি আশা করি এটি আপনাকে সাহায্য করছে। আমি জানি, আপনি কখনও ভাবেননি যে আমি এতটা নিচে নামতে পারি, কিন্তু সেটা করা আপনার ভুল হবে। আমি আনন্দিত যে আমি রক্ষা পেয়েছি কারণ আমার মনে হয় যে তা না হলে আমার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হত।

আমি আপনাকে একটু আগে যে গল্পটি বললাম, সাইকেলের গল্পটি তার কয়েক বছর পরে ঘটেছিল, আর হ্যাঁ, আমি আমাদের একেবারে নতুন মন্ডলীর পালকীয় কাজ শুরু করেছি মাত্র। আমি এক শনিবার বিকেলে ড্রাইভ করে আমার বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম এবং যখন ফিরে আসছিলাম, আমাদের সিলভর ডজ ক্যারাভানকে আমার বাবা যে দুই লেনের প্রধান সড়কের সাথে থাকতেন সেউ রাস্তায় পিছনে নিচ্ছিলাম। আমার বাবার বাড়িটি তার ড্রাইভওয়ের উভয় পাশে একটি ছোট পাহাড়ের নীচে ছিল। যে কোন কারণে, আমি এক সাইকেল আরোহী যে পাহাড় থেকে নেমে আসছিল তা দেখতে পাইনি। আমি ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিয়েছিলাম, এবং

সে তখন আমার পিছনে ছিল না, কিন্তু তার উতরাই গতির জন্য সে আমার কাছে চলে আসল ঠিক যখন আমি ড্রাইভ করতে যাচ্ছিলাম আর সামনের দিকে আগাতে শুরু করছিলাম।

এই পুরো সময় আমি তার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতনই ছিলাম না, কিন্তু, হঠাৎ করেই ভ্যানের পাশ দিয়ে জোরে জোরে হর্ণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি পিছনের আয়নায় তাকালাম, এবং সেখানে দেখলাম ভ্যানের পিছনে একজন সাইকেল আরোহী তার দুই হাত হ্যান্ডেলবার ছেড়ে আমার দিকে দুই হাতের আঙুল দেখিয়ে জোরে জোরে গালি দিচ্ছে। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং পুরোপুরি অপমানিত বোধ করছিলাম সাইকেলে বসা ছেলেটির এমন আচরণ দেখে। আমি জানতাম যে সে পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় আমাকে পিছনে নিতে দেখে সহজেই গতি কমিয়ে দিতে পারতো। আমি এটাও জানতাম যে সে চাইলেই তার ধ্রুত গতিতে নীচের দিকে আমার পাশ দিয়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে, সে ঝামেলা বাঁধাতে চাইল।

আমি পুরোপুরি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে সে ভেবেছিল একটি গাড়ির সাথে পেরে উঠবে। আর, আমি ভাবলাম যে এই মাথা গরম লোকটাকে কারও একটি শিক্ষা দেওয়া দরকার, তাই আমি গতি কমিয়ে ভ্যানের কাছাকাছি আসার জন্য অপেক্ষা করলাম, তারপর আমি সজোরে ব্রেক কষলাম। তাকে হঠাৎ আমার ভ্যানের পিছনে ধাক্কা লাগা এড়াতে ব্রেক চেপে ধরতে দেখে আমি কিছুটা তৃপ্তি পেলাম। যাই হোক, এটি তাকে গালি দেওয়ার উন্মত্ততায় পেয়ে বসল যা আমি আগে কাউকে কখনও করতে দেখিনি বা শুনিনি। সে অবিরাম গালি দিয়ে যাচ্ছিল।

আমি ধীরে ধীরে রাস্তা থেকে নেমে গেলাম এবং ড্রাইভওয়েতে ফিরে গেলাম যেন আমার ভ্যানটি রাস্তার দিকে মুখ করে থাকে। এক কোণে মুখ করে, সাইকেল আরোহী যে আমার দিকে প্যাডেল করে আসছিল তাকে লক্ষ্য করে রাখা ছিল। সে আমাকে তার জন্য অপেক্ষা করছি দেখে, আমার ভ্যান তাকে লক্ষ্য করে দাঁড় করানো দেখে, সে হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। আমার মনে হয় অবশেষে তার মাথায় এসেছে যে সে একটি সাইকেলে ছিল এবং গাড়ি সাইকেলের চেয়ে আকারে অনেক বড়। আমি জানালার কাঁচ নামিয়ে আমার ভ্যানের কাছে তার আসার অপেক্ষায় ছিলাম। যখন সে আমার কাছাকাছি আসে আমি বসে থাকা অবস্থায়, চিৎকার করে বললাম যে আমি যদি তাকে এই রাস্তায় আর কখনও দেখি তবে আমি তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেব। সেই সাথে, আমি ভ্যানটিকে টান দিলাম, যা সেই মুহূর্তে প্রায় ১৫ ফুট দূরত্বে তাকে লক্ষ্য করে ছিল। আমি একটুর জন্য লক্ষ্যচ্যুত হলেও টের পেলাম যে ভ্যানটি বাইকটিকে ঘষা লাগিয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন আমি কিছুটা প্রমাণ দিয়ে দিলাম। *আমি অবশ্যই তাকে দেখিয়ে দিয়েছি*, আমি ভাবলাম, তবে সেটা বেশি সময়ের জন্য নয়।

আমার আত্মায়, আমি পবিত্র আত্মাকে একটি জোরালো, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলতে শুনেছি, "গ্যারী, তুমি কি করছ?" মুদ্রণে এই কথাগুলি দেখে সেটা সেই মুহূর্তে আমার কাছে কেমন শুনিয়েছিল তা সামান্যতমও বুঝানো যাবে না। হঠাৎ, আমি বুঝতে পারলাম যে আমি লোকটিকে

হত্যাও করতে পারতাম। আমি আমার রিয়ারভিউ মিররে ফিরে তাকালাম এবং সে সেখানে ছিল, মাথা নিচু করে খুব ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে, হয় আহত হয়েছে অথবা সে যে এখনও বেঁচে আছে তাতে বিস্মিত হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত না। আমি রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার বিবেক আমাকে একা থাকতে দেয়নি। একজন নতুন পালক হিসাবে, আমি বুঝতে পারছিলাম কি হতে পারতো। আমি খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছিলাম, "ফেইথ লাইফ চার্চের পালক সড়কে রোষানলের ঘটনায় এক সাইকেল আরোহীর উপর গাড়ি উঠিয়ে দিয়েছেন।" পবিত্র আত্মা আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে এইরকম লোকদের জন্যই তিঁনি আমাকে সেই এলাকায় একটি মন্ডলী শুরু করার জন্য আহবান করেছিলেন। আমি আসলে আমার নিজের কর্মেই মর্মাহত হয়েছিলাম, এবং আমি চোখের জলে সদাপ্রভুর কাছে অনুতাপ করেছিলাম।

সুতরাং, আসুন সম্মত হই যে আপনি, আসলে, আগেও ঈশ্বরের রব শুনেছেন। কিন্তু আপনি সেই বিবেককে কোমল রাখতে চান এবং এটিকে কঠিন হতে দিতে চান না যাতে আপনি সর্বদা ঈশ্বরের কথা শুনতে পারেন। বাইবেল বলে যে ইস্রায়েলের লোকেরা তাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কঠিন করেছিল এবং তারা কখনো প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারেনি। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদের নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদেরকে, তাদের উদাহরণ অনুসরণ না করার জন্য সতর্ক করেছেন।

> *অতএব, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন সেই বিদ্রোহ-স্থানে, প্রান্তরের মধ্যে সেই পরীক্ষার দিবসে ঘটিয়াছিল।"*
>
> —ইব্রীয় ৩:৭-৮ পদ

এই সতর্কবাণী তিন ও চার অধ্যায়ে অন্তত তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সতর্কতা কেন? কারণ ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করতে চান এবং যীশু যেসব কিছুর জন্য মূল্য দিয়েছেন তার সবকিছু যেন পেতে পারেন তাই চান।

এই হৃদয় কঠিন হওয়া আমাকে যখন বালক অবস্থায় ছিলাম সেই সময়ের একটা টাট্টু ঘোড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। সে ছিল আমার দেখা সবচেয়ে জঘন্য, আর চতুর প্রানী। একমাত্র আমিই ছিলাম যে তার উপর চড়তে পারতাম, অথবা আমার বলা উচিত তাতে চড়ার সাহস করতাম। আমার মনে আছে একদিন সেখনে আমার এক বন্ধু ছিল যে দাবি করেছিল সে ঘোড়া পছন্দ করে এবং যে কোনও ঘোড়া সামলাতে পারে। সে টাট্টু, টনিতে (এটাই তার নাম) চড়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। কিছু সময় পর, সে তাকে চেষ্টা করতে সুযোগ দিতে আমাকে রাজি করাতে সক্ষম হল, তাই আমি টনিকে লাগাম পরালাম। ছেলেটির নাম জ্যাকি ছিল এবং সে যখন সেই স্যাডেলে বসেছিল তখন যা ঘটেছিল তা আমি কখনই ভুলব না।

অতএব, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন সেই বিদ্রোহ-স্থানে, প্রান্তরের মধ্যে সেই পরীক্ষার দিবসে ঘটিয়াছিল।

—ইব্রীয় ৩:৭-৮ পদ

সে যখন টনির উপর বসল, তারা ছুটতে শুরু করল। টনি বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে পুকুরের দিকে সোজা দৌড় লাগাল। জ্যাকি সেই লাগামের উপর যতটা সম্ভব জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল এবং সেই টাট্টুকে থামানোর জন্য চিৎকার করছিল, কিন্তু টনি তাকে পাত্তাই দিল না। তার বদলে, টনি পুরোদমে দৌড়ে সোজা সেই পুকুরের দিকে ছুটে গেল তারপর হঠাৎ পানির ধারে আচমকা থেমে গিয়ে তার মাথা নিচু করে ফেলল। আর, টাট্টুর ওপর থেকে ছিটকে জ্যাকি সোজা পুকুরে পড়ে গেল। টনি তারপর ঘুরে দাঁড়াল আর এমনভাবে ঘাস চিবুতে লাগল যেন কিছুই হয়নি।

দেখুন, টনিকে এতটাই আঘাত কয়া হয়েছিল যে সেটার জন্য এখন আর তার মুখে ব্যথা লাগে না। এরফলে তার কড়া পড়ে গিয়েছিল তাই তাতে আর কিছু যায় আসে না। একটি টাট্টু হিসাবে, আমি ছাড়া অন্য কারও কোন উপকারে না আসায় টনি মূল্যহীন ছিল। কেন? কারণ, আমি যেমন বলেছি, ও চালাক ছিল। আমিই তাকে খাওয়াতাম। এবং সে বুঝতে পেরেছিল যে ওর সেই আস্তাবল থেকে তাজা বাতাস এবং যে সবুজ ঘাস ও খেতে ভালবাসতো সেখানে যাওয়ার একমাত্র উপায় হল আমাকে ওর উপর চড়তে দেওয়া। কিন্তু আমাকে তার উপর নজর রাখতে হতো। তিনি মাথা একদিকে কাত করে নিচু হয়ে চলতো যাতে আমি চড়ার সময় সে আমাকে দেখতে পারে। আমার মাথা কখন অন্য দিকে ঘুরাব সে তার অপেক্ষায় থাকতো। আর ঠিক সেই সময় সে দ্রুত মাথা এগিয়ে আমার পা কামড়ে দিত। এবং জেনে রাখুন এতে ব্যথা

লাগে, তাই আমি সবসময় ওর উপর নজর রাখতাম। কিন্তু উপকারের কথা বললে, সে তা মোটেও ছিল না।

আর আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে কঠিন হতে দেই, তাহলে আমরা টনির মত ঈশ্বরের কাছে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ি। একবার, আমরা টনিকে বাইরে একটা শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম। আমার বাবা টনির জন্য একটি বালতিতে জল ঢালছিলেন। যখন আমার বাবা সরে যাচ্ছিলেন, টনি এগিয়ে গেল এবং তাকে পিছনের দিকে কামড়ে দিল। আর, আমার বাবা পরিত্রাণপ্রাপ্ত ছিল না এবং তিনি বদমেজাজী ছিলেন। সেখানে লবণের একটি চাক ছিল যা জলের বালতির পাশে পড়েছিল, এবং আমার বাবা সেই লবণের চাকটি তুলে নিলেন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে টাট্টুর উপর ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু টনি বেঁচে যায়। আমি কি টনিকে বিশ্বাস করতাম? কখনই না!

আর মানুষের জীবনও এমনই। তারা মনে করে যে তারা শুধু একবার অবাধ্য হবে, শুধু এইবারই তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে যাবে, কিন্তু তারা যা বুঝতে পারে না তা হলো যতবারই এটা করছে তারা ত্বকে ক্ষত তৈরি করছে। একদিন, তারা ঠিক টনির মত হয়ে যাবে এবং যদি তারা ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া বা তিনি যা বলেন তা না করা বেছে নেয় তবে তারা এক সময় আর কোন ব্যথা বা অনুশোচনা অনুভব করবে না। আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে আপনি আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে গেছেন তখন দ্রুত অনুতপ্ত হওয়া হলো এর প্রতিকার।

রাজা দায়ূদ বৎশেবার সাথে পাপ করার পরে গীতসংহিতা ৫১ অধ্যায় লিখেছিলেন। এটি অনুতাপের একটি গীত।

> *হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম সকল মার্জনা কর। আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর। কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি; আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে। তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার দর্শনতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি; অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধর্মময়, আপনার বিচারে নির্দোষ রহিয়াছ। দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত, তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে। এসোব দ্বারা আমাকে শুচি কর, তাহাতে আমি শুচি হইব; আমাকে ধৌত কর, তাহাতে আমি হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব। আমাকে আমোদ ও আনন্দের বাক্য শুনাও; তোমা দ্বারা চূর্ণিত অস্থি সকল প্রফুল্ল হউক। আমার পাপসমূহের প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর, আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর। হে ঈশ্বর, **আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর**, আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও। তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ*

করিও না। তোমার পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দেও, ইচ্ছুক আত্মা দ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখ।

—গীত ৫১:১-১২ পদ

কেননা তুমি বলিদানে প্রীত নহ, হইলে তাহা দিতাম, হোমে তোমার সন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না।

—গীত ৫১:১৬-১৭ পদ

দায়ূদ তার মধ্যে একটি পরিষ্কার হৃদয়, একটি ভগ্ন আত্মা, একটি অনুতপ্ত হৃদয় তৈরি করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কান্না করছেন। মূলত, দায়ূদ বলছেন যে তিনি এমন একটি হৃদয় চান যা আবার অনুভব করতে পারবে। কিন্তু দায়ূদ তার বিবেকের কথা শুনতেন তাহলে কোন সমস্যাতেই পড়তেন না। তাই মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার বিবেককে অগ্রাহ্য করেন, আপনি আপনার হৃদয়কে কঠিন করবেন, এবং এভাবে বার বার করতে করতে যখন না আপনি ঈশ্বরের কথা আর শুনতে পারবেন না তখন এটি করা সহজ হয়ে যাবে।

বিবেক হল ঈশ্বরের কথা শুনার জন্য আমাদের একটা অন্যতম মাধ্যম। অবশ্যই, পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে সরাসরি নির্দেশনা ও পরিচালনা দিয়েও কথা বলেন। এবং আমি যেমন বলেছি, পবিত্র আত্মাকে আমি উচ্চস্বরে, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি স্থির, মৃদু কণ্ঠে আমাকে সংশোধন করতে শুনেছি। আমি তাকে স্বপ্ন এবং দর্শনের মাধ্যমেও কথা বলতে শুনেছি, যা আমি পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। কিন্তু এই অধ্যায়ে, আমরা শিখেছি যদি আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে চাই, তাহলে আমাদের বিবেককে দোষী হওয়া থেকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং তাকে নরম ও কোমল রাখতে দ্রুত অনুতপ্ত হতে হবে, যাতে আমরা তার কথা শুনতে পারি!

১০

দর্শন এবং স্বপ্ন

আমি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলাম এবং ড্রেন্ডাকে বললাম, "তুমি একটি মেয়ের মা হতে যাচ্ছ!"

আমাদের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে শুধুমাত্র একবারই ঈশ্বর আমাদের সন্তানের লিঙ্গের কথা বলেছিলেন- তা হলো পলি, আমাদের চতুর্থ সন্তানের। আমার মনে হয় যে এটা জানিয়েছিলেন যেন আমরা তাকে ধরে রাখতে পারি কারণ ড্রেন্ডার গর্ভে পলি যখন প্রায় ছয় মাসের সেই সময় আমাদের পরিবার একটি গাড়ি এক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়। দুই লেনের রাস্তায় ঘণ্টায় ৫৫ মাইল বেগে যাত্রা করছিলাম, একজন যুবক তার গাড়ি হঠাৎ আমাদের সামনে নিয়ে গেল। থামার সময় ছিল না, এবং আমরা তার গাড়ির সাথে ধাক্কা খেলাম। কেউ গুরুতর আহত হয়নি, তবে আমাদের সবাইকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। ড্রেন্ডা, গর্ভবতী হওয়ায়, সিটবেল্টে তার ঘষা লাগে এবং এটি তার পেটে লেগেছিল। সে পলিকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সাথে পলির ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, আমরা শান্তি অনুভব করছিলাম এবং জানতাম যে পলি ঠিক আছে, আর সে ঠিকই ছিল।

পলির কথা যদি বলি, আমার মনে আছে যখন তার বিয়ের পরে, প্রথম গর্ভধারণ করেছিল। ড্রেন্ডা এবং আমার একটি ব্যবসায়িক কাজের জন্য দেশের বাইরে যাবার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, পলির ডেলিভারির তারিখ সেই ব্যবসায়িক ভ্রমণের ঠিক মাঝামাঝি পড়ল। এখন, আপনি যদি আমার স্ত্রী, ড্রেন্ডাকে চিনে থাকেন, তাহলে সে কোনভাবেই তার এক মেয়ের সন্তান প্রসবের সময় থাকার সুযোগ হারাবে না। তাই আমরা ভাবছিলাম আমাদের ট্রিপ বাতিল করা উচিত কিনা। আমি এই বিষয়ে প্রার্থনায় কিছু সময় কাটালাম, এবং পবিত্র আত্মা আমার সাথে কথা বললেন যে ডেলিভারির তারিখটি ভুল ছিল, আমাদের ফিরে আসার একদিন পরেই শিশুটির জন্ম হবে। প্রভু তারিখ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমি ড্রেন্ডাকে জানালাম এবং আমরা ট্রিপে চলে গেলাম। যখন আমরা বাড়ি ফিরে আসি, পলি ঠিক সেই তারিখে, যেদিন প্রভু বলেছিলেন সেইদিনই সে প্রসবের জন্য গেল। আমাদের নতুন নাতনী, আইভরি, সঠিক সময়ে জন্মগ্রহণ করল।

এগুলি হল আমাদের জীবনের সমস্যাগুলির ব্যাপারে পবিত্র আত্মার কথা বলার উদাহরণ, পবিত্র আত্মার কথাগুলি আমাদের নিজেদের আত্মা থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পবিত্র আত্মার আমাদের সাথে কথা বলার অন্যান্য উপায়ও আছে যা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার।

আর তাহার পরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে; আর তৎকালে আমি দাস-দাসীদেরও উপরে আমার আত্মা সেচন করিব।

—যোয়েল ২:২৮-২৯ পদ

ভাববাদী যোয়েল বলেছেন যে এমন একদিন আসতে যাচ্ছে যখন ঈশ্বর সমস্ত মানবজাতির উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন। আমরা এখন সেই সময়ে বাস করি। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যারা উপরের কুঠুরিতে অপেক্ষা করছিলেন তাদের উপরে পবিত্র আত্মা এসেছিলেন। লোকেরা উপরের কুঠুরিতে যারা ছিল তাদের সকলকে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখে মনে করেছিল যে তারা নেশায় মাতাল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, "এটা কি?" পিতর জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ান।

কিন্তু পিতর এগার জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন -"হে যিহূদী লোকেরা, হে যিরূশালেম নিবাসী সকলে, তোমরা ইহা জ্ঞাত হও, এবং আমার কথায় কর্ণপাত কর। কেননা তোমরা যে অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত, তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তিন ঘটিকা মাত্র। কিন্তু এটি সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে: 'শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে।"

—প্রেরিত ২:১৪-১৮ পদ

আমাদের সাথে পবিত্র আত্মার কথা বলার ক্ষেত্রে স্বপ্ন এবং দর্শন খুব বড় একটা ভুমিকা রাখে। আমি নিশ্চিত জানি না কেন পবিত্র আত্মা কখনও কখনও স্থির, মৃদুস্বরে কথা বলেন আবার অন্য সময়ে তিঁনি স্বপ্নে কথা বলেন। আমার মনে হয় আংশিক উত্তর হল আমরা সবাই অনেক ব্যস্ত। যখন আমরা নিরব থাকি, তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। অথবা এটা হতে পারে যে আমরা এমন একটি বিভ্রান্তির মধ্যে আছি বা পরিস্থিতি এমন যে সেই স্থির, মৃদুস্বর শোনা কঠিন। পবিত্র আত্মা শুধু নিশ্চিত করতে চান যে আমরা বার্তাটি যেন পাই। যেহেতু, একটি ছবি হাজার শব্দের চেয়ে বেশি মূল্যবান। কারণ যাই হোক না কেন, আমি স্বপ্ন এবং দর্শনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। স্বপ্ন এবং দর্শন একই রকম। দুটিই ছবি যা আমরা দেখতে পাই, পার্থক্য

হল আমরা যখন জেগে থাকি তখন দর্শন দেখি এবং স্বপ্ন হল সেই ছবি যা আমরা ঘুমের মধ্যে দেখি।

দর্শনের বিষয়ে, আমি শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি দেখেছি যেগুলোকে আমি খোলা দর্শন বলব, এমন দর্শন যেখানে আপনি জেগে আছেন এবং সেই দর্শন যেন বাস্তবে ঘটছে বলে মনে হবে। আমার কাছে সবচেয়ে অর্থবহ দর্শন ছিল যখন ১৯ বছর বয়সে আমাকে প্রচারের জন্য আহবান করা হয় তখন। এই ঘটনার প্রায় মাসখানেক আগে আমি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছিলাম। অবশ্যই, এটি আমার কাছে নতুন ছিল কারণ আমি যে ডিনোমিনেশনের চার্চে যোগদান করতাম সেখানে পবিত্র আত্মার উপর খুব বেশি শিক্ষা দেয়নি।

সেদিন আমার জন্মদিন ছিল, এবং আমি কিছু বন্ধুদের সাথে সুন্দর একটি নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। যখন আমরা খেতে বসলাম, আমরা খাবারের জন্য ধন্যবাদ দিলাম, এবং হঠাৎ, আমি অনুভব করলাম পবিত্র আত্মা আমার উপর খুব শক্তিশালীভাবে এসেছেন। আবারও, আমি এই জিনিসগুলির ব্যাপারে নতুন ছিলাম, কিন্তু আমি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভের পর জানতাম যে পবিত্র আত্মা আপনার উপর আসলে কেমন বোধ হয়। আমি সেই মুহূর্তে কি করব তা জানতাম না, তাই আমি টেবিল থেকে উঠার অনুমতি চাইলাম আর আমার পিছনে একটি বাইরে যাবার দরজা ছিল যেটা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসলাম। যখন আমি বাইরে পা রাখলাম, ঈশ্বরের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল, এবং আমি একটি খোলা দর্শন পেলাম, যার মানে আমি আসলে এই জিনিসগুলি দেখেছি ঠিক যেমন আমি এখন প্রাকৃতিকভাবে কিছু দেখছি। আমি দেখলাম যে আমি একটা স্পিকারের স্ট্যান্ডের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, এবং আমি মানুষ ভর্তি একটা ঘরে কথা বলছি। ঘরটিতে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ জন লোক ছিল, সবাই ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরে পুরোটাই অন্ধকার ছিল বলে বুঝতে পারছিলাম তখন রাত ছিল। তখন একটা কণ্ঠস্বর বলল, "আমি তোমাকে আমার বাক্য প্রচার করার জন্য আহবান করছি।" এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল তারপর ছবিটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অভিষেক তুলে নেওয়া হল। আমি যখন বাড়ির ভিতর ফিরে যাই, তখন আমার বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কি হয়েছিল, এবং আমি বলেছিলাম, "আমার মনে হয় আমাকে এইমাত্র প্রচার করার জন্য আহবান করা হয়েছে!"

আমার মনে আছে সেই রাতে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে কি ঘটেছিল বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে প্রচারকরা খুব বেশি অর্থ উপার্জন করে না। এটুকুই তিনি বলেছিলেন। তিনি সেই সময়ে একজন বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু, ঈশ্বরের গৌরব হোক, তিনি ৮০ বছর বয়সে যীশুকে তাঁর হৃদয় সঁপে দিয়েছিলেন এবং এখন তিনি স্বর্গে আছেন।

এই ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় পবিত্র আত্মা আমার সাথে খোলাখুলি দর্শনে কথা বলেছেন কারণ, প্রথমত, আমি যুবক ছিলাম। তিঁনি জানতেন যে তাঁর পরিচর্যা করার জন্য আমার পরিবার অনেক অত্যাচারের মুখোমুখি হবে এবং সামনের যাত্রার জন্য আমার সেই ভরসা প্রয়োজন ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে সেই দর্শন এতগুলো বছর ধরে আমার সাথে কথা বলে আসছে।

আমরা যে পুরানো ফার্মহাউসে থাকতাম সেখানে আরেকটি খোলা দর্শন আমি পেয়েছিলাম। আমরা প্রায় নয় বছর সেই পুরানো, ভাঙা খামারবাড়িতে বসবাস করেছি, সেই সময়ের বেশিরভাগেই প্রচণ্ড দারিদ্র্যতার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কাজ করে তা শিখতে শুরু করার সাথে সাথে উন্নতি করতে শুরু করি এবং সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হই।

এই সময়েই ঈশ্বর আসলে আমার সেই দর্শন যা আমি ১৯ বছর বয়সে যখন তিঁনি আমাকে প্রচারের জন্য আহবান করেছিলেন তা পূর্ণ করলেন। এই ছিল সেই মুহূর্ত, আমাকে প্রচার করার আহবানের ২১ বছর পরে, যখন ঈশ্বর আমাকে একটি মন্ডলী শুরু করতে বলেন। এই সময় পর্যন্ত, আমি কলেজে ছিলাম এবং এই ২১ বছর ধরে ফিন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে কাজ করেছি। কিন্তু এখন ৪০ বছর বয়সে, ঈশ্বর আমাকে এগিয়ে যেতে এবং আমার মন্ডলী শুরু করতে বললেন।

আমরা একটি খ্রীষ্টিয়ান রেডিও স্টেশনের বেসমেন্টে আমাদের চার্চ চালু করলাম এবং প্রথম রাতে যখন আমরা সেখানে মিলিত হই, সেটা ২১ বছর আগে ঈশ্বর আমাকে যে দর্শন দিয়েছিলেন তার সাথে মিলে গেল। সেখানে সেই প্রথম উপাসনায়, আমি একই লোকদের হোল্ডিং চেয়ারে বসে থাকতে এবং একই জানালা রাতের কারণে অন্ধকার ছিল দেখলাম। একই ছোট পডিয়ামটিও দেখলাম।

ড্রেন্ডা এবং আমি আমাদের মন্ডলী শুরু করলাম এবং রাজ্য সম্পর্কে এতটাই উৎফুল্ল ছিলাম যে আমরা কোথায় থাকতাম সে সম্পর্কে আমরা সত্যিই তেমন চিন্তা করতাম না। আমরা জানতাম যে আমাদের খামারবাড়িটি শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে কারণ আমাদের পরিবারে এখন পাঁচটি সন্তান হয়েছে এবং আমাদের থাকার জন্য যথেষ্ট রুম ছিল না। যাইহোক, আমরা আমাদের সফল ব্যবসা এবং মন্ডলী নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে কারণে আমরা খুশি ছিলাম।

কিন্তু একদিন যখন আমি চার্চ থেকে বাড়ি ফিরে আসলাম, আর হেঁটে বসার ঘরে গিয়ে সোফায় বসলাম। আমি যখন বসলাম, হঠাৎ, আমার চারপাশের ঘরটি অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং আমি দেখতে পেলাম যে আমি একই ঘরে বসে আছি কিন্তু এখন এতে একটাও আসবাবপত্র নেই। যে দরজা দিয়ে আমি এইমাত্র হেঁটে এসেছিলাম তা খুলে ডাইনিং রুমে পরিনত হল, এবং আমি যে সোফায় বসেছিলাম সেইটা দরজাটির দিকে মুখ করা। আমি বসার ঘরের যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ডাইনিং রুম দেখতে পাচ্ছিলাম। তাই শুধু যে বসার ঘর একেবারে খালি ছিল তা নয়, ডাইনিং রুমটাও ছিল একেবারে খালি ছিল। দর্শনটি মাত্র পাঁচ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল, এবং আমি এটা দেখার পর জানতাম যে খামারবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। যখন দর্শন শেষ হয়ে গেল, আমি অবিলম্বে ড্রেন্ডাকে কি ঘটেছে জানালাম এবং বললাম যে যাওয়ার সময় হয়েছে।

আবারও, আমি বিশ্বাস করি যে এই ক্ষেত্রে একটি দর্শন ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে সহজ করে জানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা ব্যস্ত ছিলাম, এবং এটি বিলম্বিত করা সহজ হত। কিন্তু দর্শনটিতে এটি করা জরুরী ছিল, "যাওয়ার সময় হয়েছে!!!" কেন জরুরী ছিল তা পরে আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা নয় বছর ধরে সেই খামার বাড়িটিতে ভাড়া ছিলাম, এবং আমরা

জানতাম যে সেখানে পরিকল্পনা করা হাউজিং ডেভেলপমেন্ট এর কাজ শুরু হলে আমাদের চলে যেতে হবে, কিন্তু কখন শুরু হবে তা সঠিকভাবে কেউ জানত না।

তাই গল্পটি সংক্ষিপ্ত করছি, ঈশ্বর আমাদেরকে একটি সুন্দর জমি নিতে নির্দেশ দিলেন যেখানে আমরা আমাদের নতুন বাড়ি তৈরি করছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল ধীরে ধীরে বাড়িটি তৈরি করার কারণ আমাদের এটার কাজ করতে হাতে সময় ছিল, সম্ভবত এক বা দুই বছর সময় লাগবে। যাইহোক, আমরা আমাদের বাড়িতে কাজ শুরু করার প্রায় ছয় মাস পরে, আমরা আমাদের বাড়িওয়ালার কাছ থেকে একটি কল পেলাম, যিনি বললেন যে আমাদের এক মাসের মধ্যে ছোট্ট খামারবাড়ি ছাড়তে হবে। আমরা তাকে বলেছিলাম যে আমরা একটি নতুন বাড়ি তৈরি করছি এবং জিজ্ঞাসা করলাম যে তারা এই সময় দুই বা তিন মাসের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারে কিনা, তারা তাতে সম্মত হয়েছিল কিন্তু এর পরে আর কোন দয়া দেখানো হবে না।

যাই হোক, আমরা সবকিছু খুব দ্রুততার সাথে করলাম এবং তাদের দেওয়া বাড়তি সময়ের শেষে আমাদের নতুন বাড়ি শেষ করতে পারলাম। ঈশ্বর যখন আমাদের বাড়ি ছাড়তে বলেছিলেন তা যদি না বলতেন, তাহলে সেই সময়ের মধ্যে আমাদের আরও কয়েকবার বাড়ি বদল করতে হত; এবং আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম, তাতে সমস্যা হতে পারতো।

অবশ্যই, আমি এই বইয়ের শুরুতে যে নীল কুয়াশার গল্পটি বলেছিলাম, এবং যা একটি জীবন-পরিবর্তনকারী ঘটনা ছিল, সেটা সত্যিই একটি খোলা দর্শন ছিল। এই অর্থে এটি একটু ভিন্ন ছিল যে আমি আসলে আমার ভবিষ্যতের চিত্র দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমি সেই নীল কুয়াশায় সেখানে বসে ছিলাম স্পষ্টভাবে পবিত্র আত্মা আমাকে জাতির জন্য আহবান করার কথাগুলি শুনেছিলাম।

আমি নিশ্চিত যে আমি আরও কয়েকটি খোলা দর্শন পেয়েছি, কিন্তু স্বপ্নগুলি আমার কাছে অনেক বেশি প্রচলিত বলে মনে হয়েছিল। আমি যখন আলবেনিয়া যাচ্ছিলাম, আমি যাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ আগে, আমি আসন্ন ভ্রমণের বিষয়ে একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমার জীবনের সেই সময়ে, আমি এখনকার মত এত ভ্রমণ করতাম না; এবং সেই দিন ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত, আমি কখনই তা করতে আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু আমার যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে, আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে, আমি একটি ডাক্তারের অফিসে পরীক্ষা করার জন্য শুয়ে ছিলাম, এবং একজন নার্স রুমে এসে আমাকে বললেন যে তার কিছু রক্ত নিতে হবে। তাই সে আমার হাত ধরল, আমার মধ্যমা আঙুলটি রক্ত নেবার জন্য নিল, যা আমার অদ্ভুত মনে হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন স্বপ্নগুলো কেমন হয়; এমন কিছু জিনিস আছে যা আপনি শুধু স্বপ্নেই হয় জানেন। আর এই স্বপ্নে, আমি শুধু জানতাম যে আমি গ্রহ ছেড়ে যাওয়ার আগে আমার প্রতিটি আঙুল রক্তের জন্য তুলে ফেলা হবে। এইভাবে আমার সাথে কথা বলেছিল কারণ বাইবেল স্কুলে, আমাকে শেখানো হয়েছিল যে হাত আপনাকে মন্ডলীর পাঁচটি কার্যক্রমের কথা মনে করিয়ে দিতে ব্যবহার

করা যেতে পারে: বৃদ্ধাঙ্গুলটি প্রেরিত, তর্জনীটি ভাববাদী, মধ্যমা আঙুলটি ধর্মপ্রচারক, অনামিকা হচ্ছে পালক, এবং কড়ে আঙুল হল শিক্ষক যিনি পালকের পাশাপাশি কাজ করেন।

তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে নার্স আমাকে কি বলছে। আমি জানতাম যে আমার জীবদ্দশায়, আমি অন্তত আমার জীবনের কোন না কোন সময়ে মন্ডলীর প্রতিটি পদে কাজ করব। আমি অবশ্যই একজন পালক এবং একজন শিক্ষক, তবে আমি এটাও জানি যে আমি রাজ্য এবং অর্থের বিষয়ে মন্ডলীর জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য বলি। আমি আলবেনিয়াতে থাকার সময় যীশু আমাকে সেই জন্যই ডেকেছিলেন। স্বপ্নে দেখাল যে নার্স আমার মধ্যমা আঙুল খুঁচিয়েছে, তাই আমি জানতাম যে আমাকে সুসমাচারের মংগলবার্তা নিয়ে আলবেনিয়া দেশে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। আমি এখন আমার জীবনের প্রেরিত অংশে কাজ শুরু করছি এবং পদক্ষেপ নিচ্ছি।

যাইহোক, সেই স্বপ্নে সে সেই মধ্যমা আঙুলটি খোঁচানোর পরে, তিনি তার হাত নিয়ে শিশুরা প্রার্থনা করার সময় যেমন দুই হাত জোড় করে তেমনি করল, এবং সে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে প্রার্থনা কর শব্দটি বলল। সে প্রার্থনা কর শব্দটি জোরে উচ্চারণ করেনি; শুধু মুখ নাড়িয়ে প্রার্থনা শব্দটি বলেছিল যেমন আপনি কথা বলা নিষেধ এমন জায়গায় থাকলে বলেন সেভাবে। স্বপ্ন থেকে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে আলবেনিয়াতে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে পাঠানো হচ্ছে, এবং সেই সফরের জন্য আমার প্রার্থনা করা উচিত।

আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি এবং গুনে শেষ করা যাবে না বা এখানে লিখে কুলান যাবে না এমন, কিন্তু স্বপ্নগুলি হল পবিত্র আত্মার রব। এখন, আমার এমন অনেক লোকের সাথে দেখা হয়েছে যারা মনে হয় প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখে এবং সবকিছুই বেশ "আত্মিক"। আমি মনে করি যে আপনাকে অবশ্যই স্বপ্নগুলি বুঝতে হবে, এবং কিছু লোক যারা নিজেদের আত্মিক হিসাবে দেখাতে আগ্রহী তারা নিজেদের আধ্যাত্মিকতার গর্বে ফুলে উঠে এবং এমন জিনিসগুলি দেখে যা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়। যাইহোক, আমি তেমন একটা স্বপ্ন দেখি না। বছরে আমার চার থেকে বারোটা স্বপ্ন থাকতে পারে যা আমি জানি যে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং আমাকে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু বলছে। যদিও স্বপ্নের সেই সংখ্যা কোন বছরে কম বা বেশিতে পরিবর্তিত হতে পারে। আমি মনে করি না যে আপনি কতগুলো স্বপ্ন দেখেছেন তার কোন তাৎপর্য আছে, তবে আপনি সেগুলো থেকে যা শিখলেন তা তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি জীবন-পরিবর্তনকারী স্বপ্ন, যা আক্ষরিক অর্থে আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে, যখন ঈশ্বর আমাকে আর্থিক সংস্থায় আট বছরের কাজ ছেড়ে দিতে এবং লোকদের ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করার জন্য নিজের কোম্পানি শুরু করতে বলেছিলেন সেটা। সেইটা নিশ্চিতভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

তারপর রয়েছে সতর্কতামূলক স্বপ্ন। আমি সত্যিই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন মনে করতে পারি যেটা একটি সতর্কতামূলক ছিল। এটা এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন পরিচর্যার অর্থসংস্থান কম ছিল এবং আর্থিক চাপ ছিল। স্বপ্নে, আমি আমার বিছানায় শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বেডরুমের দরজা খোলা ছিল, এবং আমি হলের মধ্যে একটি হালকা শব্দ শুনতে পেলাম (আমার স্বপ্নে) এবং দরজার দিকে তাকালাম। সেখানে প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটা ছোট দিয়াবল দেখতে পেলাম যে পিছনে টাকা ভর্তি কাপড়ের একটা ব্যাগ টানছে। ব্যাগটি দেখতে সান্তা ক্লজ ব্যবহার করে সেই ব্যাগের মত ছিল। ব্যাগটি দিয়াবলের পিছন দিক থেকে টেনে নেওয়া হচ্ছিল, এবং ব্যাগটি ভরা ছিল, তাই ব্যাগটি মেঝের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল না, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছিলাম সে কোণায় গিয়ে ঘুরে আমাদের বাড়ির তৃতীয় তলায় উঠে যাচ্ছে। আমি যখন জেগে উঠলাম এবং স্বপ্নের কথা চিন্তা করলাম, আমি বুঝতে পারলাম যে প্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে ফান্ড চুরি হয়েছে বা হারিয়ে গেছে।

মজার ব্যাপার হল যে সেই স্বপ্নে আমি ব্যাগে থাকা টাকার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। আমার মনে আছে যে আমি ভেবেছিলাম এখানে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আছে। আমার আরও মনে হয়েছিল যে দিয়াবলটি বাড়ি ছেড়ে যায়নি বরং টাকা শুধু উপরে নিয়ে গেছে যার মানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যারাই চুরি করেছে বা অর্থের অপব্যবহার করেছে তারা বাড়ির অংশ ছিল এবং বাড়ি মানে, আমি জানতাম এটা পরিচর্যার কথা বলছে। যাই হোক, পরের দিন আমি প্রথম যে কাজটি ছিল তা হল আমার সিনিয়র প্রাচীনকে ফোন করা এবং তাকে আমাদের অর্থনৈতিক বিভাগের বইগুলি পরীক্ষা করতে বলা। এটি করতে গিয়ে, আমরা অনেক অপ্রয়োজনীয় খরচ পেয়েছি যা উপেক্ষা করা হয়েছিল। যখন আমরা এই অপ্রয়োজনীয় মাসিক খরচ যোগ করি, তখন তার যোগফল প্রতি মাসে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মত হয়। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আসলে কেউ চুরি করছে না, কিন্তু অবহেলার জন্য, সেই অর্থ নষ্ট হচ্ছে বা কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ আছে আর সেই অর্থ বাঁচাতে যা করা দরকার করতে পারি। সেই সময়ে আমাদের সেই অর্থের প্রয়োজন ছিল কারণ জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া ছিল।

ঈশ্বর আপনাকে কৌশল জানানোর জন্যও স্বপ্ন ব্যবহার করতে পারেন। এই গত বছর, ২০১৮ সালে, আমি একটি খুব সাধারণ স্বপ্ন দেখেছিলাম যেখানে আমি শুধুমাত্র এই শব্দগুলি শুনেছিলাম, "জাহাজকে ডাক।" আমি সেটা লিখে রাখলাম কিন্তু এর মানে বের করতে পারিনি। আমি এটি সম্পর্কে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম, এবং আমি ড্রেন্ডা ছাড়া এব্যাপারে কাউকে জানাইনি।

জানুয়ারিতে আমাদের পুরুষদের সভায়, আমি সারা বছরের জন্য আমার পরিকল্পনা তৈরি করছিলাম। তাদের মধ্যে একটি ছিল দেশব্যাপী ছোট ছোট দল করার পরিকল্পনা যা আমি কয়েক বছর ধরে চিন্তা

ঈশ্বর আপনাকে কৌশল জানানোর জন্যও স্বপ্ন ব্যবহার করতে পারেন।.

করছিলাম কিন্তু মনে হল এই বছরই এটা করার উপযুক্ত সময়। মিটিংয়ের পরে, একজন ভদ্রলোক উঠে এসে বললেন যে সে আমাকে যা বলতে যাচ্ছেন তা বোকামি মনে হচ্ছে, কিন্তু তিনি শুধু বললেন, "প্রভু বলেছেন আপনি ট্রয়ের হেলেনের মত।" তিনি কি বলছেন সে ব্যাপারে আমার কোন ধারণা ছিল না, তাই তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন যে তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন। তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যা বলেছিলেন সে কথাগুলো আমি তাকে একটি ইমেলে লিখে পাঠাতে বলেছিলাম। এখানে তার ইমেইল তুলে দেওয়া হল।

স্পার্টার রাজা, মেনেলাউস তার স্ত্রী হেলেনকে ট্রোজানদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য ১,০০০টি জাহাজ নামানোর নির্দেশ দেন। "যে মুখ এক হাজার জাহাজ চালু করেছে" একটি সুপরিচিত প্রবাদ এবং তা ট্রয় নগরীর হেলেনকে বোঝায়।

বুধবার, ৩০শে জানুয়ারী, ২০১৯, পালক যখন এপেক্স পুরুষদের সভায় বক্তৃতা করছিলেন, তখন প্রভু বললেন যে তিনি ট্রয় নগরীর হেলেনের মত ছিলেন, একজন রাজা যিনি হারানোদের, বিশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া, পরিবারে হারিয়ে যাওয়া এবং আর্থিকভাবে হারিয়ে যাওয়া লোকদের উদ্ধার করার জন্য ১,০০০টি জাহাজ চালু করছেন।

তাঁর সেবায়,

এ্যারন

একদিন পর তিনি আমাকে আরেকটি ইমেইল পাঠালেন।

পালক বাবু,

আমি ট্রয় নগরীর হেলেনের সামরিক কাঠামো দিতে চাই। বেশিরভাগ লোকের কাছে, এটি একজন রাজার গল্প যিনি তার হারানো স্ত্রীকে ট্রোজানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে ১০০০টি জাহাজ নামিয়েছিলেন। কিন্তু একজন সামরিক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে, এটি ছিল একটি সামরিক সৈন্যবিন্যাস যার নাম ছিল অপারেশন হেলেন অফ ট্রয়। প্রতিটি সামরিক সৈন্য মোতায়েনের একটি কার্যকর নাম দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিল টিম সিক্স যখন ওসামা বিন লাদেনের সীমানায় অভিযান চালায় তখন মোতায়েনকে অপারেশন নেপচুন স্পিয়ার বলা হয়। অপারেশন ফরোয়ার্ড মাইক, এলভিস মার্শাল এবং সান্তা ক্লজের মতো রঙবেরঙয়ের নানা নামের মিশনে আমাকে মোতায়েন করা হয়েছিল।

সামরিক অভিযানের নাম সেগুলোকে আরও ভালভাবে শনাক্ত করার জন্য, বা এটি কি ধরণের অপারেশন, এবং কারা এই অভিযানের দায়িত্বে কে আছে বা কে পরিচালনা করছে তা স্পষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়। প্রভু যখন বলেছেন আপনি হেলেন অফ ট্রয়ের মত, আমার সামরিক মন এটিকে এভাবে অনুবাদ করেছে পালক গ্যারী অপারেশন হেলেন অফ ট্রয় মোতায়েন করছেন, এটা হারানোদের, বিশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া, পরিবারে হারিয়ে যাওয়া এবং আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থদের বাঁচাতে ১,০০০টি জাহাজ চালু করার একটি মিশন।

উপরন্তু, যখন আমি ১,০০০টি জাহাজের বিন্যাসের কথা শুনি, তখন আমি প্রতিটি জাহাজ মোতায়েন করার জন্য যোদ্ধাদের সংখ্যা, সহায়ক কর্মী, প্রশিক্ষণ, সরবরাহ এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কেও চিন্তা করি। এই বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য এই বাহিনীকে মোতায়েন করতে আপনার চেয়ে সক্ষম আর কেউ নেই। আপনি আজকের এই দিনের জন্যই বছরের পর বছর আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য পার করেছেন। আমার পরিবার, এবং আমি নিশ্চিত যে দেহের বাকি অংশও মোতায়েন করতে উৎসাহী।

তাঁর সেবায় রত,
এ্যারন

এ্যারন একজন নেভি সীল ছিলেন এবং ২১ বছর সামরিক বাহিনীতে কাজ করার সময় ৯টি মোতায়েনে গিয়েছিলেন। ক্রুশের শক্তিতে তার আমূল পরিবর্তনের একটি চমৎকার গল্প আছে। প্রভু স্বপ্নে আমার সাথে জাহাজ ডাকার কথা যা বলেছিলেন তার কিছুই সে জানত না। কিন্তু তার "জ্ঞানের বাক্য" আমাকে নিশ্চিত করেছে যে আমি সঠিক শুনেছি এবং ঈশ্বর আমার জন্য যা রেখেছেন সেই পথে নিতে সাহায্য করেছে। আমাদের লক্ষ্য হল রাজ্যের সুসমাচার জানানোর জন্য দেশব্যাপী ১,০০০টি ছোট ছোট দল গড়ে তোলা। আপনি যদি সেই সেনাবাহিনীর অংশ হতে চান, আমার ওয়েবসাইট, Garykeesee.com এর মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।

আমার মনে হয় আপনি মূলবিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। স্বপ্ন হল একটি শক্তিশালী উপায় যা দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে কথা বলেন, তাদের দিকনির্দেশনা, কৌশল, সতর্কতা এবং সান্ত্বনা দিয়ে সাহায্য করেন।

এই অধ্যায়টি শেষ হওয়ার আগে, আমি আরও একটি পদ্ধতি যোগ করতে চাই যা ঈশ্বর কৌশলের পরিচালনা দিতে সাহায্য করতে ব্যবহার করেন, এবং সেটি হল ভাববাণীর দান। এ্যারন আমার একটি নতুন উদ্যোগ চালু করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানের বাক্য বলে। জ্ঞানের বাক্য সহজভাবে যে নাম, তাই ই। এটি ঈশ্বরের আত্মা থেকে আপনাকে দেওয়া জ্ঞান, যা আপনি নিজে থেকে জানতে পারেন না। জ্ঞানের বাক্যটি ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে পবিত্র আত্মার নয়টি দানের

একটি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এখন, এই বইটিতে সেই আধ্যাত্মিক দানগুলি শিক্ষা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আমি সেগুলোর মধ্যে একটি, ভাববাণীর বাক্য দানটির কথা উল্লেখ করতে চাই।

"কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।"

—১ করিন্থীয় ১৪:৩ পদ

এই দানকে ভুল বোঝার কারণে অনেক লোকই তাদের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে ফেলে বলে আমি মনে করি আমার এটি উল্লেখ করা উচিত। লোকেরা যখন ভাববাণীর কথা চিন্তা করে, তখন তারা মনে করে একজন ভাববাদী তাদের ডাকছেন এবং তাদের মুখের দিকে আঙুল তুলে এই রকম কিছু বলছেন, "আপনাকে আফ্রিকায় যেতে হবে" বা "আপনাকে পালক হবার জন্য আহবান করা হয়েছে।"

উভয় বিবৃতিই সত্য ভাববাণীর সঠিক উপস্থাপনা হতে পারে, আবার উভয়ই সম্পূর্ণরূপে ভুলও হতে পারে। এটা নির্ভর করে আপনি কিভাবে সেগুলো পড়েন তার উপর। যদি এই বিবৃতিগুলিকে দিকনির্দেশনামূলক বানী হিসাবে পড়া হয়, তবে উভয়ই ভুল হবে, কিন্তু যদি সেগুলি নিশ্চয়তাস্বরূপ পড়া হয় তবে সেগুলি সঠিক হতে পারে। পৌল ভাববাণীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

"কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।" (১ করিন্থীয় ১৪:৩ পদ)।.

এই যে দেখুন। এখানে এমন কোন শব্দ নেই যা ইঙ্গিত করে যে আপনি ভাববাণীর মধ্যে দিকনির্দেশনা পাবেন, তবুও অধিকাংশ মানুষ ভাববাণীকে নির্দেশনামূলক বলেই দেখে। কিন্তু পৌলের মতে, ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র নির্দেশনা নিশ্চিত করার জন্য, নির্দেশনা দেবার জন্য নয়। দেখুন, একবার আপনি নতুন জন্ম লাভ করলে পর, আপনার ভিতরে পবিত্র আত্মা যিনি আপনাকে কি করতে হবে তা বলে দেবেন। যীশুর জন্য কি করার জন্য আপনাকে আহবান করা হয়েছে তা বলার জন্য আপনার কোনও পুরুষ বা নারীর দরকার নেই। কিন্তু ভাববাণীর বাক্য এমন কিছু নিশ্চিত করতে পারে যা আপনি ইতিমধ্যেই জানেন।

সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, আমি যে উদাহরণটি দিয়েছিলাম, "আপনাকে আফ্রিকায় যেতে হবে," আমি বলেছি যে এটি একটি ভাববাণীমূলক বাক্যের একটি বাস্তব উদাহরণ হতে পারে, যদি পবিত্র আত্মা আপনাকে ইতিমধ্যেই তা বলে থাকেন এবং তিনি সেই বাক্যের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করেন। কিন্তু যদি আফ্রিকায় যাওয়ার কথা আপনার চিন্তায় না থাকে এবং আপনি প্রথমবারের মত এটি শুনে থাকেন, তাহলে সেটা নতুন নিয়মের মন্ডলীর সত্যিকার ভাববাণীর বাক্যের উদাহরণ হবে না।

মানুষের কিছু কথা শুনতে খুব অবাক লাগে। আমি খ্রীষ্টিয়ানদের দেখেছি আমার কাছে এসে বলে, "ঈশ্বর আমাকে একটি সভায় বলেছিলেন যে আমার উন্নতি করার কথা।" ভাল কথা, হ্যাঁ, আপনি উন্নতি করতে যাচ্ছেন সেটা অন্য কারো আপনাকে বলে দিতে হবে না; বাইবেলই আমাদের তা বলে। আমি দেখেছি খ্রীষ্টিয়ানরা লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যায় তাদের জন্য কোন বাক্য আছে নাকি। আপনাকে বাক্য দেওয়ার জন্য কারো দরকার নেই! আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মা আপনার সাথে কথা বলবেন এবং হ্যাঁ, ঈশ্বর আপনাকে নিশ্চিত করার জন্য একটি ভাববাণীমূলক বাক্য পাঠাতে পারেন, কিন্তু আপনাকে নেতৃত্ব দিতে নয়।

আমার নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে নাটকীয় উদাহরণ ছিল যখন আমি ড্রেন্ডার সাথে ডেটিং করছিলাম। আমি জর্জিয়ায় তার পরিবারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম আমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। সেখানে থাকাকালীন, আমি তার সাথে তার মন্ডলীতে যেতাম। সেই সময়ে, আমাকে সবেমাত্র ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ড্রাষ্ট্রিতে একটি চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যেটা নিয়ে আমি মল্লযুদ্ধ করছিলাম। আমাকে ১৯ বছর বয়সে প্রচারের জন্য আহবান করা হয়েছিল এবং আমি পুরাতন নিয়মের উপর ডিগ্রি নিয়ে কলেজ শেষ করেছি, তারপরও আমাকে ফাইন্যান্সের এই চাকরিটি নিতে বাধ্য হচ্ছি মনে হচ্ছিল। আমি কি করব ভেবে দ্বিধান্বিত ছিলাম।

ড্রেন্ডার মন্ডলীতে রবিবার সকালের উপাসনার পরে, একজন ভদ্রমহিলা যাকে আমি চিনতাম না, কিন্তু ড্রেন্ডা অবশ্যই চিনতো, আমার কাছে এসে বললেন আমার জন্য একটি বাক্য আছে। তিনি বললেন, "তুমি একটা চাকরির অফার নিয়ে ভাবছ। চাকরিটির নিম্নলিখিত ১০টি দিক রয়েছে এবং তিনি এই নতুন চাকরিতে আমি যা যা করব সবগুলোর নাম ঠিক ঠিক ভাবে বলেছিলেন।" তিনি বললেন, "তোমাকে এই কাজটি নিতে হবে, আর প্রভু সাথে আছেন।" এই ক্ষেত্রে, আমি ইতিমধ্যেই কাজটি করব বলে চিন্তা করেছিলাম কিন্তু কেন আমি এমন অনুভব করছি তা নিয়ে বিভ্রান্ত ছিলাম। তার ভাববানীপূর্ণ বাক্য আমার জন্য স্বস্তি এবং উৎসাহজনক ছিল এবং আমার যে নির্দেশনায় যাওয়া উচিত তা নিশ্চিত করেছে। আবারও, আপনার মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মা আপনাকে নেতৃত্ব দেবেন এবং আপনার পরামর্শদাতা হবেন।.

১১

পবিত্র আত্মার রব আমার বসের মত শুনতে

আমার মন্ডলীতে একটি পরিবার ছিল, যখন এটি ছোট ছিল, তখন কাজের প্রয়োজন ছিল। তারা একটি সুন্দর পরিবার ছিল এবং সবসময় মন্ডলীর কাজে সাহায্য করতে চাইতো। কিন্তু তাদের মনে হয় সবসময় অর্থের সমস্যা লেগে থাকতো। যাই হোক, গৃহকর্তার আবারও বেকার হলেন, তখন আমি তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই সময় আমি আমার বাড়ি তৈরি করছিলাম এবং সমস্ত বৈদ্যুতিক কাজ নিজেই করছিলাম। আমি জানতে পারলাম যে গৃহকর্তার বৈদ্যুতিক কাজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে, আর আমি তাকে খণ্ডকালীন কাজ করার জন্য অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম কারণ তার পরিবারের খাবার ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি এসে আমি তাকে তার বসানোর যে কাজ দিয়েছিলাম সেটা সে ভালভাবে করেছেন।

আমি এব্যাপারে খুব একটা ভাবিনি, কিন্তু প্রায় এক মাস পরে, আমি এই লোকটির কাছ থেকে একটি ফোন কল পায়। তিনি বলেন যে আমার জন্য প্রার্থনা করতে কয়েকজন লোক একত্রিত হচ্ছে। আমি বললাম, "কোন ব্যাপারে?" তিনি বলেছিলেন যে মন্ডলীতে কিছু বিষয় আছে যেগুলোর পরিবর্তন হওয়া দরকার, এবং তিনি বলেছিলেন যে তার কাছে ১০ টি বিষয়ের একটি তালিকা রয়েছে যেগুলো নিয়ে তারা আলোচনা করছে। তালিকায় প্রথমটি ছিল আমার বাড়িটা অনেক বড় ছিল। তিনি অস্পষ্টভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মন্ডলী আমাকে কত টাকা দেয় যে আমি এইরকম একটি বাড়ি করার সামর্থ্য রাখি। আমি দ্রুত তাকে জানালাম যে মন্ডলী আমাকে একটি পয়সাও দেয় না, কারণ আমি মন্ডলী থেকে কোন বেতন পেতাম না। আমি এটা বলার পর সে কিছুক্ষণ নীরব থাকল। তারপর তিনি বললেন, "মন্ডলী আপনাকে বেতন দেয় না?" "ঠিক তাই," আমি উত্তর দিলাম। আবারও অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ নীরবতার পর অবশেষে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, মনে হয় তাদের দেওয়া উচিত।" আর তারপরই কথোপকথন শেষ হয়ে গেল।

যাই হোক, এটি প্রায় এক সপ্তাহ বা তার কিছু পরে আমি একটি কোম্পানিতে লোক নেবার কথা শুনেছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে তার পছন্দের কাজ হতে পারে, তাই আমি তাকে এটার কথা বললাম। তিনি গিয়ে আবেদন করেন এবং চাকরিটা পান। এখন মনে রাখবেন, সেই

সময়ে তার পরিবারকে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার মত অবস্থা ছিল। তাই যে সপ্তাহে সে চাকরি নেয় সে চার্চে আসে এবং আমাকে বলে সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। "আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু কেন?" তিনি আমাকে বললেন যে শুক্রবার বিকেলে তারা এক সপ্তাহ ধরে তাকে মেঝে ঝাড়ু দিতে বলেছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই সময়ে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, তাদের বলেছিলেন যে তিনি মেঝে ঝাড়ু দেবার জন্য চাকরি নেননি। আমি যা শুনছিলাম তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি জানতাম যে এই যুবকটি যদি জীবনে সফলতা পেতে চায় তাইলে তাকে কিছু কঠিন প্রশিক্ষণ পেতে হবে। আমি সবসময় সেই লোকের স্ত্রীর জন্য দুঃখ অনুভব করতাম। তারা এর পরপরই মন্ডলী ছেড়ে চলে যায়, এবং আমি জানি না তাদের কি হয়েছিল। যাইহোক, আমি সম্ভবত অনুমানে একটি শালীন কাজ করতে পারি। তার অহংকারী মনোভাব এবং কাজ করতে অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে, আমি অনুমান করতে পারি যে তার জীবনবৃত্তান্তে বেশ কিছু চাকরির উল্লেখ থাকবে, যার বেশিরভাগই স্বল্প সময়ের জন্য। তার সমৃদ্ধির স্তরের অধিকাংশই বেঁচে থাকার উপায় ছিল। এখন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। মানুষ পরিবর্তিত হয়, এবং আমি নিশ্চয়ই আশা করি যে তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন। কিন্তু আমি এটা জানি যে, আমি যখন তাকে চিনতাম, তিনি তখন ভুল পথে যাচ্ছিল। দেখুন, সে ঈশ্বরের রবকে অবহেলা করছিল।

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আপনি ঈশ্বরের কোন রবের কথা বলছেন?" আমি নিশ্চিত যে আপনি যদি তাকে তা জিজ্ঞাসা করেন তবে তিনি এটাই বলবেন, কারণ সে সময় তার কোনও ধারণা ছিল না। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের প্রশিক্ষণের এবং মানুষকে তাদের ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত করতে একটা প্রাথমিক পদ্ধতি: বশ্যতা শেখাকে অবহেলা করছিলেন। আমি জানি এই অধ্যায়ের শিরোনাম আপনাকে হয়তো বিভ্রান্ত করেছে। পবিত্র আত্মার সাথে আমার বসের কি সম্পর্ক? আপনি এই অধ্যায়ে খুঁজে পাবেন যে আপনার পবিত্র আত্মার কথা শোনার ক্ষমতার সাথে আপনার বসের অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে!

আমি মথি ৮:৫-১০ পদ দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করতে চাই।

আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে একজন শতপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতিপূর্বক কহিলেন, "হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে।"

তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব।"

শতপতি উত্তর করিলেন, "হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নিচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন; আমি তাহাদের একজনকে 'যাও' কহিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম কর' বলিলে সে তাহা করে।"

এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই।"

—মথি ৮:৫-১০ পদ

কেন এই লোকটি এত সহজে বিশ্বাস করেছিল যে যীশু তার দাসকে সুস্থ করতে পারেন? সে প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেন। "কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন; আমি তাহাদের একজনকে 'যাও' কহিলে সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম কর' বলিলে সে তাহা করে। " কারণ তিনি জানতেন কিভাবে কর্তৃত্ব কাজ করে। তিনি যেমন কর্তৃত্বের অধীনে ছিলেন, তেমনি তাঁর লোকেরাও তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার বসের কথাটি সিজারের কথার মতই। প্রকৃতপক্ষে, যদি সত্য জানা যায়, তার বসের কণ্ঠ ছিল সিজারের কণ্ঠ। তিনি আরও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দাসদের কাছে তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের কাছে সিজারের কণ্ঠের মতো শোনায়। এভাবেই কর্তৃত্ব কাজ করে। তাই যেহেতু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কর্তৃত্বের অধীনে থাকার অর্থ কি, তাই তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশু কিভাবে শুধুমাত্র মুখে বলার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব নিতে পারেন। তার শুধুমাত্র এটাই করতে হবে। সে যদি কোন ভৃত্যকে কিছু করার কথা বলে, তারা তাই করতো। এটা এরকমই সহজ ছিল। এখানে একটি সত্য যা আপনাকে অবশ্যই শিখতে হবে:

আপনিও তখনই কর্তৃপক্ষের সাথে চলতে পারবেন যখন আপনি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন!

শয়তান যদি কর্তৃত্বের প্রতি সমস্ত সম্মান দূর করতে পারে এবং সবাইকে বোঝাতে পারে যে তারা যখন খুশি তখন যা খুশি তাই করতে পারে, তাহলে পৃথিবী বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের মুখে পড়ে যাবে। বাগানে হবাকে সে এটাই চ্যালেঞ্জ করছিল, "ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন...?" শুনুন, এই পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তি কর্তৃত্বাধীন বা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের অধীন। আপনি কার কর্তৃত্বের

অধীনে আছেন তা জানতে পারা আপনাকে কাদের কথা শুনতে হবে এবং কার কথা শুনতে হবে না বুঝতে সাহায্য করবে। যে কিন্তু আজকে, সবাই কর্তৃত্বের অধীন না হয়ে বরং কর্তৃত্ব পেতে চায় এবং তা অসম্ভব।

সম্প্রতি, আমি একজন ঠিকাদারের সাথে কথা বলেছিলাম যিনি আমাকে বলছিলেন যে তিনি কিভাবে লোকদের নগদ অর্থ প্রদান করেন যেন কর্মচারী কর এবং শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ ফি এড়াতে পারেন। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে জানতাম এটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। একদিন, একজন কর্মচারী হয়তো আহত হবেন এবং কর্মীদের ক্ষতি পূরণের জন্য দরখাস্ত করবেন। এবং তারপর জানতে পারবে যে বস শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রোগ্রামে কখনো অর্থ প্রদান করেননি, এবং তিনি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মামলা করবেন কারণ আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক। ঠিক এমন ঘটনা আমার নিজের চার্চের কয়েক জন ঠিকাদারের সাথে ঘটেছে।

গত সপ্তাহে, আমি একজন ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছিলাম যিনি বলছিলেন যে তার কোন পালকের প্রয়োজন নেই; এটা শুধু তার এবং পবিত্র আত্মার ব্যাপার। সত্যিই? ঠিক আছে, তার আসলে যীশুর সাথে এই বিষয়ে আরও ভালভাবে কথা বলার দরকার আছে কারণ তিঁনিই ইফিসীয় ৪ অধ্যায়ে পালক নিযুক্ত করেছিলেন এবং স্থানীয় মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন। সে যদি যীশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে থাকে, তাহলে সে যীশু যে কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছিলেন তা অনুসরণ করবে। মূল বিষয়টি হল সে যীশুর কাছে সমর্পণ না করে নিজের মত করে কাজ করতে চান। সে সম্ভবত এই কারণে প্রতারণা এবং কঠিন সময়ে পড়বেন।

খুব বেশি দিন আগের কথা না, আমি এমন একজন বিক্রয়কর্মীর সাথে কথা বলেছিলাম যিনি তাদের নিজস্ব বিক্রয় কোম্পানি শুরু করছেন এবং বর্তমান কোম্পানি থেকে তাদের সমস্ত ক্লায়েন্টকে তাদের সাথে নিয়ে যাচছিলেন, যদিও তারা একটি এমন করেবে না বলে নন-কমপিট (অ-প্রতিযোগীতার) কাগজে স্বাক্ষর করেছিল। আর তারা কি মনে করে যে তারা তাতে উন্নতি করবে? এটা সহজ কথায় চুরি করা!

আমি জানি যে আপনি হয়তো এই অধ্যায়টি অন্য অধ্যায়গুলোতে যেখানে আমি পবিত্র আত্মার অলৌকিক, চমৎকার সব বিষয়গুলি তুলে ধরেছি সেগুলোর মত পছন্দ করবেন না, কিন্তু আপনি যদি এই অধ্যায়টি সঠিকভাবে না বুঝেন তাহলে আপনি বাকি সবকিছুই ভুলে যেতে পারেন কারণ এটি ঈশ্বর প্রচার করেন।

আমার মনে আছে একবার একজন ভদ্রমহিলা প্রার্থনা সভায় আমার কাছে এসেছিলেন এবং অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন আমি তাকে প্রার্থনা করার জন্য ডাকিনি।

আপনি কার কর্তৃত্বের অধীনে আছেন তা জানতে পারা আপনাকে কাদের কথা শুনতে হবে এবং কার কথা শুনতে হবে না বুঝতে সাহায্য করবে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম! প্রার্থনা করতে ডাকা কেন এত বড় ব্যাপার হতে পারে যদি না, তার পরিচয় শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য ছিল?

আর, অবশ্যই, সে কখনও কারও কথা শুনতো তাহলে আমি তাকে বলতে পারতাম কেন আমি তাকে এক মিনিটের জন্য ডাকিনি। এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীকে সম্মান করতো না এবং সমালোচনার সময়ে সে সবসময় যুক্ত থেকে ক্রমাগত তার স্বামীর আধ্যাত্মিকতার অভাব বলে তাকে নিচু দেখাতো।

সেজন্যই আমি তাকে ডাকিনি। আসল কথা হল তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন কারণ সে নিজেকে যেমন ভাবতেন তাকে তেমন আধ্যাত্মিক মহিলা হিসাবে পুরো দলের সামনে দেখা যায়নি যা প্রকাশ করে যে সে কর্তৃপক্ষকে সম্মান করেন না আর এইজন্য, সে একজন বিপজ্জনক মহিলা ছিল।

তাই আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। আপনি যেখানে যেতে চান, যেখানে আপনার স্বপ্ন যেতে চায় সেখানে যাওয়ার জন্য আপনি কি যোগ্য? আমি যদি আপনার পালক বা আপনার বসকে জিজ্ঞেস করি আপনার সম্পর্কে তাদের সত্যি মতামত কি, তারা কি বলবে? দেখেন, আপনি বশ্যতার পরীক্ষা পাস না করা পর্যন্ত আপনি কর্তৃত্ব পেতে পারেন না। এই কথা আমি বলিনি; যীশু বলেছিলেন।

> *যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অধার্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্মিক। অতএব তোমরা যদি অধার্মিকতার ধনে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে?*
>
> —লূক ১৬:১০-১২ পদ

আপনাকে কি কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যেতে পারে? আপনার বশ্যতার মধ্যেই তার প্রমাণ আছে।

আসুন বাইবেলের এমন একটি গল্পের দিকে নজর দেওয়া যাক যা আপনার জীবনে সাফল্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

পরে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে একত্র হইল; ত্রিশ সহস্র রথ, ছয় সহস্র অশ্বারোহী ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক আসিল; তাহারা আসিয়া বৈৎ-আবনের পূর্বদিকে মিক্‌মসে শিবির স্থাপন করিল। তখন ইস্রায়েল লোকেরা আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত দেখিল, কেননা লোকেরা উপদ্রুত হইতেছিল; তখন লোকেরা গুহাতে, ঝোপে, শৈলে, দৃঢ় গৃহে ও গর্তে লুকাইল। আর কতকগুলি ইব্রীয় যর্দন পার হইয়া গাদ ও গিলিয়দ দেশে গেল।

কিন্তু তৎকালেও শৌল গিল্‌গলে ছিলেন; এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী লোক সকল কম্পান্বিত হইতে লাগিল। পরে শৌল শমূয়েলের নিরূপিত সময়ানুসারে সাত দিন অপেক্ষা করিলেন; কিন্তু শমূয়েল গিল্‌গলে আগমন করিলেন না, এবং লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। তাহাতে শৌল কহিলেন, "এই স্থানে আমার নিকটে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আন।" পরে তিনি হোমবলি উৎসর্গ করিলেন।

—১ শমূয়েল ১৩:৫-৯ পদ

*শমূয়েল শৌলকে কহিলেন, "তুমি অজ্ঞানের কর্ম করিয়াছ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন কর নাই; করিলে সদাপ্রভু এখন ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী করিতেন। কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকিবে না; **সদাপ্রভু আপন মনের মত একজনের অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই আপন প্রজাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন;** কেননা সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা পালন কর নাই।"*

—১ শমূয়েল ১৩:১৩-১৪ পদ

শৌলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল কারণ তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাই আবারও আমরা দেখি আপনি যদি কর্তৃপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে না পারেন, আপনি কর্তৃত্বে থাকতে পারেন না। আমি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রভু তাঁর মনের মত একজন মানুষকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছিলেন। "তাঁর মনের মত" মানে কি?

*পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দায়ূদকে উৎপন্ন করিলেন, যাঁহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, "আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি, সে আমার মনের মত লোক, **সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে।**"*

—প্রেরিত ১৩:২২ পদ

ঈশ্বর কিভাবে তাঁর মনের মত একজনকে সংজ্ঞায়িত করেন? মূলত, এটা এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর যা ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করেন এবং ঈশ্বর যা ভালবাসেন তা ভালবাসেন, এমন কেউ যিনি সেখানে ঈশ্বর থাকলে যা করতেন তিনি তা করবেন। অন্য কথায়, ঈশ্বর যদি পাপকে ঘৃণা করেন, তবে তারাও পাপকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বর যদি কিছু করতে চান, তারাও তা সম্পন্ন করতে চান। আমাদের ভাবনায়, আমরা মনে করি ঈশ্বরের তাঁর মনের মত লোক এমন যাকে সবচেয়ে বেশি আত্মিক দান আছে। আমরা মনে করি আধ্যাত্মিক হওয়া মানেই আরাধনার কোমল গান করা। কিন্তু ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বাধ্য হওয়াই হল আত্মিক আরাধনা।

> *শমূয়েল কহিলেন, "সদাপ্রভুর রবে অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম। কারণ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মন্ত্র পাঠের ন্যায় পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা, পৌত্তলিকতা ও ঠাকুর পূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।"*
>
> —১ শমূয়েল ১৫:২২-২৩ পদ

তাই আবারও, আমি বলি যে ঈশ্বরের রব আপনার বসের মত শোনায়! যখন কেউ আপনাকে চেনে না তখন ঈশ্বর কর্তৃত্বের প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার অনুমতি দিচ্ছেন। বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে পারে না কিভাবে এইসব কাজ করে। তারা তাদের সামান্য খণ্ডকালীন চাকরিকে গুরুত্ব সহকারে দেখে না; এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছুই না।

তাই আবারও, আমি বলি যে ঈশ্বরের রব আপনার বসের মতো শোনায়!

কিন্তু তারা যা জানে না তা হল তারা নিজেদেরকে বিষয়ভিত্তিক বশ্যতা স্বীকার করার জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাদের চাওয়া এবং লক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনকিছু বশ্যতা স্বীকার করার যোগ্য কিনা তা তাদের নিজস্ব মানদন্ড দিয়ে বিচার করা।

লোকদের শেখানো হয় না যে তারা যে মুহূর্তে একটি বিশ্বাস গ্রহণ করতে রাজি হয়, সেই ছোট খণ্ডকালীন কাজটি করতে রাজি হয় যেন ব্যবসাটি তাদের নিজেদের ছিল। অধিকাংশ মানুষ বিষয়গুলোকে এভাবে দেখে না। তারা আরও বড় কিছুকে লক্ষ্য বানায়। সর্বোপরি, শুধু কিছু অতিরিক্ত অর্থের জন্য এই খণ্ডকালীন চাকরি, কোনও বড় বিষয় নয়। ভুল!!!!

তুচ্ছ কাজ বলে কিছু নেই। কোন ছোট অ্যাসাইনমেন্ট নেই। দায়ূদের একটি ছোট, তুচ্ছ কাজ ছিল, ভেড়া চড়ানো। কিন্তু তা তাঁর কাছে তুচ্ছ ছিল না; সে ভেড়াগুলোকে রক্ষা করার জন্য অন্তত দুবার তার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। অন্যভাবে বললে, তিনি তাকে দেওয়া আস্থাকে

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি কে ছিলেন তা আর কেউ জানতো না, কিন্তু ঈশ্বর জানতেন! এবং তিনি ঠিক কোথায় ছিলেন সবসময় ঈশ্বর তা জানতেন।

ঈশ্বর আপনি কোথায় আছেন তাও জানেন, এবং তিঁনি কর্তৃত্বের প্রতি আপনার মনোভাব জানেন। মূল কথা হল যদি আপনি যাকে দেখতে পাচ্ছেন এমন ব্যক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে না পারেন, যাকে আপনি দেখতে পান না সেই ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন না। আমি অনেক লোকের মধ্যে একটি অধিকারপ্রবণ মানসিকতা, শিকার হওয়া মানসিকতা আছে দেখতে পাই; সবসময় অন্য কারো দোষ হয়। তারা সর্বদা বলে থাকে যে এটি বসের দোষ, সরকারের দোষ, যতটুকু করলেই নয় শুধুমাত্র ততটুকু কাজ করে, বাধ্য হলেই কাজ করে। তাদের সাধারণত কারিগরি মানসিকতা থাকে, নিজেরা চিন্তা করার পরিবর্তে কি করতে হবে তা তাদের বলে দিতে হয়। ইস্রায়েলের সন্তানদের ক্ষেত্রে এটি ছিল, যারা বছরের পর বছর দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন হয়েও ক্রীতদাসের মতো চিন্তা করতে থাকে। তারা যখন সেই দেশের দৈত্যদের মুখোমুখি হবে তখন তাদের দাসত্বের মানসিকতা কাজ করবে না। তারা সেই দেশে যাবার আগে ঈশ্বরকে তাদের সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছিল। দেশে যাওয়ার আগে তাঁর আপনাকেও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি যে দেশটির কথা বলছি তা হলো আপনার নিয়তি। তাহলে তিঁনি কি তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?

> *তিনি তোমাকে নত করিলেন, ও তোমাকে ক্ষুধিত করিয়া তোমার অজ্ঞাত ও তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দিয়া প্রতিপালন করিলেন; যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে, মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে।*
>
> —দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ পদ

> *যিনি তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দ্বারা প্রান্তরে তোমাকে প্রতিপালন করিলেন;* ***যেন তিনি তোমার ভাবী মঙ্গলার্থে তোমাকে <u>নত</u> করিতে ও তোমার <u>পরীক্ষা</u> করিতে পারেন।***
>
> —দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৬ পদ

ঈশ্বর তাদের নত করেছেন, যার অর্থ তাদের অপর্যাপ্ত, সাহায্যের প্রয়োজন করে তোলা। তাদেরকে নিজেদের উপর নয় বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে শিখতে হয়েছিল। তাদের শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য খাবার খোঁজার চেয়েও সামনে বড় যুদ্ধ ছিল। সামনে দৈত্য এবং প্রাচীর ঘেরা শহর ছিল যেগুলি সহজেই তাদের ভয় দেখাতে যাচ্ছিল যদি না তারা ঈশ্বরকে তাদের সমস্যার চেয়ে বৃহৎ দেখে।

দ্বিতীয়ত, তাদের যেন কোনকিছু করতে বাধ্য না করে বরং নিজেরাই সঠিক কাজটি মনোনীত করতে পারে তা শিখতে হতো। আজকাল, আমি দেখি যে বাবা-মা অন্তঃকরণের পরিবর্তে তাদের সন্তানের কর্মক্ষমতার প্রশিক্ষণ দেবার চেষ্টা করে ভুল করে থাকে। একটি শিশুকে তাদের রুম পরিষ্কার করতে বলা হয় আর তারপরে তারা যে মনোভাব নিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে যেন কাজটি করতে সম্মত হলেও বিদ্রোহের হৃদয় নিয়ে করে কিন্তু বশ্যতার সাথে নয়। বাবা-মায়েরা যারা তাদের সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চান তারা ভিতরে আসেন এবং পরিষ্কার ঘর দেখেন এবং তারপর সন্তানকে বলেন যে তারা কত চমৎকার কাজ করেছে। ভুল। শিশুটি বাহ্যিকভাবে মানলো, কিন্তু অন্তরে নয়। বশ্যতা স্বীকার করা অন্তরের একটি কাজ। একদিন, সঠিক কাজটি মনোনীত করতে জোর করার জন্য অভিভাবক সেখানে থাকবেন না। যখন পিতামাতা আর তাদের আশ্রয় সরিয়ে নেন, তখন সন্তানের তাদের ইচ্ছামত কাজ করার জন্য স্বাধীন থাকবে। অন্তরে যা আছে তা এখন প্রকাশ পাবে। এই সময়েই অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানকে সমস্যর মধ্যে এবং বিভ্রান্ত হতে দেখেন, তারা বলেন যে ছোট জনি সবসময় এত ভাল সন্তান ছিল, কিন্তু তারা কলেজে গিয়ে বা আলাদা থাকে শুরু করে তখন তাদের আচরণে হতবাক হয়ে যান।

বাইবেল বলে যে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করতে চলেছেন যেন শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে মংগল হয়। আমরা ঠিক এই কথাই বলছি। যে সমস্ত পিতামাতা যারা সন্তানের পছন্দ হওয়া নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তার বিপরীতে, ঈশ্বর সন্তানের দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। দীর্ঘস্থায়ী আচরণে পরিণত হওয়ার আগেই তিঁনি হৃদয়ের ছোট ছোট মনোভাব সংশোধন করতে চলেছেন। ঈশ্বর তাদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন বলতে তখন এটাই বোঝানো হয়েছিল। বশ্যতা স্বীকার করতে বলা হলে যখন হৃদয়ের মনোভাব প্রকাশ পায় তখন ঈশ্বর তাদের সংশোধন করতে সক্ষম হন।

সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে! আমাদের যেহেতু পার হওয়ার মত মরুভূমি নেই, তাহলে আজকে ঈশ্বর কোথায় আমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন? আমরা কোথায় তার রব শুনতে পারি যেন আমরা নত হওয়া শিখতে পারি এবং আমাদের পরবর্তী পদোন্নতির জন্য যোগ্য হতে পারি? ঈশ্বর শৌল সম্পর্কে কি বলেছেন মনে আছে? বলিদানের চেয়ে বাধ্যতা উত্তম। মন্ডলীতে আপনার বাহ্যিক আরাধনা আপনার পরবর্তী পদোন্নতির ভিত্তি নয়। ঈশ্বর কি কর্তৃপক্ষের ব্যাপারে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারেন? সেটা কোথায় শুরু হয়? বাড়িতে।

> *সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য। 'তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও,- এ ত প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত প্রথম আজ্ঞা- 'যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও।*
>
> —ইফিষীয় ৬:১-৩ পদ

আপনার পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা কেন আপনার দীর্ঘ জীবন এবং জীবনে সাফল্যের কারণ হবে? ঈশ্বর কি বাধ্যতার জন্য আপনাকে নম্বর দিচ্ছেন? না, কিন্তু আপনি যদি আপনার জীবনের কর্তৃপক্ষ, পিতামাতাকে, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখেন, তাহলে আপনি ঈশ্বরকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান করবেন। আপনি যদি আপনার জীবনে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে সম্মান করেন, তাহলে আপনি তাঁর বাধ্য হবেন এবং সবকিছু আপনার ভালোর জন্য হবে। তাই আমি বলতে পারি যে যখন আপনি বয়সে ছোট এবং তাদের লালন পালনে থাকেন আপনার পিতামাতাকে তখন ঈশ্বরের মত শোনায়।

দ্বিতীয় স্থানটি যেখানে ঈশ্বর আপনাকে কর্তৃপক্ষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার প্রশিক্ষণ দেবেন তা হল মানব কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখা। আপনার বস, আপনার পালক, পুলিশ অফিসার, এবং সরকার হল এই সমস্ত কর্তৃপক্ষের উদাহরণ যাদের কাছে ঈশ্বর আমাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করার নির্দেশ দেন।

আমি আমাদের মন্ডলীতে একটি পরিবারের কথা স্মরণ করতে পারি যারা সবসময় মনে হয় তাদের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করে এবং কথা বলে। তারা তাদের বাড়ি হারাতে চলছিল এবং একে হালনাগাদ করতে এবং বাজেয়াপ্ত এড়াতে ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। নিশ্চিতভাবে তারা মন্ডলীতে কয়েক ডজন লোককে তাদের গল্প বলেছে। অবশেষে, একটি পরিবার তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের ১০ লক্ষ টাকা দেয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই, তারা প্রথমে যেখানে ছিল সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং বাড়ি হারিয়েছে। এই দম্পতির সাথে, যারা উভয়ই বেকার ছিল সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কথা বলেছিলাম। আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে সঠিক চাকরি পাবার জন্য অপেক্ষার সাথে সাথে তারা অন্তত কিছু করতে পারে। তারা শহরের যে কোনও রেস্তোরাঁয় কাজ করতে পারতো, কিন্তু তারা বলেছিল যে এই ধরনের চাকরি তাদের জন্য নয়। আমি মনে করি এটা স্পষ্ট যে তাদের সমস্যা আর্থিক ছিল না বরং কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব বুঝতে সমস্যা ছিল। কোন কারণে, তারা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল যে তাদের নিজের জীবনের উপর কর্তৃত্ব দেওয়ার এবং সমস্যাটির সমাধানের জন্য যা যা করা দরকার তা করার জন্য তাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে।

রিক রেনার নামে আমার একজন বন্ধু বলেন, কাউকে নিয়োগ দেওয়ার আগে, তিনি তাদের গাড়ি দেখাতে বলেন, অথবা কখনও কখনও তিনি আগে থেকে না জানিয়ে তাদের বাড়িতে চলে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে কেউ যদি তাদের নিজের গাড়ির দায়িত্ব না নেয় তবে তারা কখনই তার জিনিসগুলিরও দায়িত্ব নেবে না। তার অফিসও তাদের গাড়ির মত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমি আমার মরুভূমির প্রশিক্ষণ সময় পার করেছিলাম। এবং আমি আনন্দিত যে ঈশ্বর আমাকে কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার কোন উদাসীন মনোভাবের সাথে যেতে দেননি। তিনি আমাকে

নম্র করেছেন এবং পরীক্ষা করেছেন যেন তিঁনি আমাকে আমার কার্যভারের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন।

আমার মনে আছে যখন ফার্মহাউসে থাকাকালীন দিনগুলিতে টাকার খুব টানাটানি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, আমাকে একটি বড় বিনিয়োগের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল যা আমাকে আমার বকেয়া বিলগুলি, যা দিতে সবসময় দেরি হয়, তা পরিশোধ করতে পারতো। কিন্তু চেকটি সময়মতো আসেনি, তাই আমি একটা অসাধারণ বুদ্ধি বের করেছিলাম যে আমি এমন একটি ব্যাঙ্কে একটি চেকিং অ্যাকাউন্ট খুলব যা আমার প্রাথমিক ব্যাঙ্ক নয় এবং এটি থেকে আমার প্রাথমিক অ্যাকাউন্টে একটি অবৈধ চেক লিখব, এবং পরদিন আমার চেকটি পাবার আশায়, নতুন ব্যাঙ্কে অবৈধ চেকটি পূরণ করতে তা জমা দেব। কিন্তু দুই সপ্তাহেও চেক আসেনি! প্রতিদিন, অবৈধ চেক আসার আগে আমি আমার যেকোন একটি ব্যাঙ্কে একটি অবৈধ চেক লিখতাম। এটি দুই সপ্তাহ ধরে কাজ করেছিল, এবং অবৈধ চেকের জরিমানা বেড়ে ২ লক্ষ টাকায় পৌঁছে গেল কারণ আমার কিছু কেনাকাটা করতে হয়েছিল। সেই সময়কালে, এই পরিমাণ বাড়তেই থাকে।

কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল যখন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আমাকে খুব ভোরে কল করলেন, এবং তার মুখ থেকে প্রথম যে কথা বের হলো, "মি. কিসি, আমি জানি আপনি কি করছেন, আর আমি আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিচ্ছি। এই একাউন্টের অর্থ পরিশোধ করতে আপনাকে টাকা নিয়ে আসতে হবে এবং আপনি এই ব্যাঙ্কে আর কখনও অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না।" ধরা পড়ে গেলাম! এই পরিস্থিতির আসল খারাপ যে দিক ছিল তা হলো আমি যে চেক ব্যবহার করছিলাম যেগুলিতে পদ লেখা ছিল, এবং আমি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে সাক্ষ্য দিচ্ছিলাম যে ঈশ্বর কত মহান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই সেই দিনই চেকটি এসেছিল, এবং আমি ঋণ মেটানোর জন্য এটি ব্যাংকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে সেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের অফিসে যেতে হয়েছিল, তার সামনে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল এবং তাকে বলতে হয়েছিল যেন ঈশ্বরের উপর কোন দোষারোপ করা না হয় কারণ এই কাজ সম্পুর্ণ আমার ছিল এবং এটি করা বোকামি ছিল।

তারপর ব্যবসায় আমার প্রথম বছরগুলিতে যখন আমি আমার আঞ্চলিক ভাইস-প্রেসিডেন্ট দ্বারা প্রশিক্ষণে ছিলাম সেই সময়। যখন তিনি আমার একটি বিক্রয় পর্যালোচনা করছিলেন, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আমি একটি জায়গায় স্বাক্ষর নিতে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি বলেছিলেন, "কোন সমস্যা নেই, শুধু এটাকে আলোর কাছে ধরুন এবং তাদের স্বাক্ষরটি খুঁজে বের করুন যেখানে তারা এটি দেয়নি সেখানে স্বাক্ষরটি ছাপ দিন। তিনি বলেছিলেন, "তারা তো পণ্যটি চায় এবং অন্য প্রতিটি জায়গায় স্বাক্ষর করেছে।" আমি ঠিক তাই করলাম। প্রায় এক মাস পরে, আমি আমার ক্লায়েন্টের অ্যাটর্নির কাছ থেকে একটি কল পাই যিনি বলেন যে আমার ক্লায়েন্ট ব্যাংকের টাকা তোলার ফর্মে তার নাম জাল করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা জমিমানা করে আমার

বিরুদ্ধে মামলা করছে। আমার আঞ্চলিক ভাইস-প্রেসিডেন্টের এতে কিছু দায়বদ্ধতা থাকায় পরিমাণটি কমিয়ে ৫ লক্ষ টাকার করা হয়েছিল এবং তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু আমাকে শিখতে হয়েছিল! আমার নতুন প্রতিনিধিদের একজনকে একটি বীমা পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল আর অধ্যয়নের বই কেনার জন্য তার কাছে টাকা ছিল না, তাই আমি তার ব্যবহারের জন্য এটি কপি করি। তিনি এটি পরীক্ষার হলে ফেলে এসেছিলেন, এবং আমি আর একজন অ্যাটর্নির কাছ থেকে আরেকটি কল পাই যিনি কপিরাইট লঙ্ঘনের জন্য একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই দিনগুলিতে, আমি আমার হাতের তালুর মত আইআরএস অফিসে যাওয়ার পথ জানতাম। আমি সবসময় দেরিতে ট্যাক্স বিল এবং জরিমানা দিয়ে কাজ করতাম। আমি এখন মিশ্র অনুভূতি নিয়ে সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাই। ঈশ্বর আমাকে দায়বদ্ধ করছিলেন, আমাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে একদিন আমি লক্ষ লক্ষ ডলার সামলাব, এবং তিনি আমাকে কোনকিছুতেই পার পেয়ে যেতে দেবেন না। সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই!

আমাকে শিখতে হয়েছিল যে ঈশ্বর আমার প্রবর্তক, এবং ঈশ্বর শুধুমাত্র কর্মক্ষমতার উপর পদোন্নতি দেন না। আমার সততার পরীক্ষাও করা লাগতো। সেজন্য আমি বলি যে ঈশ্বরকে আপনার বসের মত শোনায়। আপনার বস আপনার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আপনাকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং আপনাকে বশ্যতায় ধরে থাকতে ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত একটি যন্ত্র। আপনি কি পরীক্ষায় পাশ করবেন?

> *কেননা উদয়-স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়। কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।*
>
> —গীত ৭৫:৬-৭ পদ

> *কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়, তথাপি তদ্দ্বারা যাহাদের অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে।*
>
> —ইব্রীয় ১২:১১ পদ

> *দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি <u>সম্মান</u> ও <u>ভয়</u> সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতায়, মাংস অনুযায়ী আপন আপন প্রভুদের আজ্ঞাবহ হও; মনুষ্যের তুষ্টিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় <u>প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া</u>, মনুষ্যের সেবা নয়, বরং প্রভুরই সেবা করিতেছ বলিয়া, প্রণয় ভাবেই দাস্যকর্ম কর; জানিও, কোন সৎকর্ম করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে দাস হউক*

কি স্বাধীন হউক, প্রভু হইতে তাহার ফল পাইবে। আর প্রভুগণ, তোমরা তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর, ভর্ৎসনা ত্যাগ কর, জানিও, তাহাদের এবং তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না।

—ইফিষীয় ৬:৫-৯ পদ

শ্রদ্ধা ও ভয়ের সাথে বাধ্যতা! আপনার বসের প্রতি আপনার এই মনোভাব থাকতে হবে। আপনার বসের প্রতি আপনার বাধ্যতাকে পৌল দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিস্মিত হয়েছেন? আমি হয়েছিলাম!

তাহলে ঈশ্বরের রব কেমন শোনায়? আপনার বসের মত!

এটা একটা পরীক্ষা!

আমি যখন এই শিক্ষাটি শেষ করছি, আমি বিশ্বাস করি যে আপনি অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত হয়েছেন। পবিত্র আত্মা সত্যিকার অর্থে জীবনে পাওয়া এক চমৎকার অংশীদার, যিনি আপনাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অমূল্য সত্যগুলি আপনাদের জানানো একটি মহা সম্মানের বিষয়।

- গ্যারী কিসি

ঋণ থেকে বেরিয়ে আসা এবং নিরাপদে বিনিয়োগ করার বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য, আপনি আমার কোম্পানি, ফরওয়ার্ড ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ, 1-(800)-815-0818 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে FaithLifeNow.com দেখুন।

ফেইথ লাইফ চার্চ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য, আপনি FaithLifeChurch.org সাইটে গিয়ে দেখতে পারেন।

১২

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম লাভ করতে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়

আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু পাই তা ঈশ্বর আমাদের যা বলেছেন তাতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত হবে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে এই দান গ্রহণ করাও ভিন্ন কিছু নয়। আপনি গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করার আগে, নিশ্চিত হন যে আপনি এই বইটিতে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলো অধ্যয়ন করেতে থাকুন যতক্ষণ না আপনি আত্মবিশ্বাসী হচ্ছেন যে আপনার জন্য এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছেন। একবার আপনি আত্মবিশ্বাসী হন যে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম আপনার জন্য, তারপর শুধু এই প্রার্থনাটি করুন:

“পিতা, আমি আজকে তোমার পরাক্রমশালী আত্মার বাপ্তিস্ম যাচ্ঞা করছি। তোমার বাক্য অনুসারে, আত্মায় প্রার্থনা করার ক্ষমতা সহ আমি এখন তা গ্রহণ করি। যীশুর নামে এবং তোমার গৌরবের জন্য এটি যাচ্ঞা করি! আমেন।”

আপনি কোনও অভিজ্ঞতা বা নির্দিষ্ট অনুভূতির সন্ধান করছেন না, কিন্তু আপনি ঈশ্বরের বাক্যে অবিচল হয়ে, বিশ্বাস করেন যে আপনি যখন প্রার্থনা করেন আপনি পাবেন। আপনি যাচ্ঞা করা এবং গ্রহণ করার পরে, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে শুরু করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আপনাকে তাঁর আত্মা দিয়ে অভিষিক্ত করার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিন।

আপনি যখন প্রার্থনা করেন, তখন নিশ্চিত হোন যে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি যখন *যাচ্ঞা করেন তখন আপনি গ্রহণ করেন*, যখন আপনি পাওয়ার প্রমাণ প্রকাশ করেন তখন নয়। ঈশ্বরের বাক্যই হলো প্রমাণ।

"যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।" (মার্ক ১১:২৪).

ঈশ্বরের আত্মার আপনার প্রার্থনার ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে বলে যখন প্রার্থনা করেন তখন প্রভুর আরাধনায় সময় কাটাতে ভুলবেন না। ঈশ্বর আপনার মুখ নাড়াবেন না! আপনাকে পরভাষায় প্রার্থনা করার জন্য উন্মুক্ত হতে হবে। সাধারণত, লোকেরা যখন প্রার্থনা করে বা ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি অনুভব করে তখন তাদের শরীরের ভিতর একটি দ্রুততা বা টানটান ভাব অনুভব করে।

আপনি যখন আরাধনা চালিয়ে যান, নিজেকে ঈশ্বরের আত্মার কাছে সমর্পণ করুন। আপনি আপনার আত্মা থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন শব্দ বা শব্দাংশ অনুভব করতে শুরু করবেন। আপনাকে বিশ্বাসে সেই শব্দগুলির কাছে সমর্পণ করতে হবে। আপনি যখন তা করবেন, ঈশ্বরের আত্মার প্রবাহ ও কথা বের হয়ে আসা বৃদ্ধি পাবে।

যদি কোনো কারণে আপনি সাথে সাথেই পরভাষায় প্রার্থনা না করেন, সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি *বিশ্বাসে* পেয়েছেন, তাই শুধু তাঁর অভিষেকের জন্য অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করুন। আমি দেখেছি যে লোকেরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করার পরে একটি মন্ডলীর সভা থেকে বাড়ি ফিরে যায় এবং ঘরে ফেরার পথে, পরের দিন সকালে স্নানের সময় বা কয়েক দিন পরে ঘাস কাটার সময় আত্মায় প্রার্থনা করতে শুরু করে। মূল বিষয় হল বিশ্বাসে গ্রহণ করে, অনুভূতি দ্বারা নয়।

আত্মায় প্রার্থনা করাকে আপনার জীবনের প্রতিদিনের একটি অংশ করুন এবং একটি শক্তিশালী প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলুন। ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলবেন এবং আপনাকে সব বিষয়ে উত্তর দেবেন! আমি বিশ্বাস করি যে আপনি আত্মায় প্রার্থনা করার জন্য সময় করে নেবেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সমস্ত সুবিধা উপভোগ করবেন যা আপনি ইতিমধ্যেই পেয়েছেন!

মন্তব্য

১. জ্যারেড ডাবলিন, "জেলেড ফ্যান ডেজ ব্রায়ান্ট নন-ক্যাচ বনাম প্যাকার্সের জন্য NFL-এর বিরুদ্ধে ৮৮ কোটি টাকার মামলা করছেন," ২৩ জানুয়ারী, ২০১৫, https://www.cbssports.com/nfl/news/jailed-fan-suing-nfl -এর জন্য-88-বিলিয়ন-ওভার-ডেজ-ব্রায়েন্ট-নন-ক্যাচ-বনাম-প্যাকারস/।

২. http://www.dictionary.reference.com/browse/Edified?s=t.

৩. লিন এডওয়ার্ডস, "মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে শিশুরা ছয় মাস বয়সেও সঠিক আর ভুলের পার্থক্য বুঝতে পারে," ১০ মে, ২০১০, https://medicalxpress.com/news/2010-05-psychologists-babies-wrong-months.htm

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

কৌশলের ক্ষমতা

জীবনটা বড় বড় সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ।

কিভাবে বুঝবেন কোন বাড়ি কিনবেন, কাকে বিয়ে করবেন বা কোন চাকরি নেবেন?

আপনি যদি সফল হতে চান তবে আপনার একটি কৌশল প্রয়োজন। কিন্তু আপনি কীভাবে সেই কৌশল তৈরি করবেন যখন আপনার কাছে সব উত্তর নেই?

ঈশ্বরের গোপন বিষয় আপনার জন্য লুকানো আছে, তবে আপনার কাছ থেকে লকানো নেই।

ঈশ্বর চান যেন আপনি আপনার প্রয়োজনীয় উত্তরগুলি পান, এবং এই কারণেই তিনি আপনাকে গোপন অস্ত্র দিয়েছেন!

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব সিরিজের এই তৃতীয় বইটিতে, গ্যারী কিসি তার সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ঈশ্বরের রাজ্যের একটি জটিল রহস্য প্রকাশ করেছেন: কৌশলের ক্ষমতা ! যে কেউ মাছ ধরতে পারে যদি তারা জানে কোথায় তাদের জাল ফেলতে হবে। ঈশ্বরের কাছে আপনার প্রয়োজনীয় উত্তর রয়েছে, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে কীভাবে এই উত্তরগুলি শুনতে হবে এবং সেগুলি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, আর এই বইটি সেই সম্পর্কেই।

এই চোখ খুলে যাওয়া যাত্রায় গ্যারীর সাথে যোগ দিন এবং কীভাবে আপনার জীবনে কৌশলের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তা আবিষ্কার করুন!

গ্যারী কিসি একজন লেখক, বক্তা, উদ্যোক্তা, আর্থিক বিশেষজ্ঞ এবং পালক, যিনি মানুষ যেন বিশেষ করে বিশ্বাস, পরিবার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবনে জয়ী হতে পারে, সেই লক্ষ্যে সাহায্য করার জন্য প্রবলভাবে আকাঙ্খা পোষন করেন। গ্যারী এবং তার স্ত্রী ড্রেন্ডা, বেশ কয়েকটি সফল ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন, এবং ফেইথ লাইফ নাও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, যে প্রতিষ্টানটি, দুটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রযোজনা করে, যেমন–*ফিক্সিং দ্য মানি থিং* এবং *ড্রেন্ডা*, আর বিশ্বব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করে, এবং ব্যবহারিক উপকরণ তৈরী করে। কিসি দম্পত্তি ওহাইও, কলম্বাসের কাছে ফেইথ লাইফ চার্চে পালকীয় কাজ করেন।

P.O. Box 779, New Albany, Ohio 43054
LIFE | GaryKeesee.com